পশ্চিমবঙ্গ

পঞ্চায়েত আইন ও নিয়মাবলী

টোডরমল

ও

বিক্রমকেশরী সরকার



অণিমা প্রকাশনী

১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৬/জুলাই, ১৯৭৯

প্রকাশক :
শ্রীদ্বিজদাস কর
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
সুমন চট্টোপাধ্যায়
এস. সি. এনটারপ্রাইজ
৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ পঞ্চায়েতীরাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনটি স্তরের ব্যবস্থা রেখেছে। সেই তিনটি স্তর হলো—গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ। পূর্বেকার পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে যে দুটি আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (যথা—পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ এবং পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩) তাতে চারটি স্তরের ব্যবস্থা ছিল ; যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ (ব্লক পর্যায়ে) ও জিলা পরিষদ।

বর্তমান আইনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে নূতন করে সাজিয়ে সর্বভারতীয় ধাঁচে ত্রিস্তর করা হয়েছে। সাধারণভাবে বোঝার সুবিধের জন্য বলা যায়, পুরাতন অঞ্চল পঞ্চায়েত স্তরকে বর্তমানের গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আনা হয়েছে। তবে যেহেতু লোক সংখ্যার ভিত্তিও হিসেবের মধ্যে আছে সেইজন্য যে সব পুরাতন অঞ্চলে লোকসংখ্যা পনের হাজারের বেশী ছিল সেখানে একের বেশী বর্তমানের গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরী করা হয়েছে। ব্লক পর্যায়ে, অতীতের আঞ্চলিক পরিষদের বর্তমান নাম পঞ্চায়েত সমিতি।

১৯৭৩-এর আইনে তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলে, পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার অন্যতম মূল লক্ষ্য যা হলো, গণতান্ত্রিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ—তার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম থেকে সুরু করে জেলাস্তর পর্যন্ত প্রশাসন ব্যবস্থা, বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, জনকল্যাণমুখী হতে পারবে, কেননা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিনটি স্তরেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হতে পারবেন। এছাড়া, গ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত স্বয়ং-শাসিত। উপরের স্তরের পঞ্চায়েত সমিতি নীচের স্তরের গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর কর্তৃত্বের ভাব নিয়ে নয়, সহযোগী সাহায্যকারীর মনোভাব নিয়ে এগোবেন। যে সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মপ্রকল্পগুলি একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং যেগুলির রূপায়ণের জন্য উচ্চতর যন্ত্রবিদ্যার

প্রয়োজন সেগুলির রূপায়ণের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতি বা ক্ষেত্র বিশেষে জিলা পরিষদ বহন করবেন।

ঐ একইভাবে জিলা পরিষদ জেলার গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার দায়িত্ব বহন করবেন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দেশ গড়ার কাজে সবল ও অর্থবহ অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করবেন।

এই আইনের ব্যাপক প্রচার শুধু যে প্রতিনিধিদের জন্যে তা নয়, গ্রাম বাংলার প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রয়োজন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এই গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচলন হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

টোডরমল

ও

বিক্রমকেশরী সরকার

সূচীপত্র

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা এবং কর্তব্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রাম পঞ্চায়েতের সংস্থা

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চায়েত সমিতি

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পঞ্চায়েত সমিতি গঠন

নবম পরিচ্ছেদ

পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কর্তব্য

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

দশম পরিচ্ছেদ

পঞ্চায়েত সমিতির সংস্থা

একাদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিসমূহ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সম্পত্তি এবং তহবিল

চতুর্থ অধ্যায়

জিলা পরিষদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জিলা পরিষদ গঠন

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জিলা পরিষদের ক্ষমতা, কৃত্য এবং কর্তব্যাদি

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জিলা পরিষদের সংস্থা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিসমূহ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সম্পত্তি এবং তহবিল

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আয়-ব্যয় পরীক্ষা (Audit)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫

ফরমের তালিকা

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদের সম্পাদকের চাকরির শর্ত ও কড়ার) নিয়মাবলী, ১৯৭৮

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক এবং সম্পাদকের ক্ষমতাদি, কৃত্যাদি এবং কর্তব্যাদি) নিয়মাবলী, ১৯৭৮

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩

(পশ্চিমবঙ্গ আইন, ৪১, ১৯৭৩)

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েতসমূহ পুনর্গঠন এবং উহার সহিত সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতিবিধানের জন্য একটি আইন।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েতসমূহ পুনর্গঠন এবং উহার সহিত সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতিবিধানের জন্য ইহা বিধেয় :

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের চতুর্বিংশতি বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-মণ্ডল কর্তৃক এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইল :—

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, বিস্তার এবং আরম্ভ :

(১) এই আইনটি পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) যে সকল অঞ্চলে কলিকাতা পৌর আইন, ১৯৫১,' হাওড়া পৌর আইন, ১৯৬৫, বঙ্গীয় পৌর আইন, ১৯৩২, কোচবিহার শহর সমিতি আইন, ১৯০৩, চন্দননগর পৌর আইন, ১৯৫৫, সেনাবাস আইন, ১৯২৪-এর বিধান-সমূহ অথবা কোনো অংশসমূহ অথবা তাহার সংপরিবর্তন (modification) প্রযোজ্য বা অতঃপর প্রযোজ্য হইতে পারে সেই সকল অঞ্চলে ব্যতীত ইহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত হইল।

(৩) এই ধারাটি এখনই বলবৎ হইবে; অবশিষ্ট ধারাগুলি রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের (notification) মাধ্যমে যেইরূপ নির্দিষ্ট করিবেন সেইরূপ তারিখ অথবা তারিখসমূহ হইতে এবং সেইরূপ অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহে বলবৎ হইবে এবং বিভিন্ন ধারা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য পৃথক তারিখ নির্দিষ্ট হইতে পারিবে।

২। সংজ্ঞার্থ ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গ বিরোধী কোনো কিছু না হইলে, এই আইনে—

(১) "আয়-ব্যয় পরীক্ষক" (Auditor) অর্থে ১৮৬ ধারা অনুসারে নিযুক্ত একজন আয়-ব্যয় পরীক্ষক এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ অনুসারে একজন আয়-ব্যয় পরীক্ষকের সকল অথবা যে কোনো কৃত্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনো আধিকারিক ইহার অন্তর্গত ;

(২) "ব্লক" (Block) অর্থে ৯৩ ধারায় উল্লিখিত অঞ্চল ;

(৩) "ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক" (Block Development Officer) অর্থে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদে নিযুক্ত আধিকারিক ;

(৪) "মোকদ্দমা" (Case) অর্থে ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য কোনো অপরাধের ফৌজদারী কার্যবাহ ;

(৫) "জেলা শাসক" (District Magistrate) এই আইন অনুসারে জেলা শাসকের সকল অথবা যে কোনো কৃত্যসমূহ নির্বাহের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক, ডেপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এবং অপর যে কোনো শাসক ইহার অন্তর্গত ;

(৬) "পঞ্চায়েত অধিকর্তা" (Director of Panchaya) অর্থে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত বিভাগের পঞ্চায়েত অধিকর্তা এবং পঞ্চায়েতসমূহের যুগ্ম-অধিকর্তা, উপ-অধিকর্তা এবং সহ-অধিকর্তা ইহার অন্তর্গত ;

(৭) "জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক" (District Panchayat Officer) অর্থে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদে নিযুক্ত আধিকারিক ;

(৮) "জেলা পরিকল্পনা সমিতি" (District Planning Committee) অর্থে জেলার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত জেলা পরিকল্পনা সমিতি ;

(৯) "সম্প্রসারণ আধিকারিক, পঞ্চায়েত" (Extension Officer, Panchayat) অর্থে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদে নিযুক্ত আধিকারিক ;

(১০) "গ্রাম" (Gram) অর্থে যে কোনো মৌজা, কোনো মৌজার অংশ, অথবা পরস্পর সংলগ্ন মৌজাসমষ্টি অথবা উহাদের অংশসমূহ রাজ্য সরকার কর্তৃক ধারা ৩-এর উপধারা (১) অনুসারে গ্রাম বলিয়া ঘোষিত ;

(১১) "গ্রাম পঞ্চায়েত" (Gram Panchayat) অর্থে ধারা ৪ অনুসারে গঠিত কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত ;

(১১ক)[১] "পার্বত্য অঞ্চল" (Hill Area) অর্থে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাসমূহের অন্তর্গত অঞ্চল ;

(১২) "কর্মাধ্যক্ষ" (Karmadhyaksha) অর্থে, স্থল বিশেষে, ধারা ১২৫ অনুসারে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির অথবা ধারা ১৭২ অনুসারে নির্বাচিত জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ;

(১৩) "মৌজা" (Mouza) অর্থে কোনো একটি জায়গা যাহা যে জেলায় অবস্থিত তাহার রাজস্ব নথিতে সুস্পষ্ট এবং পৃথক গ্রাম হিসাবে লিপিবদ্ধ, বর্ণিত এবং জরিপকৃত ;

(১৪) "প্রজ্ঞাপন" (Notification) অর্থে সরকারী ঘোষপত্রে (Gazette) প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন ;

(১৫) "ন্যায় পঞ্চায়েত" (Nyaya Panchayat) অর্থে ধারা ৫১ অনুসারে গঠিত ন্যায় পঞ্চায়েত ;

(১৬) "পঞ্চায়েত সমিতি" (Panchayat Samiti) অর্থে ধারা ৯৫ অনুসারে গঠিত পঞ্চায়েত সমিতি ;

(১৭) "প্রধান" (Pradhan) অর্থে ধারা ৯ অনুসারে নির্বাচিত কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ;

(১৮) "নির্ধারিত" (Prescribed) অর্থে এই আইন মতে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত ;

(১৯) "নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ" (Prescribed Authority) অর্থে এই আইনের সকল অথবা যে কোনো উদ্দেশ্যসমূহের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিযুক্ত কোনো কর্তৃপক্ষ ;

(২০) "জন পথ" (Public Street) অর্থে যে কোনো রাস্তা, রাজ পথ, পথ, গলি, সরুগলি, চলাচলের পথ, হাঁটা পথ, চতুষ্ক অথবা প্রাঙ্গন, উভয় দিক উন্মুক্ত পথ হউক কিনা, যাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিবার জনসাধারণের অধিকার আছে, এবং পার্শ্ববর্তী নালা অথবা জল নিকাশের পথ এবং যে কোনো সংলগ্ন সম্পত্তির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত জমি, অনুরূপ জমির উপরে ক্ষেপন বা বারান্দা বা উপরের ইমারত থাকিলেও ইহার অন্তর্গত ;

(২১) "সভাপতি" (Sabhapati) অর্থে ধারা ৯৮ অনুসারে নির্বাচিত কোনো পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ;

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সংযোজিত।

(২২) "সভাধিপতি" (Sabhadhipati) অর্থে ধারা ১৪৩ অনুসারে নির্বাচিত কোনো জিলা পরিষদের সভাধিপতি ;

(২৩) "সহকারী সভাপতি" (Sahakari Sabhapati) অর্থে ধারা ৯৮ অনুসারে নির্বাচিত কোনো পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ;

(২৪) "সহকারী সভাধিপতি" (Sahakari Sabhadhipati) অর্থে ধারা ১৪৩ অনুসারে নির্বাচিত কোনো জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ;

(২৫) "তফসিলী সম্প্রদায়" (Scheduled Castes) অর্থে যেরূপ জাতি বংশানুক্রম অথবা উপজাতি অথবা এর অংশ অথবা তদন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী, অনুরূপ জাতি, বংশানুক্রম অথবা উপজাতি যাহা ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪১ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পর্কে তফসিলী সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য ;

(২৬) "তফসিলী উপজাতি" (Scheduled Tribes) অর্থে যেরূপ উপ-জাতি অথবা উপজাতি সম্প্রদায় অথবা এর অংশ অথবা তদন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী, অনুরূপ উপজাতি অথবা উপজাতি সম্প্রদায় যাহা ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪২ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পর্কে তফসিলী উপজাতি বলিয়া গণ্য ;

(২৭) "রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষৎ" (State Planning Board) অর্থে রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষৎ ;

(২৮) "মামলা" (Suit) অর্থে ন্যায়-পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য দেওয়ানী মামলা ;

(২৯) "উপ-প্রধান" (Upa-Pradhan) অর্থে ধারা ৯ অনুসারে নির্বাচিত গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান ;

(৩০) "বৎসর" (Year) অর্থে এপ্রিল মাসের প্রথম দিবস হইতে সুরু হওয়া বৎসর ;

(৩১) "জিলা পরিষদ" (Zilla Parishad) অর্থে ধারা ১৪০ অনুসারে গঠিত কোনো জেলার জিলা পরিষদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রাম পঞ্চায়েত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন

৩। গ্রাম :

(১) রাজ্য সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে কোনো মৌজা অথবা কোনো মৌজার অংশ অথবা পরস্পর সংলগ্ন মৌজার সমষ্টি অথবা উহাদের অংশসমূহকে গ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে প্রজ্ঞাপনে গ্রামের নাম যাহার দ্বারা ইহা পরিচিত হইবে উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং অনুরূপ গ্রামের স্থানীয় সীমার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতসমূহের মতামত পর্যালোচনা করিয়া প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে—

(ক) যে কোনো গ্রাম হইতে তাহার অন্তর্গত যে কোনো অঞ্চল বাদ দিতে পারিবেন ; অথবা

(খ) যে কোনো গ্রামে সেই গ্রামের সংলগ্ন অঞ্চল যুক্ত করিতে পারিবেন ; অথব।

(গ) যাহাতে দুই বা এতদতিরিক্ত গ্রাম গঠন করা যায় একটি গ্রামের আয়তনকে বিভক্ত করিতে পারিবেন ; অথবা

(ঘ) যাহাতে একটি গ্রাম গঠন করা যায় দুই অথবা এতদতিরিক্ত গ্রামের আয়তনকে একত্রিত করিতে পারিবেন।

৪। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং তাহার গঠন :

(১) রাজ্য সরকার প্রতিটি গ্রামের জন্য গ্রামের নামে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করিবেন।

(১) গ্রামের অন্তর্গত অঞ্চলে তৎসময় বলবৎ পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার নির্বাচক তালিকায় যে সকল ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত তাঁহাদের মধ্য হইতে [এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিতব্য নিয়মাবলী অনুসারে এবং

পার্বত্য অঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলের নির্বাচকের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা যেরূপ সদস্য সংখ্যা স্থিরীকৃত হইবে—যাহা সাতের কম এবং পচিশের উর্ধ্বে নহে][1] তাঁহারা নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময় এবং অনুরূপ প্রণালীতে গোপন ভোটের মাধ্যমে অনুরূপ সংখ্যক নির্বাচন করিবেন এবং এরূপভাবে নির্বাচিত সদস্যগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হইবেন।

(৩) নির্বাচনের সুবিধার্থে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক রচিতব্য নিয়মাবলী অনুসারে—

(ক) উপধারা (২) অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থিরীকৃত সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে—তিনের কম অথবা চোদ্দর অধিক নহে—গ্রামের আয়তনকে নির্বাচন ক্ষেত্রে বিভক্ত করিবেন ;

(খ) গ্রামের নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে অনধিক তিনটি আসন অনুরূপ প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্রে বণ্টন করিবেন।

(৩ক)[2] এই ধারায় যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও এই আইন অনুসারে প্রথম নির্বাচনের প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ (পশ্চিমবঙ্গ আইন ১, ১৯৫৭) অনুসারে সংগঠিত গ্রাম সভার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমা নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমা হইবে ; অবশ্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নির্বাচন ক্ষেত্রে আসন বণ্টনের প্রয়োজনে যেরূপ সমীচীন মনে করিবেন এই আইন দ্বারা সংগঠিত গ্রাম সভার স্থানীয় সীমা বিভক্ত করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারা অনুসারে গঠিত প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত সরকারী ঘোষ-পত্রে (Official Gazette) প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং [ধারা ২১০-এ যাহা কিছু নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও][3] সর্বপ্রথম যেদিন গণপূর্তির (quorum) উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হইবে সেই তারিখ হইতে ক্ষমতাসীন হইবে।

(৫) প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিরবিচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার সমান্বিত নিগমবদ্ধ (Corporate Body) হইবে এবং একটি সাধারণ নামমুদ্রা (seal) থাকিবে এবং নিগমবদ্ধ নামে নালিশ দায়ের এবং উহার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করা যাইবে।

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

৩ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

৫। গ্রামের অঞ্চল অদল-বদলের প্রস্তাব :

(১) তিন ধারার উপধারা (৩)-এর দফা (ক) অনুসারে কোনো অঞ্চল যখন একটি গ্রামের বহির্ভূত করা হইবে; সেই অঞ্চলে ঐ উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে সেই গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষয়াধীন ক্ষেত্রাধিকারের সমাপ্তি ঘটিবে এবং যদি না রাজ্য সরকার তাহাতে বলবৎ নিয়মাবলী, নির্দেশাবলী এবং প্রজ্ঞাপনের মধ্যে ভিন্ন প্রকার নির্দেশ দেন।

(২) তিন ধারার উপধারা (৩)-এর দফা (খ) অনুসারে কোনো অঞ্চল যখন একটি গ্রামের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে; সেই গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে সেই অঞ্চলের উপর ক্ষেত্রাধিকার হইবে এবং যদি না রাজ্য সরকার ভিন্ন প্রকার নির্দেশ দেন, ঐ গ্রামে বলবৎ সকল নিয়মাবলী, আদেশাবলী, নির্দেশাবলী এবং প্রজ্ঞাপনসমূহ অনুরূপ অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) তিন ধারার উপধারা (৩)-এর দফা (গ) অনুসারে দুই বা এতদতিরিক্ত গ্রাম গঠন করিতে যখন কোনো গ্রামের অঞ্চল বিভক্ত করা হইবে; ঐ উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে সেই গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটিবে এবং এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে নবগঠিত গ্রামসমূহের গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ পুনর্গঠিত হইবে।

(৪) তিন ধারার উপধারা (৩)-এর দফা (ঘ) অনুসারে একটি গ্রাম গঠন করিতে যখন দুই বা এতদতিরিক্ত গ্রাম সংযুক্ত করা হইবে; উক্ত গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটিবে এবং এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে নবগঠিত গ্রামের জন্য পৃথক গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হইবে।

(৫) তিন ধারার উপধারা (৩) অনুসারে কোনো গ্রামের কোনো অঞ্চল বহির্ভূত বা অন্তর্ভুক্ত অথবা দুই বা এতদতিরিক্ত গ্রাম গঠনে কোনো গ্রাম বিভাজিত অথবা দুই বা এতদতিরিক্ত গ্রাম একটি গ্রাম গঠনে সংযুক্ত এরূপ পুনর্গঠনের-ফলে প্রভাবিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতসমূহের সম্পত্তি তহবিল এবং দায়সমূহ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশের মাধ্যমে নিধারিতব্য অনুরূপ বিভাজন অনুসারে তদ্রূপ গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েতসমূহে ন্যস্ত হইবে এবং এইরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে।

(৬) অনুরূপ পুনর্গঠনকে কার্যকর করিতে যেরূপ প্রয়োজন হইবে,

উপধারা (৫) অনুসারে প্রদত্ত আদেশে সম্পূরক, প্রাসঙ্গিক এবং আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ থাকিতে পারিবে।

৬। কোনো গ্রাম বা উহার অংশ পৌরসংঘ ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্তির প্রভাব :

(১) যদি কোনো সময়ে একটি গ্রামের সমগ্র অঞ্চল পৌরসংঘ বা কোনো অঞ্চল যাহা বঙ্গীয় পৌর আইন, ১৯৩২-এর ৯৩ক ধারা অনুসারে গঠিত প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল বা কোনো অঞ্চল পৌর নিগম, শহর সমিতি, বা কোনো সেনাবাসের প্রাধিকারাধীন (under the authority) অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত সম্পত্তি তহবিল এবং অপরাপর পরিসম্পৎ (assets) এবং অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল স্বত্ব ও দায়সমূহ, স্থল বিশেষে, পৌর কমিশনারদের বা প্রজ্ঞাপিত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের বা পৌর নিগম বা শহর সমিতি বা সেনাবাসের কর্তৃপক্ষের উপর উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাইবে এবং ন্যস্ত হইবে।

(২) যদি কোনো সময় একটি গ্রামের অঞ্চলের অংশ পৌরসংঘ বা কোনো অঞ্চল যাহা বঙ্গীয় পৌর আইন, ১৯৩২-এর ৯৩ক ধারা অনুসারে গঠিত প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল বা কোনো অঞ্চল পৌর নিগম, শহর সমিতি বা কোনো সেনাবাসের প্রাধিকারাধীন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে পৌরসংঘ, বা প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল হিসাবে গঠিত অঞ্চলে, বা পৌর নিগম, শহর সমিতি বা কোনো সেনাবাসের প্রাধিকারাধীন অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল গ্রামের আয়তন হইতে সেই পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত বিবেচনা করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে অন্তর্ভুক্ত অংশ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পত্তি তহবিল এবং দায়সমূহ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিতব্য বিভাজন অনুসারে, স্থল বিশেষে, পৌর কমিশনারদের বা প্রজ্ঞাপিত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের বা পৌর নিগম, বা শহর সমিতি অথবা সেনাবাসের কর্তৃপক্ষের উপর উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাইবে এবং ন্যস্ত হইবে এবং এইরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে এবং যদি না রাজ্য সরকার ভিন্ন প্রকার নির্দেশ দেন, স্থল বিশেষে, পৌর কমিশনারদের, প্রজ্ঞাপিত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের, পৌর নিগম, শহর সমিতি বা কোনো সেনাবাসের প্রাধিকারাধীন অঞ্চলে বলবৎ সকল নিয়মাবলী, আদেশাবলী, নির্দেশাবলী এবং প্রজ্ঞাপনসমূহ অনুরূপ অন্তর্ভুক্ত গ্রামের অঞ্চলের অংশে প্রযুক্ত হইবে।

৭। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের কার্যকাল ঃ

(১) ধারা ১১-র বিধানাধীনে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ উহার গণপূর্তির উপস্থিতিতে প্রথম সভার তারিখ হইতে চার বৎসর কাল ক্ষমতাসীন থাকিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত চার বৎসর সময়কালের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে উক্ত সময়কাল সমাপ্তির পর এবং পুনর্নির্বাচন অন্তে নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের গণপূর্তির উপস্থিতিতে প্রথম সভার তারিখের মধ্যে যে কোনো সময় যাহা অতিবাহিত হইতে পারে ঃ

এই শর্ত যে উক্ত চার বৎসর সময়কাল অতিক্রান্ত হইবার পর নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ প্রথম সভা তিন মাসের মধ্যে যদি অনুষ্ঠিত হইতে না পারে ; রাজ্য সরকার আদেশের মাধ্যমে এই উপধারা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যে অধিষ্ঠিত সদস্যদের কার্যকালের অবসান ঘটাইতে পারিবেন এবং আদেশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা এবং কার্যাদি এই আইন অথবা তৎসময় বলবৎ যে কোনো অন্যান্য আইন অনুসারে প্রয়োগ ও নির্বাহ করিবার জন্য সেই তারিখ পর্যন্ত যতক্ষণ না নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়, যে কোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদের নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৮। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের অযোগ্যতা :

ধারা ৯৪ এবং ৯৭-এর অন্তর্গত বিধানাধীনে কোনো ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি কোনো ন্যায় পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জিলা পরিষদ অথবা ধারা ১-এর উপধারা (২)-এ উল্লিখিত কোনো আইন অনুসারে গঠিত পৌর কর্তৃপক্ষের সদস্য হন ; অথবা

(খ) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বা গ্রাম পঞ্চায়েতের বা পঞ্চায়েত সমিতির বা জিলা পরিষদের চাকুরীতে থাকেন অথবা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন ; অথবা

(গ) প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বয়ং বা তাঁহার অংশীদার বা নিয়োগকর্তা বা কর্মচারীর মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রামটি যে ব্লকের অন্তর্ভুক্ত উহার পঞ্চায়েত সমিতির বা ঐ জেলার জিলা পরিষদের সহিত বা দ্বারা বা পক্ষের চুক্তিতে তাঁহার অংশ অথবা স্বত্ব থাকে ;

এই শর্ত যে, সংগ আইন ১৯৫৬-তে সংজ্ঞায়িত সাধারণ সংগ যাহার গ্রাম

পঞ্চায়েত অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রামটি যে ব্লকের অন্তর্ভুক্ত উহার পঞ্চায়েত সমিতি অথবা ঐ জেলার জিলা পরিষদের সহিত চুক্তি আছে অথবা উহার দ্বারা নিযুক্ত, তাহাতে তাঁহার স্বত্ব বা অংশ আছে কেবলমাত্র এই কারণে কোনো ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য বিবেচিত হইবেন না ; অথবা

(ঘ) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমবায় সমিতি বা সরকারী সংগ বা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের স্বত্বাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন নিগমের চাকুরী হইতে দুশ্চারিত্র্যজনিত অসদাচরণের জন্য পদচ্যুত হইয়া থাকেন, এবং অনুরূপ পদচ্যুতির তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ; অথবা

(ঙ) যথাযোগ্য বিচারালয় কর্তৃক তিনি মানসিক অসুস্থ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকেন ; অথবা

(চ) তিনি একজন অমুক্ত (undischarged) শোধাক্ষম (insolvent) হন ; অথবা

(ছ) তিনি একজন মুক্ত শোধাক্ষম হইলেও তাঁহার শোধাক্ষমতা (insolv- ency) দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনো প্রকার অসদাচরণের জন্য নহে বিচারালয় হইতে এইরূপ প্রমাণপত্র না পাইয়া থাকেন ; অথবা

(জ) ছয় মাসাধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় দুশ্চারিত্র্যজনিত কোনো অপরাধ অথবা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার পরিচ্ছেদ নবম ক অনুসারে অথবা পশ্চিমবঙ্গ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (নির্বাচনী অপরাধ এবং বিবিধ বিধানসমূহ) আইন, ১৯৫২-এর ধারা ৩ এবং ধারা ৯ অনুসারে অথবা জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ অনুসারে কোনো অপরাধে তিনি কোনো ধর্মাধিকরণ (court) কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং দণ্ডাদেশ অতিক্রান্তের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয় নাই।

৯। প্রধান এবং উপ-প্রধান ঃ

(১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত গণপূর্তির উপস্থিতিতে উহার প্রথম সভায় নির্ধারিত প্রণালী অনুসারে উহার একজন সদস্যকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং অপর একজন সদস্যকে উপ-প্রধান নির্বাচন করিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে অনুষ্ঠিতব্য সভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত প্রণালীতে আহূত হইবে।

(৩) ধারা ১২-র বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া এবং তাঁহাদের সদস্যরূপে

স্থায়িত্বকালীন প্রধান ও উপ-প্রধান চার বৎসর সময়কাল ক্ষমতাসীন থাকিবেন।

এই শর্ত যে যতদিন না নূতন প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচিত এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন অথবা যতদিন না ধারা ৭-এর উপধারা (২)-এর অনুবিধি অনুসারে কোনো কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইতেছেন প্রধান অথবা উপ-প্রধান উক্ত সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ক্ষমতাসীন থাকিবেন।

(৪) যখন—

(ক) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যভাবে প্রধানের পদ রিক্ত হইবে, অথবা

(খ) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কারণে সাময়িকভাবে প্রধান কার্য নির্বাহে অসমর্থ হইলে,

স্থল বিশেষে, যতদিন না নূতন প্রধান নির্বাচিত এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন অথবা যতদিন না প্রধান কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতেছেন ততদিন পর্যন্ত উপ-প্রধান প্রধানের ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাদি নির্বাহ এবং কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

(৫) যখন—

(ক) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যভাবে উপ-প্রধানের পদ রিক্ত হইবে, অথবা

(খ) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কারণে সাময়িকভাবে উপ-প্রধান কার্য নির্বাহে অসমর্থ হইলে,

স্থল বিশেষে, যতদিন না নূতন উপ-প্রধান নির্বাচিত এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন অথবা যতদিন না উপ-প্রধান কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতেছেন ততদিন পর্যন্ত প্রধান উপ-প্রধানের ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাদি নির্বাহ এবং কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

(৬) যখন প্রধান এবং উপ-প্রধান উভয়েরই পদ রিক্ত অথবা প্রধান এবং উপ-প্রধান সাময়িকভাবে কার্য নির্বাহে অসমর্থ, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যতদিন না একজন প্রধান অথবা উপ-প্রধান নির্বাচিত হইতেছেন এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্য হইতে কার্য নির্বাহের জন্য প্রধান এবং উপ-প্রধান নিযুক্ত করিবেন।

(৭) নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়কাল বা কালসমূহের জন্য গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ-প্রধান অনুপস্থিতির ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন।

১০। প্রধান বা উপ-প্রধান সদস্যের পদত্যাগ :

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপ-প্রধান বা কোনো সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবেন ; নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার এইরূপ করার অভিপ্রায় লিখিতভাবে প্রজ্ঞাপিত করিয়া এবং এইরূপ পদত্যাগের বিষয় গৃহীত হইলে উক্ত প্রধান, উপ-প্রধান অথবা সদস্যের পদ রিক্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে যখনই পদত্যাগ গৃহীত হইবে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের অনুরূপ গ্রহণের ত্রিশ দিনের মধ্যে জানাইয়া দিবেন।

১১। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যকে অপসারণ :

(১) কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সদস্যকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার একটি সুযোগ প্রদান করিয়া নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদেশের মাধ্যমে তাহাকে পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন—

(ক) যদি তাঁহার নির্বাচনের পর দুশ্চারিত্র্যজনিত এবং ছয় মাসাধিক সময়কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনায় কোনো অপরাধে ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন , অথবা

(খ) যদি তাঁহার নির্বাচনের সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার অযোগ্য হন , অথবা

(গ) যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পদে তাঁহার নির্বাচনের পর ধারা ৮-এর দফা (খ) হইতে (ছ)-তে উল্লিখিত যে কোনো অযোগ্যতায় তিনি দায়ী হন ; অথবা

(ঘ) যদি তিনি ক্রমান্বয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকেন ; অথবা

(ঙ) যদি এই আইন অথবা বঙ্গীয় গ্রাম স্ব-শাসন আইন, ১৯১৯ অথবা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ অথবা জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ অনুসারে প্রদেয় কর, পথকর, মাসুল বা অভিকর (rate) সম্পর্কিত যে কোনো বকেয়া পাওনা তিনি মিটাইয়া না দেন।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েতের যে কোনো সদস্য যিনি উপধারা (১) অনুসারে

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাঁহার পদ হইতে অপসারিত, আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন সেরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং তৎকারণে, অনুরূপ নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং আপীলের নোটিশ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদানের পর এবং আবেদনকারীকে একটি শুনানীর সুযোগ প্রদানের পর আদেশ পরিবর্তন, বাতিল বা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৩) অনুরূপ আপীলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

১২। প্রধান এবং উপ-প্রধান অপসারণ :

কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো প্রধান অথবা উপ-প্রধানকে অপসারণ করা যাইতে পারে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান সদস্যদের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত সংকল্পের (resolution) মাধ্যমে। অনুরূপ সভার নোটিশ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিতে হইবে :

এই শর্তে যে এরূপ যে কোনো সভায় যখন প্রধানকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের কোন সংকল্প বিবেচনাধীন অথবা যখন উপ-প্রধানকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের কোনো সংকল্প বিবেচনাধীন, তিনি উপস্থিত থাকিলেও, সভাপতিত্ব করিবেন না এবং ধারা ১৬-র উপধারা (২)-এর বিধানসমূহ অনুরূপ সভা সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে, যেরূপ কোনো সভা সম্পর্কে যাহাতে, স্থল বিশেষে, প্রধান অথবা উপ-প্রধান অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহারা প্রযুক্ত হয়।

১৩। প্রধান বা উপ-প্রধানের নৈমিত্তিক পদরিক্তি (Casual Vacancy) পূরণ :

ধারা ১২ অনুসারে কোনো প্রধান অথবা উপ-প্রধানের অপসারণের ফলে অথবা পদত্যাগ মৃত্যু অথবা অন্যভাবে প্রধান অথবা উপ-প্রধানের পদরিক্তি হইলে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে অপর প্রধান বা উপ-প্রধান নির্বাচন করিবেন।

১৪। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের নৈমিত্তিক পদরিক্তি স্থান পূরণ :

[1]যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সদস্যপদ রিক্ত হয় তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যকারণে ঐ রিক্তি নির্ধারিত নিয়মে এই আইন অনুসারে অপর ব্যক্তির নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

১৫। নৈমিত্তিক পদরিক্তি পূরণকারী প্রধান, উপ-প্রধান বা সদস্যের কার্যকাল :

নৈমিত্তিক পদরিক্তি পূরণ করিতে ধারা ১৩ অনুসারে নির্বাচিত প্রত্যেক প্রধান বা উপ-প্রধান এবং ধারা ১৪ অনুসারে নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্য যে ব্যক্তির পরিবর্তে তিনি সদস্য হইলেন তাঁহার অসমাপ্ত কার্যকালের অংশের জন্য পদাধিকারী হইবেন।

১৬। গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা :

(১) অব্যবহিত পূর্বের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত যেরূপ স্থির করিবেন সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থানীয় সীমার মধ্যে সেরূপ স্থান ও সেরূপ সময়ে প্রতি মাসে ন্যূনপক্ষে একটি সভা প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হইবে :

এই শর্ত যে নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ-সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থানীয় সীমার মধ্যে যেরূপ স্থানে স্থির করিবেন তথায় অনুষ্ঠিত হইবে।

অধিকন্তু এই শর্ত যে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক-পঞ্চমাংশ সদস্যদের দ্বারা, যাঁহাদেব সংখ্যা অন্যূন চারজন হইতে হইবে, লিখিতভাবে সভা আহ্বানের দাবী জানান হইলে প্রধান সাত দিনের মধ্যে তাহা করিবেন, যাহার ব্যর্থতায় উপরিউক্ত সদস্যগণ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়া এবং প্রধান ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের পরিষ্কার সাত দিনের নোটিশ প্রধান করিয়া সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সভা আহ্বানকারী সদস্যগণ যেরূপ স্থির করিবেন সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থানীয় সীমার মধ্যে সেরূপ সময়ে অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় প্রধান অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান সভাপতিত্ব করিবেন ; এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভার সভাপতি হওয়ার জন্য নির্বাচন করিবেন।

(৩) অন্যূন চারজন সদস্য এই শর্ত সাপেক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের সভার জন্য গণপূর্তি (quorum) গঠন করিবেন :

এই শর্ত যে মুলতুবী কোনো সভার জন্য গণপূর্তির প্রয়োজন নাই।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত সকল প্রশ্নাদি সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্বাচিত হইবে :'

এই শর্ত যে সম সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতিত্ব করিতেছেন ঐ ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট (casting vote) অধিকারে থাকিবে।

১৭। সভায় বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা :

মুলতুবী সভা ব্যতিরেকে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা অনুরূপ সভার স্থিরীকৃত সময়ের কম পক্ষে সাত দিন পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সদস্যের নিকট নির্ধারিত নিয়মে পাঠাইতে হইবে এবং অনুরূপ সভায় উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের অনুমোদন ব্যতীত কেবলমাত্র যে বিষয়ে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভিন্ন কোনো বিষয় কোনো সভাতে উপস্থাপিত বা বিবেচিত হইবে না :

এই শর্তে যে যদি প্রধান মনে করেন যে কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের জরুরী সভা আহ্বান করা উচিত, তিনি সদস্যদের তিন দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া অনুরূপ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন :

অধিকন্তু এই শর্তে যে অনুরূপ সভাতে একাধিক বিষয় বিবেচ্য বিষয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

১৮। গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যের প্রতিবেদন (Report) :

বিগত বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠিত কার্যের এবং পরবর্তি বৎসরের প্রস্তাবিত করণীয় কার্যের নির্ধারিত নিয়মে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা এবং কর্তব্য

১৯। গ্রাম পঞ্চায়েতের অবশ্য করণীয় কর্তব্য :

নির্ধারিতব্য অনুরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্য হইবে ইহার ক্ষেত্রাধিকারের অঞ্চলের মধ্যে ব্যবস্থা করা—

(ক) অনাময় ব্যবস্থা (Sanitation), ময়লা-নিষ্কাশন এবং জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং লোক-কণ্টক (Public nuisance) প্রতিরোধ ;

(খ) ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্ত, কলেরা অথবা অন্যান্য মহামারী নিবারক ব্যবস্থা ;

(গ) পানীয় জল সরবরাহ এবং সরবরাহ উৎস পরিষ্কার এবং রোগ জীবাণু মুক্ত রাখা এবং জল-সংরক্ষণ করা

(ঘ) জনপথ রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং নির্মাণ এবং উহার সংরক্ষণ ;

(ঙ) জনপথ এবং সার্বজনীন স্থানে অন্যায়-দখল অপসারণ ;

(চ) উহাতে ন্যস্ত দালান ও অন্যান্য সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং মেরামত ;

(ছ) বঙ্গীয় পুষ্করিণী উন্নতি আইন, ১৯৩৯-এর বিধানাধীনে সার্বজনীন পুষ্করিণী, সাধারণের গোচারণ ক্ষেত্র, শ্মশান ঘাট এবং সার্বজনীন কবরখানা পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান ;

(জ) জেলা শাসক, জিলা পরিষদ অথবা পঞ্চায়েত সমিতি যাহাদের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অবস্থিত তাহাদের প্রয়োজন মত যে কোনো স্থানীয় তথ্য সরবরাহ করা ;

(ঝ) সমাজ এবং অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যাদির জন্য স্বেচ্ছাশ্রম সংগঠিত করা ;

(ঞ) এই আইন অনুসারে স্থাপিত গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ;

(ট) এই আইন অনুসারে কর, অভিকর (rates) অথবা আরোপণযোগ্য মাসুল আরোপণ, নির্ধার (assessment) এবং সংগ্রহ করা ;

(ঠ) উহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে দফাদার এবং চৌকিদারদের তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ এবং এই আইন অনুসারে তাহাদের উপর আরোপিত কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন নিশ্চিত করা ;

(ড) এই আইন অনুসারে স্থাপিত ন্যায় পঞ্চায়েতের গঠন এবং প্রশাসন ; এবং

(ঢ) গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১-এর ৩১ ধারা অনুসারে যেরূপ কার্যাদি হস্তান্তরিত হইবে উহা সম্পাদন।

২০। গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্তব্য :

(১) অধিকন্তু রাজ্য সরকার কোনো বিশেষ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে যেরূপ দায়িত্ব অর্পণ করিবেন অনুরূপ অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করিবেন—

(ক) প্রাথমিক, সামাজিক, প্রায়োগিক (technical) অথবা বৃত্তিগত শিক্ষা ;

(খ) গ্রামীণ ভেষজশালা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রসূতি এবং শিশু মঙ্গল কেন্দ্র ;

(গ) বঙ্গীয় খেয়াঘাট আইন, ১৮৮৫ অনুসারে যে কোনো সার্বজনীন খেয়াঘাট পরিচালনা ;

(ঘ) জলসেচ ;

(ঙ) অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান ;

(চ) রুগ্ন এবং অনাথদের তত্ত্বাবধান ;

(ছ) উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ;

(জ) উন্নততর গবাদি পশুর প্রজনন, গবাদি পশুর চিকিৎসা এবং গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধ ;

(ঝ) গ্রামে সরকারী সাহায্য পৌছাইবার মাধ্যমের ভূমিকা-পালন ;

(ঞ) অনুর্বর জমিকে আবাদাধীনে আনা ;

(ট) গ্রামের বাগানের উন্নতি ;

(ঠ) পতিত জমি আবাদের ব্যবস্থা ,

(ড) গ্রামের ভূমি এবং অন্যান্য সম্পদ সমবায় পরিচালন ব্যবস্থা ;

(ঢ) উহার অঞ্চলে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার পরিপালনে (implementation) সহায়তা ;

(ণ) রাজ্য সরকার কর্তৃক রচিতব্য অনুরূপ প্রকল্প অথবা সেইরূপ কার্যাদি যাহা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর অর্পিতব্য পরিপালন এবং সম্পাদন ; এবং

(ত) উন্নয়ন কার্যাদির সহিত যুক্ত বিষয় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত জনহিতকর ব্যবস্থাদির বহুল-প্রচার।

(২) রাজ্য সরকার যদি মত পোষণ করেন যে উপধারা (১) অনুসারে আরোপিত যে কোনো কার্যাদি সম্পাদনে গ্রাম পঞ্চায়েত ক্রমাগত খেলাপ করিয়াছেন, রাজ্য সরকার অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট হইতে, কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার পর, অনুরূপ কার্যাদি প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন।

২১। গ্রাম পঞ্চায়েতের অবাধ কর্তব্য ঃ

নির্ধারিতব্য অনুরূপ শর্তাবলীর অধীনে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত ইচ্ছানুযায়ী এবং যদি রাজ্য সরকার সেরূপ নির্দেশ দেন, আবশ্যিকভাবে ব্যবস্থা করিবেন—

(ক) জনপথের আলোকন পরিপালন ;

(খ) জনপথের ধারে এবং উহাতে ন্যস্ত অন্যান্য সার্বজনীন স্থানে বৃক্ষাদি রোপন এবং রক্ষণ ;

(গ) কূপ, পুকুর এবং দীঘি খনন ;

(ঘ) সমবায় আবাদ, সমবায় দোকান এবং অন্যান্য সমবায় প্রচেষ্টা, বাণিজ্যের এবং পেশার প্রবর্তন এবং উন্নতি সাধন ;

(ঙ) বাজার নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ, আনন্দানুষ্ঠান, মেলা এবং হাট বসান এবং নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্যাদি এবং স্থানীয় হস্ত-শিল্প ও কুটীর শিল্প জাত-সামগ্রীর প্রদর্শনী ;

(চ) সার মজুত করার জন্য স্থান আবণ্টন ;

(ছ) সরকারী ঋণ প্রাপ্তি, বিতরণ এবং পরিশোধের বিষয়ে কৃষকদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান ;

(জ) অস্বাস্থ্যকর নীচু জমি ভরাট এবং অস্বাস্থ্যকর স্থান পুনরুদ্ধার করা ;

(ঝ) কুটীর শিল্পের উন্নতি-বিধান ও উৎসাহদান ;

(ঞ) শশক জাতীয় প্রাণী অথবা বেওয়ারিশ কুকুর নিধন ;

(ট) নির্ধারিত নিয়মে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন এবং বিলি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ;

(ঠ) সরাইখানা, ধর্মশালা, বিশ্রামাগার, গবাদি পশুর গোয়াল এবং মনুষ্য বা পশুবাহিত দুই চাকার গাড়ী দাঁড়াইবার স্থান নির্মাণ ও পরিপালন ;

(ড) বেওয়ারীশ গবাদি পশুর ব্যবস্থা ;

(ঢ) বেওয়ারীশ শব এবং মৃত জন্তুর ব্যবস্থা করা ;

(ণ) গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার স্থাপন এবং পরিপালন ;

(ত) আখড়া, ক্লাব এবং আমোদ-প্রমোদ অথবা খেলাধুলার জন্য প্রতিষ্ঠান সংগঠন এবং পরিপালন ,

(থ) আদম সুমারী, শস্যের পরিসংখ্যা, গবাদি পশু গণনা এবং বেকার ব্যক্তি গণনা এবং নির্ধারিতব্য অন্যান্য পরিসংখ্যান সম্পর্কিত নথি রক্ষণ ;

(দ) গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের কল্যাণ-কল্পে জিলা পরিষদের যে কোনো কার্যাদি, ইহার প্রাক্-অনুমোদনক্রমে নির্ধারিতব্য নিয়মে সম্পাদন ;

(ধ) অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে অগ্নি-নির্বাপণ এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় সহায়তা প্রদান ;

(ন) চুরি ও ডাকাতি নিবারণে সহায়তা ; এবং

(প) জন স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা অথবা বৈষয়িক সমৃদ্ধি করিতে পারে, এইরূপ যে কোনো স্থানীয় কাজ অথবা জনহিতকর সেবা, যাহা পক্ষান্তরে এই আইনে ব্যবস্থা নাই।

২২। রাজ্য সরকার ধারা ২০ অথবা ২১ অনুসারে কর্তব্য

এবং অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণাধীনে অর্থ স্থাপন করিবেন ঃ

কোনো অবস্থায় রাজ্য সরকার ধারা ২০ অনুসারে যে কোনো অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতে অর্পণ করিলে অথবা কোনো অবস্থায় ধারা ২১-এর পর-পর উল্লিখিত যে কোনো দফার ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রদান করিলে, স্থল বিশেষে, অনুরূপ অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে অথবা অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রয়োজনীয় সেইরূপ অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করিবেন।

২৩। দালান নির্মাণে নিয়ন্ত্রণ ঃ

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে কোনো এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের লিখিত প্রাক্ অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো কাঠামো বা দালান নির্মাণ করিবেন না।

(২) উপধারা (১) অনুসারে প্রত্যেক অনুমতি-প্রার্থীকে নির্ধারিতব্য অনুরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট, অনুরূপ বিশদ বিবরণ সম্বলিত, অনুরূপ ফরমে এবং অনুরূপ ফি অনধিক পঁচিশ টাকা প্রদান করিয়া লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) অনুরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ যেইরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেইরূপ তদন্তের পর এবং নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে লিখিত আদেশের মাধ্যমে হয় অনুমতি মঞ্জুর নয় তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন। প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে তজ্জন্য কারণগুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপধারা (৩) অনুসারে প্রদত্ত অনুমতি প্রত্যাখ্যানাদেশে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি, অনুরূপ আদেশ তাহাকে প্রদানের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে নির্ধারিতব্য অনুরূপ উত্তর-বিচারকর্তার নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৫) উপধারা (৪)-এ উল্লিখিত উত্তর-বিচারকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।

(৬) উপধারা (১)-এর বিধানসমূহ লঙ্ঘন করিয়া যে ক্ষেত্রে কোনো দালান বা কাঠামো নির্মীয়মাণ বা নির্মিত হইয়াছে, কর্তৃপক্ষ অনুরূপ দালানের মালিককে একটি শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, আদেশে উল্লিখিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে মালিক কর্তৃক দালানটি ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়া আদেশ প্রদান

করিবেন এবং কর্তব্যে অবহেলা করিলে কর্তৃপক্ষ স্বয়ং ভাঙ্গা কার্যকর করিবেন এবং উহার ব্যয়ভার মালিকের নিকট হইতে সরকারী প্রাপ্য হিসাবে পুনরুদ্ধার করিবেন।

(৭) উপধারা (১)-এর বিধানসমূহ লঙ্ঘন করিয়া যে কোনো ব্যক্তি যিনি দালান বা কাঠামো নির্মাণ করিবেন অপরাধ-সিদ্ধিতে শাসক কতৃক, অর্থদণ্ডে, যাহার সীমা দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

২৪। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন ঃ

(১) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রয়োজনীয় এবং উহার আনুষঙ্গিক সকল কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা থাকিবে এবং বিশেষতঃ এবং পূর্বোল্লিখিত ক্ষমতার সাধারণত্বের হানি না করিয়া কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে জমি বা দালানের মালিক অথবা দখলকারকে তাঁহার উপর জারীকৃত নোটিশে উল্লিখিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে এবং তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিবেচনার পর আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারিবেন—

(ক) অনুরূপ জমি অথবা দালান সংলগ্ন কোনো পায়খানা, প্রস্রাবাগার, শৌচাগার, পয়ঃপ্রণালী, খানা অথবা ময়লা, নোংরা, আবর্জনা অথবা পরিত্যক্ত বস্তুর আধার বন্ধ, অপসারণ, পরিবর্তন, মেরামত, পরিষ্কার, রোগজীবাণু মুক্ত অথবা সুব্যবস্থা করা অথবা রাস্তা বা পয়ঃপ্রণালীতে উন্মুক্ত অনুরূপ পায়খানা, প্রস্রাবাগার বা শৌচাগারের কোনো দরজা বা ঝাঁপের অপসারণ বা পরিবর্তন বা নালা নির্মাণ অথবা অনুরূপ পায়খানা বা প্রস্রাবাগার বা শৌচাগারকে যথাযোগ্য ছাদ বা দেওয়াল বা বেড়া দিয়া পথ চলতি ব্যক্তিদের বা প্রতিবেশী-দের দৃষ্টি আড়াল করা ;

(খ) ব্যক্তিগত কূয়া, পুকুর, জলাধার, ডোবা, গর্ত, নীচু জায়গা বা খনিজ গর্ত যাহা স্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকারক বা প্রতিবেশীগণের প্রতি প্রতিকূল, পরিষ্কার, মেরামত, ঢাকা, ভরাট বা তাহা হইতে জল নিষ্কাশন বা অপসারণ করা ;

(গ) নির্দিষ্ট স্থানের গাছপালা, আগাছা, কাঁটাবন বা ঝোপঝাড় তথা হইতে পরিষ্কার করা ;

(ঘ) যে কোনো ময়লা, গোবর, মল, সার অথবা যে কোনো দুর্গন্ধযুক্ত বা ক্ষতিকারক বস্তু তথা হইতে অপসারণ এবং জমি বা দালান পরিষ্কার করা ;

এই শর্ত যে কোনো ব্যক্তি যাঁহার উপর পূর্বোক্তভাবে নোটিশ জারি করা হইয়াছে, অনুরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর তাহার অন্তর্গত আদেশের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন যাহার ফলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নোটিশের অন্তর্গত আদেশের প্রয়োগ আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আপীলের নিধারিতব্য অনুরূপ নোটিশ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রদানের পর আদেশের রূপভেদ, বাতিল অথবা বহাল করিতে পারিবেন ;

অধিকন্তু এই শর্ত যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যখন নোটিশের অন্তর্গত আদেশ, তাহাতে উল্লিখিত সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ায় পর বহাল অথবা রূপভেদ করিবেন, পুনরায় সময়কাল নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন যাহার মধ্যে নোটিশের অন্তর্গত আদেশ বহাল বা রূপান্তরিত অবস্থায় পালন করিতে হইবে।

(২) পূর্বোক্তভাবে জারিকৃত নোটিশের অন্তর্গত আদেশ যদি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল না হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি যাঁহার উপর নোটিশ জারি করা হইয়াছে যদি উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে, স্থল বিশেষে, সেই মূল আদেশের ধরনে অথবা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশ যেরূপ রূপান্তরিত, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন করিতে ব্যর্থ হন, তিনি অপরাধ-সিদ্ধিতে শাসক কর্তৃক অর্থদণ্ডে, যাহা দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে, আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

২৫। জনপথ, জলপথ এবং অপরাপর বিষয়াদির উপর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ঃ

(১) বঙ্গীয় সেচ আইন, ১৮৭৬-এর ধারা ৩-এ সংজ্ঞায়িত খাল ব্যতীত গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যেকার জনপথ এবং জলপথ যাহা কাহারও বে-সরকারী সম্পত্তি নহে এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে উহার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং পরিপালন এবং উহার মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করিতে পারিবেন এবং করিতে পারিবেন—

(ক) নূতন সেতু এবং নর্দমার আচ্ছাদন নির্মাণ ;

(খ) অনুরূপ জনপথ, সেতু বা নর্দমার আচ্ছাদন সরান বা বন্ধ ;

(গ) যে কোনো অনুরূপ জনপথ, সেতু বা নর্দমার আচ্ছাদন প্রশস্ত, উন্মুক্ত, বিস্তৃত অথবা অন্যভাবে উন্নয়ন এবং পার্শ্ববর্তী জমির ন্যূনতম ক্ষতিসাধন করিয়া, অনুরূপ রাস্তার উভয়পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ এবং সংরক্ষণ ;

(ঘ) অনুরূপ জলপথ গভীর বা অন্যভাবে উন্নয়ন ;

(ঙ) জিলা পরিষদের অনুমোদনক্রমে এবং যেখানে বঙ্গীয় সেচ আইন, ১৮৭৬-এ সংজ্ঞামত খাল আছে অধিকন্তু রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিতব্য অনুরূপ আধিকারিকের অনুমোদনক্রমে জলসেচ পরিকল্পনা গ্রহণ ;

(চ) জনপথের ধারের ক্ষুদ্র গাছের সারি এবং অভিক্ষিপ্ত গাছের ডাল সুবিন্যস্ত ;

(ছ) সাধারণ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পানীয় এবং রন্ধনের উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের সার্বজনীন জলের উৎস পৃথক রাখা এবং সমভাবে সকল প্রকার স্নানাদি, ধৌতকর্ম অথবা অন্য যে কোনো কর্ম যাহা অনুরূপ পৃথক করা উৎসকে দূষিত করিতে পারে নিষিদ্ধ।

(২) কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত লিখিত নোটিশের মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো জনপথ বা পয়ঃপ্রণালী বা অপর কোনো উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনাধীন সম্পত্তিতে বাধা বা তাহাতে অন্যায়-দখল বা ক্ষতি-সাধন করিবেন, স্থান বিশেষে, অনুরূপ বাধা বা অন্যায় দখল অপসারণ বা অনুরূপ ক্ষতি মেরামত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) এরূপ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যদি বাধা বা অন্যায়-দখল অপসারিত না হয় অথবা ক্ষতি মেরামত না হয় গ্রাম পঞ্চায়েত অনুরূপ বাধা বা অন্যায়-দখল অপসারণ বা অনুরূপ ক্ষতি মেরামত করাইবেন এবং অনুরূপ অপসারণ বা মেরামতের খরচাদি অনুরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারী প্রাপ্য হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য হইবে।

(৪) উপধারা (৩) অনুসারে বাধা অথবা অন্যায়-দখল অপসারণের উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত মহকুমা শাসকের নিকট দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ মহকুমা শাসক অনুরূপ দরখাস্তের উপর অনুরূপ বাধা অথবা অন্যায়-দখল অপসারণে যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেরূপ সাহায্য সরবরাহ করিবেন।

২৬। দূষিত জল সরবরাহ সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা :

(১) কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, বে-সরকারী জলাধার, ঝর্ণা, পুকুর, কূয়া বা অন্যস্থান যাহার জল পান এবং রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে, তাঁহার আর্থিক অবস্থা

বিবেচনান্তে নোটিশে উল্লিখিতব্য যুক্তিসম্মত সময়ের মধ্যে পশ্চাদুল্লিখিত ব্যবস্থার সকল অথবা যে কোনোটি গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবেন—

(ক) তাহা তত্ত্বাবধান এবং উত্তম মেরামত করা ;

(খ) তাহা হইতে সময় সময় পলি, আবর্জনা এবং পচনশীল উদ্ভিদাদি পরিষ্কার ;

(গ) তাহা নোংড়া হইতে রক্ষা করা ; এবং

(ঘ) যদি তাহা এইরূপ দূষিত হইয়া থাকে যাহা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাহা ব্যবহার বন্ধ করা।

এই শর্তে যে, কোনো ব্যক্তি যাঁহার উপর পূর্বোক্তভাবে নোটিশ জারি করা হইয়াছে, অনুরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর নোটিশের অন্তর্গত আদেশের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন যাহার ফলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নোটিশের অন্তর্গত আদেশের প্রয়োগ আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আপীলের নির্ধারিতব্য অনুরূপ নোটিশ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রদানের পর আদেশের রূপভেদ (modify), বাতিল অথবা বহাল করিতে পারিবেন ;

অধিকন্তু এই শর্তে যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যখন নোটিশের অন্তর্গত আদেশ, তাহাতে উল্লিখিত সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর বহাল অথবা রূপভেদ করিবেন, পুনরায় সময়কাল নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন যাহার মধ্যে নোটিশের অন্তর্গত আদেশ বহাল বা রূপান্তরিত অবস্থায় পালন করিতে হইবে।

(২) পূর্বোক্তভাবে জারিকৃত নোটিশের অন্তর্গত আদেশ যদি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল না হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি যাঁহার উপর নোটিশ জারি করা হইয়াছে যদি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত, স্থল বিশেষে, সেই মূল আদেশের ধরনে অথবা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশ যেইরূপ রূপান্তরিত, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন করিতে ব্যর্থ হন, তিনি অপরাধ-সিদ্ধিতে শাসক কর্তৃক অর্থদণ্ডে, যাহা দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে, আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

২৭। কচুরিপানার বৃদ্ধি রোধ এবং অন্যান্য আগাছা যাহা জলকে দূষিত করিতে পারে সে সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা :

(১) বঙ্গীয় কচুরিপানা আইন, ১৯৩৬-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও

গ্রাম পঞ্চায়েত নোটিশের মাধ্যমে পুকুর, ডোবা অথবা অনুরূপ জলাশয় বিশিষ্ট যে কোনো জমি বা ঘর-বাড়ীর মালিক বা দখলকারকে, তাঁহার আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনান্তে নোটিশে উল্লিখিতব্য যুক্তিসম্মত সময়ের মধ্যে কচুরিপানা অথবা অন্যান্য যে কোনো আগাছা যাহা জলকে দূষিত করিতে পারে তাহাতে জন্মাইতে না দেওয়া এবং তথা হইতে সমূলে উৎপাটন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন ;

এই শর্ত যে, কোনো ব্যক্তি যাঁহার উপর পূর্বোক্তভাবে নোটিশ জারি করা হইয়াছে, অনুরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর নোটিশের অন্তর্গত আদেশের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন যাহার ফলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নোটিশের অন্তর্গত আদেশের প্রয়োগ আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আপীলের নির্ধারিতব্য অনুরূপ নোটিশ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রদানের পর আদেশের রূপভেদ, বাতিল অথবা বহাল করিতে পারিবেন।

অধিকন্তু এই শর্ত যে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যখন নোটিশের অন্তর্গত আদেশ, তাহাতে উল্লিখিত সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর বহাল অথবা রূপভেদ করিবেন, পুনরায় সময়কাল নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন যাহার মধ্যে নোটিশের অন্তর্গত আদেশ বহাল বা রূপান্তরিত অবস্থায় পালন করিতে হইবে।

(২) পূর্বোক্তভাবে জারিকৃত নোটিশের অন্তর্গত আদেশ যদি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল না হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি যাঁহার উপর নোটিশ জারি করা হইয়াছে যদি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত, স্থল বিশেষে, সেই মূল আদেশের ধরনে অথবা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশ যেইরূপ রূপান্তরিত, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন করিতে ব্যর্থ হন, তিনি অপরাধ-সিদ্ধিতে (on conviction) শাসক কর্তৃক অর্থদণ্ডে, যাহা দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে, আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

২৮। মহামারীর প্রাদুর্ভাবে জরুরী ক্ষমতা :

গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত যে কোনো স্থানে কলেরা অথবা অন্য জলবাহিত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে, প্রধান, উপ-প্রধান অথবা প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো ব্যক্তি রোগের প্রাদুর্ভাব চলাকালীন বিনা নোটিশে এবং যে কোনো সময়ে যে কোনো কূপ, পুকুর বা অপর কোনো স্থান যেখান হইতে জলপান করার উদ্দেশ্যে লওয়া হয়

বা লইবার সম্ভাবনা পরিদর্শন ও জীবাণুমুক্ত করিতে এবং অধিকন্তু সেই স্থান হইতে জল লওয়া বন্ধ করিতে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৯। কোনো ব্যক্তির ব্যর্থতায় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক সম্পাদিত কার্যের ব্যয়ভার পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা ঃ

ধারা ২৪, ২৬ অথবা ২৭ অনুসারে জারিকৃত নোটিশের আদেশে নির্দেশিত কার্য যদি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অথবা যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীলকৃত, আপীলের সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে সমান সময়কালের মধ্যে সম্পাদিত না হইলে, গ্রাম পঞ্চায়েত অ-পালনের সন্তোষজনক কারণের অনুপস্থিতিতে, অনুরূপ কার্য সম্পাদন করাইতে পারিবেন এবং অনুরূপ কার্য সম্পাদনের ব্যয়ভার যাঁহার উপর নোটিশ জারি করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তির নিকট হইতে বকেয়া সরকারী প্রাপ্য হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য হইবে।

৩০। যৌথ সমিতিসমূহ ঃ

(১) নির্ধারিতব্য অনুরূপ নিয়মাবলীর অধীনে দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো বিষয় পরিচালনা অথবা যে কোনো কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যের জন্য, যাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ যৌথভাবে যুক্ত, স্ব স্ব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক মনোনীত সেইরূপ প্রতিনিধি লইয়া যৌথ সমিতি নিয়োগ করিতে তাঁহাদের দ্বারা যথাযথ স্বাক্ষরিত লিখিত দলিলের মাধ্যমে একত্রিত হইতে পারিবেন এবং করিতে পারিবেন—

(ক) অনুরূপ সমিতিকে গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ শর্তাদি আরোপ করিয়া প্রত্যেক গঠনকর (constituent) গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের উপর বাধ্যবাধকতামূলক যে কোনো যৌথ কার্যের নির্মাণ এবং পরিপালন বিষয়ে প্রকল্প রচনার অধিকার এবং ক্ষমতা যাহা অনুরূপ প্রকল্প সম্পর্কে অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োগ করিতে পারিতেন প্রত্যাভিযোজন (delegate), এবং

(খ) অনুরূপ সমিতিগুলির গঠন এবং উহার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ এবং কার্য পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কিত নিয়মাবলী রচনা অথবা রূপভেদ।

(২) এই ধারা অনুসারে গঠনকর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে যে কোনো প্রকার মতানৈক্য দেখা দিলে রাজ্য সরকার যেরূপ নির্ধারিত করিবেন সেরূপ আধিকারিকের নিকট তাহা মতার্থে প্রেরণ করিবেন এবং উহার উপর উক্ত

আধিকারিকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং গঠনকর প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর বাধ্যবাধকতামূলক হইবে।

৩১। জিলা পরিষদ কর্তৃক কর্তব্য প্রত্যাভিযোজন :

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের সহমতিক্রমে (with concurrence) এবং পারস্পরিক একমত হইয়া অনুরূপ বাধানিষেধ এবং শর্তাদির অধীনে জিলা পরিষদ নির্ধারিত নিয়মে উহার যে কোনো কর্তব্যাদি অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রত্যাভিযোজন (deligation) করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারা অনুসারে যে ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্তব্যাদি প্রত্যাভিযোজিত, গ্রাম পঞ্চায়েত, অনুরূপ কর্তব্যাদি সম্পাদনে জিলা পরিষদের নিযুক্তক (agent) হিসাবে কাজ করিবেন।

৩২। গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্যাদি উহার প্রধানকে প্রত্যাভিযোজন (Delegation) :

গ্রাম পঞ্চায়েত এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত সভায় সংকল্পের (resolution) মাধ্যমে উহার প্রধানকে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্যাদি বা ক্ষমতা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন প্রত্যাভিযোজন এবং যে কোনো সময় সংকল্পের মাধ্যমে তাহা প্রত্যাহার বা রূপভেদ করিতে পারিবেন :

এই শর্তে যে যখন কোনো আর্থিক ক্ষমতা প্রধানকে প্রত্যাভিযোজিত অথবা অনুরূপ ক্ষমতা প্রত্যাহৃত বা রূপান্তরিত, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত অনতিবিলম্বে তাহা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিবেন।

৩৩। রাজ্যে ন্যস্ত সম্পত্তি এবং স্বত্বাদি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা করিতে পারিবেন :

রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশ করিয়া রাজ্যে ন্যস্ত সম্পত্তি এবং তন্মধ্যের স্বত্বাদি পরিচালনা এবং উহার সহিত সম্পর্কিত তৎসময় বলবৎ যে কোনো আইন দ্বারা বা অনুসারে ক্ষমতাদি, কার্যাদি এবং কর্তব্যাদি যেরূপ প্রদান, আরোপ বা অর্পণ করিবেন, তাহা প্রয়োগ, সম্পাদন এবং পালনে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ক্ষমতাপন্ন (empower) করিতে পারিবেন।

৩৪। প্রধান এবং উপ-প্রধানের ক্ষমতা, কার্য এবং কর্তব্য :

(১) প্রধান—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের নথিপত্রাদি পরিপালনের জন্য দায়ী থাকিবেন ;

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক এবং প্রশাসন পরিচালনার জন্য সাধারণ দায়িত্ব থাকিবে ;

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীবর্গের এবং রাজ্য সরকার যে সকল আধিকারিক ও কর্মচারীদের গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থাপন করিবেন তাঁহাদের কার্যের উপর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন ;

(ঘ) এই আইনের সহিত সম্পর্কযুক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য অথবা তাহার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনো আদেশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য-সম্পাদন এবং কর্তব্য-পালন করিবেন যাহা এই আইন অথবা তাহার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রয়োগ, সম্পাদন বা পালন হইতে পারে :

এই শর্তে যে প্রধান সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য-সম্পাদন অথবা কর্তব্য-পালন করিবেন না যাহা সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রয়োগ, সম্পাদন বা পালন করা এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা নির্দেশিত হইতে পারে।

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত সাধারণ বা বিশেষ সংকল্পের মাধ্যমে যেরূপ নির্দেশ দিবেন অথবা রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর মাধ্যমে যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন অনুরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ, অনুরূপ অতিরিক্ত কার্য-সম্পাদন এবং অনুরূপ অতিরিক্ত কর্তব্য পালন করিবেন।

(২) উপ-প্রধান—

(ক) প্রধানের সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, সেইরূপ কার্য সম্পাদন এবং সেইরূপ কর্তব্য পালন করিবেন যাহা প্রধান সময় সময় লিখিত আদেশের মাধ্যমে রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে তাঁহাকে প্রত্যাভিযোজন করিবেন :

এই শর্ত যে উপ-প্রধানকে ঐভাবে প্রত্যাভিযোজিত সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা, কার্য এবং কর্তব্য যে কোনো সময়ে প্রধান প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(খ) প্রধানের অনুপস্থিতিতে প্রধানের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, সকল কার্য সম্পাদন এবং সকল কর্তব্য পালন করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রাম পঞ্চায়েতের সংস্থা

৩৫। গ্রাম পঞ্চায়েতে সম্পাদক ঃ

(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে ক্ষমতাপন্ন যে কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত একজন সম্পাদক প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকিবে।

(২) সম্পাদক গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইবেন এবং নির্ধারিতব্য অনুরূপ কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) রাজ্য সরকার সম্পাদক সংগ্রহের নিয়ম সম্পর্কিত এবং বেতন ও ভাতা, বার্ধক (Superannuation), ভবিষ্যনিধি (Provident Fund), আনুতোষিক (Gratuity) অন্তর্ভুক্ত করিয়া চাকুরির শর্ত ও কড়ারের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

(৪) রাজ্য সরকার কর্তৃক রচিত নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নিয়মাবলীর সাপেক্ষে সম্পাদক সর্ব বিষয়ে কার্য করিবেন প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীনে যাঁহার মাধ্যমে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৩৬। গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মিবর্গ ঃ

(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীতব্য অনুরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষে, কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত ইহার প্রয়োজনীয় অনুরূপ আধিকারিক এবং কর্মচারীদের নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং ঐভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রদেয় মাহিনা এবং ভাতাসমূহ নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন ঃ

এই শর্ত যে রাজ্য সরকার অথবা তাহার অধীনস্ত নির্ধারিতব্য অনুরূপ কর্তৃপক্ষের প্রাক্-অনুমোদন ব্যতীত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক কোনো পদের সৃষ্টি বা বিলোপ সাধিত হইবে না এবং কোনো পদের বেতন-ক্রমের সংশোধন করা যাইবে না।

(২) রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন তাহার অধীনস্ত সেরূপ আধিকারিক অথবা অন্য কর্মচারীদের চাকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থাপন করিতে পারিবেন ঃ

এই শর্ত যে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুরূপ যে কোনো আধিকারিক অথবা কর্মচারীকে ফিরাইয়া আনা হইবে যদি উহা কার্যকর করার কোনো

সংকল্প গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত সভায় তৎসময় পদাসীন মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত হয়,

অধিকন্তু এই শর্তে যে অনুরূপ আধিকারিক এবং কর্মচারীদের উপর রাজ্য সরকারের শৃঙ্খলাজনিত নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দফাদার এবং চৌকিদার

৩৭। দফাদার এবং চৌকিদার ঃ

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সাধারণভাবে দিবসে ও রাত্রিতে প্রহরা, অপরাধ নিবারণ, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা এবং উহার প্রাসঙ্গিক সকল কৃত্য পালনের জন্য, যাহা অতঃপর ইহাতে শর্তারোপিত, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত, যদি না রাজ্য সরকার কর্তৃক ভিন্নভাবে নির্দেশিত হন অথবা অন্য বিধানসমূহ প্রণীত হয়, রাজ্য সরকার সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে যেরূপ নির্ধারণ করিবেন অনুরূপ সংখ্যক দফাদার এবং চৌকিদার উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবেন।

(২) নির্ধারিতব্য অনুরূপ নিয়মাবলী অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক সেই সংখ্যক দফাদার এবং চৌকিদার রাখা এবং তাঁহাদের বেতন, ভাতা, আনুতোষিক দেওয়া, তাঁহাদের সাজসরঞ্জামের রকম এবং মূল্য এবং তাঁহাদের সংগ্রহ, চাকুরির শর্তাদি, বার্ধক, শৃঙ্খলা, শাস্তি এবং পদচ্যুতি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নির্ধারিত হইবে ঃ

এই শর্তে যে দফাদার এবং চৌকিদারদের উপর গ্রাম পঞ্চায়েতের শৃঙ্খলা-জনিত নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

৩৮। পরিপালন ব্যয়ে রাজ্য সরকার সাহায্য করিতে পারিবেন ঃ

দফাদার এবং চৌকিদারদের রাখার ব্যয়, দফাদার এবং চৌকিদারদের বেতন, ভাতা, ভবিষ্যনিধি এবং আনুতোষিক প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং তাঁহাদের পুরস্কার এবং সাজ-সরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে রাজ্য সরকার সমুদয় অথবা আংশিক সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৯। চৌকিদার এবং দফাদারদের ক্ষমতা ও কর্তব্য ঃ

(১) প্রত্যেক চৌকিদার নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং নিম্নরূপ কর্তব্য পালন করিবেন, যথা ঃ—

(i) এলাকার উপর ক্ষেত্রাধিকারী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে প্রত্যেকটি অস্বাভাবিক, সন্দেহজনক অথবা আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে এবং প্রথম তফসিলে উল্লিখিত যে কোনো অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে অবিলম্বে তথ্য সরবরাহ করিবেন এবং সকল বিরোধ যাহা দাঙ্গা অথবা গুরুতর হাঙ্গামায় পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে এবং প্রধানকে অবহিত করিবেন ;

(ii) শাসকের নিকট হইতে কোনো আদেশ ছাড়াই এবং প্রগ্রহণ পত্র (warrent) ব্যতিরেকে তিনি গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন—

(ক) যে কোনো ব্যক্তিকে যিনি কোনো প্রগ্রাহ্য (cognisable) অপরাধে জড়িত অথবা যাহার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ করা হইয়াছে অথবা বিশ্বাস-যোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে অথবা সন্দেহের সঙ্গত কারণ রহিয়াছে তাহার অনুরূপ জড়িত থাকার।

(খ) যে কোনো ব্যক্তিকে যাঁহার অধিকারে আইন-সিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে যে কারণ প্রমাণের দায়িত্ব অনুরূপ ব্যক্তির উপর বর্তাইবে—ঘর ভাঙ্গার কোনো যন্ত্রপাতি,

(গ) যে কোনো ব্যক্তিকে যিনি তৎসময় বলবৎ কোনো আইন অনুসারে অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন,

(ঘ) যে কোনো ব্যক্তি যাহার অধিকারে কোনো কিছু দেখা যাইবে যাহা সঙ্গত কারণে চোরাই সম্পত্তি বলিয়া সন্দেহ হয় অথবা যাহাকে অনুরূপ জিনিষ সম্পর্কে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সঙ্গত কারণে সন্দেহ করা যায়,

(ঙ) যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো আরক্ষা আধিকারিককে যখন তাঁহার কর্তব্য নির্বাহে বাধা দিবেন অথবা যিনি আইনসম্মত হেপাজত হইতে পলায়ন করিয়াছেন বা পলায়ন করিবেন,

(চ) ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবহর অথবা বিমানবাহিনী হইতে পলাতক বলিয়া সঙ্গত কারণে সন্দেহজনক যে কোনো ব্যক্তিকে, এবং

(ছ) দণ্ড প্রণালী সংহিতা, ১৮৯৮-এর ৫৬৫ ধারার উপধারা (৩) অনুসারে প্রণীত যে কোনো নিয়মভঙ্গকারী যে কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীকে ;

(iii) প্রথম তফসিলে উল্লিখিত যে কোনো অপরাধ অনুষ্ঠানকালে তিনি যথাসাধ্য নিবারণ করিবেন অথবা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে বাধা দিবেন ;

(iv) তিনি বেসরকারী ব্যক্তিদের অনুরূপ গ্রেপ্তারে যাহা তাঁহারা আইনতঃ করিতে পারেন সহায়তা করিবেন এবং ঐ অঞ্চলের উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে অনতিবিলম্বে অনুরূপ গ্রেপ্তারের প্রতিবেদন (report) তিনি দিবেন ;

(v) গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে দুষ্কৃতিকারীদের গতিবিধির উপর তিনি নজর রাখিবেন এবং সময় সময় অনুরূপ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন ;

(vi) নিকটবর্তী অঞ্চলে সন্দেহজনক চরিত্রাধিকারীদের উপস্থিতির প্রতিবেদন অনুরূপ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট দাখিল করিবেন ;

(vii) গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু যাহা ঘটিবে জেলা শাসক কর্তৃক যেরূপ নির্দেশিত হইবেন অনুরূপ নিয়মে তাহার প্রতিবেদন দাখিল করিবেন ;

(viii) গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বাসিন্দা অথবা গৃহপালিত পশুর মধ্যে কোনো রোগের মড়কের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ প্রধানকে সে সংবাদ জানাইবেন ;

(ix) তিনি যে কোনো স্থানীয় সংবাদ যাহা জেলা অথবা মহকুমা শাসক অথবা আরক্ষ আধিকারিক নির্দেশ দিবেন সরবরাহ করিবেন ;

(x) গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে পাহারা দেওয়া সম্পর্কে এবং তাঁহার কর্তব্য সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় সম্পর্কে তাঁহার আদেশ পালন করিবেন ;

(xi) এই আইন অথবা তদ্‌নিম্নে প্রণীত নিয়মাবলীর যে কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোনো জনপথ বা জলপথের উপর অন্যায় দখল বা বাধা সৃষ্টি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের ঘটনা যাহা তাঁহার গোচরীভূত হওয়ামাত্র তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংবাদ দিবেন ;

(xii) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত ব্যক্তিকে অভিকর, কর অথবা ফি সংগ্রহে সাহায্য করিবেন ;

(xiii) গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিদের উপর নির্ধারিতব্য অনুরূপ পরোয়ানা (Process) জারি করিবেন এবং

(xiv) এই আইন অথবা তদ্‌নিম্নে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে সময় সময় যে সকল কার্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইবে তাহা পালন করিবেন।

(২) প্রত্যেক দফাদার উপধারা (১) অনুসারে চৌকিদারকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা তাঁহার উপর যেরূপ আরোপন করা হইবে অনুরূপ কর্তব্যাদি সম্পাদন করিবেন।

৪০। গ্রেপ্তারী ব্যক্তিকে থানায় লইয়া যাওয়া ঃ

কোনো চৌকিদার অথবা দফাদার যখনই কোনো ব্যক্তিকে ধারা ৯ অনুসারে গ্রেপ্তার করিবেন অনুরূপ গ্রেপ্তারী ব্যক্তিকে অবিলম্বে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহার উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন থানায় লইয়া যাইবেন ঃ

এই শর্ত যে যদি গ্রেপ্তার রাত্রিকালে করা হয় পরদিন সকালে যথা সত্বর সুবিধানুযায়ী অনুরূপ ব্যক্তিকে ঐভাবে লইয়া যাওয়া যাইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সম্পত্তি এবং তহবিল

৪১। সম্পত্তি সংগ্রহ, রক্ষণ এবং নিষ্পত্তির ক্ষমতা ঃ

সম্পত্তি সংগ্রহ, রক্ষণ এবং নিষ্পত্তি এবং যে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের থাকিবে ঃ

এই শর্ত যে সকল প্রকার স্থাবর সম্পত্তি সংগ্রহ অথবা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত রাজ্য সরকারের অনুমোদন পূর্বেই সংগ্রহ করিবেন।

৪২। জনসাধারণের সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তানো ঃ

(১) কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকার অথবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা অপর কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক পরিপালিত সম্পত্তি ব্যতীত গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে অতঃপর এই ধারায় উল্লিখিত সকল রকম সম্পত্তি, গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত এবং অধিকারভুক্ত হইবে এবং যে কোনো রকম বা শ্রেণীর অন্যান্য সকল সম্পত্তিসহ যাহা গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইবে ইহার

নির্দেশনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে, যথা :—

(ক) সকল জনপথ মাটি, পাথর এবং উহার অন্যান্য উপাদানসহ এবং অনুরূপ জনপথের জন্য ব্যবস্থাকৃত সকল নর্দমা, সেতু, জল-সুড়ঙ্গ (culvert), বৃক্ষ, নির্মিত অট্টালিকা, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জিনিষ ;

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যয়ে গঠিত, প্রোথিত বা নির্মিত হউক বা না হউক সকল সাধারণ প্রণালী, জলধারা, প্রস্রবণ, পুকুর, ঘাট, জলাধার, চৌবাচ্চা, কূপ, কৃত্রিম জল-প্রণালী, তড়িৎ প্রবাহের তার প্রভৃতির আবরক নল, সুড়ঙ্গ-পথ, নল, পাম্প এবং অন্যান্য জল সরবরাহের কারখানা এবং সকল সেতু, দালান, ইঞ্জিন কারখানা এবং উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অথবা উহার অন্তর্ভুক্ত সাজ-সরঞ্জাম এবং জিনিষপত্র এবং অধিকন্তু সরকারী পুকুরের অন্তর্ভুক্ত (ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি নহে) যে কোনো সংলগ্ন জমি :

এই শর্ত যে, কোনো মিল, কারখানা, পোতাশ্রয়, কর্মশালা বা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মালিক মুখ্যতঃ উহার কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য জল সরবরাহের কারখানা এবং উহার সহিত যুক্ত অথবা তদন্তর্ভুক্ত জলের পাইপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতিক্রমে কোনো রাস্তায় প্রোথিত বা স্থাপন করেন জন-সাধারণ কর্তৃক তাহা ব্যবহৃত হওয়ার কারণে তাহা সরকারী জল সরবরাহের কারখানা বলিয়া বিবেচিত হইবে না ;

(গ) সকল সরকারী পয়ঃপ্রণালী ও নর্দমা এবং তদন্তর্ভুক্ত যাবতীয় নির্মাণ কার্যাদি, সাজ-সরঞ্জাম এবং অন্যান্য জিনিষ এবং অন্যান্য সংরক্ষণ কার্যাদি :

এই শর্ত যে, অনুরূপ কোনো পয়ঃপ্রণালী বা নর্দমার সম্প্রসারণ, গভীরতর-করণ বা অন্যভাবে মেরামত বা রক্ষণের উদ্দেশ্যে উহার অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভূমি গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত বলিয়া অধিকন্তু বিবেচিত হইবে :

অধিকন্তু এই শর্ত যে, কোনো মিল, কারখানা, পোতাশ্রয়, কর্মশালা অথবা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক মুখ্যতঃ তাঁহার কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনা দূরীকরণ অথবা ব্যবস্থার জন্য স্থাপিত যন্ত্র বা কারখানা নির্মিত হয় তদন্তর্ভুক্ত ময়লা নিষ্কাশন পয়ঃপ্রণালী এবং অন্যান্য জিনিষপত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতিক্রমে রাস্তায় স্থাপনা এই দফার দরুণ অথবা জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহারের কারণে অনুরূপ স্থাপিত যন্ত্র, পয়ঃপ্রণালী অথবা তদন্তর্ভুক্ত নির্মিত বস্তু গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত হইবে না ;

(ঘ) রাস্তায় স্তূপীকৃত অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক রাস্তা, পায়খানা, প্রস্রাবাগার, পয়ঃপ্রণালী, ডোবা বা অন্যান্য স্থান হইতে সংগৃহীত সকল আবর্জনা, জঞ্জাল এবং দূষিত বস্তু ;

(ঙ) সকল সরকারী বাতি, বাতির স্তম্ভ এবং উহার সহিত যুক্ত অথবা তদন্তর্ভুক্ত যন্ত্রপাতি ; এবং

(চ) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্মিত সকল দালান এবং কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত অথবা স্থানীয় সরকারী উদ্দেশ্যসমূহের জন্য দান, ক্রয় বা অন্যভাবে গৃহীত সকল জমি এবং দালান বা অন্যান্য সম্পত্তি।

(২) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে কোনো রাস্তা, সেতু বা নর্দমাকে এই আইন অথবা এই আইনে উল্লিখিত যে কোনো ধারার প্রভাব হইতে বহির্ভূত করিতে পারিবেন :

এই শর্ত যে, যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল হইতে কোনো নির্মাণ কার্যের ব্যয়ভার বহন করা হইয়া থাকিলে কোনো সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত বিবেচনা না করিয়া এই আইন অথবা এই আইনে উল্লিখিত যে কোনো ধারার প্রভাব হইতে অনুরূপ নির্মাণ কার্যকে বহির্ভূত করা যাইবে না।

৪৩। গ্রাম পঞ্চায়েতে সম্পত্তি বিভাজন :

রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে ইহার স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত যে কোনো সরকারী সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন এবং অবিলম্বে অনুরূপ সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইবে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে।

৪৪। গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য জমি গ্রহণ :

এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের যে কোনোটি পালন করিবার জন্য যখন কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের জমির প্রয়োজন হইবে, ইহারা উক্ত জমিতে স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সহিত ঐক্যমত বিধানার্থে আলাপ-আলোচনা করিতে পারিবেন এবং যদি ইহারা কোনো চুক্তিতে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন, ইহারা উক্ত জমি গ্রহণের জন্য জেলা শাসকের নিকট দরখাস্ত করিবেন, যিনি, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে সরকারী উদ্দেশ্যে ঐ জমি প্রয়োজন, ঐ জমি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ জমি গ্রহণের পর গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইবে।

৪৫। গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল :

(১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নামযুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল গঠিত হইবে এবং উহাতে জমা পড়িবে—

(ক) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক দেয় অংশ দান বা অনুদান থাকিলে ;

(খ) জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অংশ দান বা অনুদান থাকিলে ;

(গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ থাকিলে ;

(ঘ) ইহার দ্বারা আরোপিত কর, অভিকর এবং মাশুল বাবদ সকল প্রাপ্তি ;

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত বা দ্বারা নির্মিত, বা নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পরিচালনাধীনে রক্ষিত যে কোনো স্কুল, হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী, দালান, প্রতিষ্ঠান অথবা কলকারখানা বিষয়ে সকল প্রাপ্তি ;

(চ) দান এবং অংশদান হিসাবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতেব অনুকূলে কৃত কোনো ন্যাস (Trust) অথবা উৎসর্গ (endowment) হইতে সকল আয়ের প্রাপ্ত অর্থ ;

(ছ) এই আইনের বিধানাধীনে নিধারিতবা অনুরূপ আরোপিত এবং আদায়কৃত জরিমানা ও অর্থদণ্ড ;

(জ) গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা বা পক্ষে গৃহীত অন্য সকল অর্থ।

(২) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেরূপ উপযুক্ত অর্থ পৃথক করিয়া রাখিবেন এবং বাৎসরিক নিয়োগ করিবেন—

(ক) ন্যায় পঞ্চায়েত পরিচালনার ব্যয়ে ;

(খ) ধারা ৩৮ অনুসারে দফাদার এবং চৌকিদারের পরিপালন ব্যয়ে ; এবং

(গ) সম্পাদক এবং আধিকারিক এবং কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, ভবিষ্যনিধি এবং আনুতোষিক প্রদানসহ উহার নিজ প্রশাসনিক ব্যয়ে।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পালনের জন্য যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেরূপ অর্থ ব্যয় করিবার প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইবে এবং তহবিলে

জমার স্থিতি রাজ্য সরকার সময় সময় যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ হেফাজতে রাখিতে হইবে।

(৫) গ্রাম পঞ্চায়েত সময় সময় যেরূপ সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন তাহা সাপেক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল হইতে অর্থ প্রদানের সকল আদেশ এবং চেক্ প্রদান অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

৪৬। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক কর আরোপ :

(১) এতৎপক্ষে রচিতব্য নিয়মাবলীর অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত বাৎসরিক আরোপ করিবেন—

(ক) উহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যেকার জমি ও দালানের বাৎসরিক মূল্যের শতকরা দুই ভাগ হারে, অনুরূপ জমি এবং দালানে। উহার মালিক ও দখলকার কর্তৃক দেয় কর ;

(খ) উহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা এবং চাকুরী চালান অথবা করার অধিকার লাভের উপর অনুরূপ বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা এবং চাকুরি হইতে অর্জিত বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে কোনো একজন সম্পর্কে সর্বোচ্চ বাৎসরিক আড়াই শত টাকার শর্তাধীনে কর।

(২) উপধারা (১) অনুসারে কর আরোপণ হইতে পশ্চাদুল্লিখিত জমি ও দালান অব্যাহতি পাইবে, যথা :—

(ক) জমি ও দালান, বাৎসরিক মূল্য যাহার পঞ্চাশ টাকার উর্ধে নহে ;

(খ) একমাত্র জনসাধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত অথবা ব্যবহার অভিপ্রেত এবং লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা ব্যবহার অভিপ্রেত নহে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধিকারভুক্ত জমি ও দালান ;

(গ) একমাত্র ধর্মীয়, শিক্ষাগত অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমি ও দালান।

(৩) এই আইন অনুসারে ধার্যযোগ্য কর অথবা অভিকর হইতে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অপর যে কোনো সম্পত্তির শ্রেণী বা শ্রেণী বিশেষকে হয় সামগ্রিক নয় আংশিক অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

(৪) যে কোনো সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, ব্যবসায় সংস্থা অথবা ভিন্ন ব্যক্তিদের সংঘের চাকুরীতে নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই

আইন অনুসারে দেয় কর, অনুরূপ সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, ব্যবসায় সংস্থা অথবা ভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্ঘ অনুরূপ ব্যক্তিকে দেয় যে কোনো অর্থ হইতে উহার প্রধান আধিকারিক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে বাদ দেওয়া হইবে এবং প্রধান আধিকারিক ঐ অর্থ নির্ধাবিত নিয়মে গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রদান করিবেন।

(৫) এতৎপক্ষে রচিতব্য নিয়মাবলীর অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত আরোপণ করিবেন—

(ক) গ্রামের সীমার মধ্যে অবস্থিত সকল স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর, স্থল বিশেষে, বিক্রয়পণ মূল্যের উপর, দানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্যের উপর, বন্ধকের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের উপর, বিনিময়ের ক্ষেত্রে অধিকতর মূল্যের সম্পত্তির মূল্যের উপর অথবা ইজারার ক্ষেত্রে দলিলে উল্লিখিত খাজানার প্রথম দশ বৎসরের মূল্যের উপর অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটির আকারে দুই শতাংশ হারে শুল্ক ;

(খ) যে কোনো প্রমোদ অনুষ্ঠানের প্রবেশ মূল্যের উপর অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটির আকারে শতকরা দশ শতাংশ হারে শুল্ক।

(৬) উপধারা (৫)-এ উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর এবং প্রমোদকর সংগ্রহ এবং উহার সংগ্রহে রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যয়িত যে কোনো ব্যয় বাদ দিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে উহার প্রদান নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাজ্য সরকার নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই ধারায়—

(ক) যে কোনো জমি অথবা দালান সম্পর্কে "বাৎসরিক মূল্য" অর্থে অনুরূপ জমি অথবা দালানের নির্ধারিত নিয়মে নির্ধারণকালীন সম্ভাব্য বাজার দরের ছয় শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ ;

(খ) "প্রমোদ" অন্তর্ভুক্ত করিবে যে কোনো প্রদর্শনী, সিনেমা প্রদর্শনী, অনুষ্ঠান, বিনোদন, ক্রীড়া অথবা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যাহাতে মূল্য প্রদান করিয়া ব্যক্তিদের প্রবেশানুমতি লইতে হয় ;

(গ) "প্রধান আধিকারিক" অর্থে—

(১) সরকার সম্পর্কে বিভাগীয় প্রধান,

(২) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বা ভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্ঘ সম্পর্কে, অনুরূপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের, কোম্পানীর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের

বা ভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্ঘের সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ বা নিযুক্তক।

৪৭। অভিকর এবং মাসুল আরোপণ :

(১) রাজ্য সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবেন অনুরূপ সর্বোচ্চ হার সাপেক্ষে, কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত পশ্চাদুল্লিখিত মাসুল এবং অভিকর আরোপণ করিতে পারিবেন, যথা :—

(i) গাড়ী নিবন্ধীকরণের উপর মাসুল ,

(ii) সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েত সমক্ষে রুজুকৃত আর্জি এবং দরখাস্ত এবং মোকদ্দমা ও মামলার অন্যান্য পরোয়ানার উপর মাসুল ;

(iii) উহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সেরূপ উপাসনালয় বা তীর্থস্থান, আনন্দানুষ্ঠান এবং মেলার স্থানে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি সরবরাহেব জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লিখিতব্য মাসুল ;

(iv) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে যেখানে পানীয়, সেচ অথবা যে কোনো অন্যান্য উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থাদি করার জন্য জল কর ;

(v) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে যেখানে জনপথ এবং স্থানে আলোর ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে, আলো কর ;

(vi) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে যেখানে বে-সরকারী পায়খানা, প্রস্রাবাগার এবং ডোবা পরিষ্কারের জন্য ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে, ময়লা-নিষ্কাশন কর ;

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো গাড়ী নিবন্ধীকরণের দায়িত্ব গ্রহণ বা তজ্জন্য মাসুল আরোপণ করিবেন না যদি অনুরূপ গাড়ী তৎসময় বলবৎ কোনো আইনানুসারে অপর কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধীকরণ হইয়া থাকে এবং ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে উপাসনাগার বা তীর্থস্থান, আনন্দানুষ্ঠান এবং মেলার স্থানে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ বা তজ্জন্য মাসুল আরোপণ করিবেন না যদি কোনো অপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির জন্য পূর্বাহ্নেই অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

৪৮। গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়ক (Budget) :

(১) প্রতি বৎসর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিতব্য অনুরূপ নিয়ম এবং সময়ে পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য প্রাপ্তি এবং ব্যয়নের (disbursement) আয়-

ব্যয়ক (budget) প্রস্তুত করিবেন এবং গ্রামের অঞ্চলের উপর ক্ষেত্রাধিকারি পঞ্চায়েত সমিতির নিকট দাখিল করিবেন।

(২) পঞ্চায়েত সমিতি নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে হয় আয়-ব্যয়ক অনুমোদন করিবেন নয় যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ সংপরিবর্তনের (modification) জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফেরৎ দিবেন। অনুরূপ সংপরিবর্তনের পর নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদনের জন্য আয়-ব্যয়ক পুনঃ উপস্থাপিত হইবে। যদি পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন বৎসরের শেষ তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত না পান, ঐ আয়-ব্যয়ক পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক আয়-ব্যয়ক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যয় বহন করা যাইবে না।

৪৯। অনুপূরক আয়-ব্যয়ক (Supplementary Budget) :

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি বৎসর উহার আয়-ব্যয়কের যে কোনো সংপবিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাদি করিয়া অনুপূরক প্রাক্‌কালন (estimate) প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং ইহা নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ে এবং অনুরূপ নিয়মে পঞ্চায়েত সমিতির নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

৫০। হিসাব :

নির্ধারিতব্য অনুরূপ ফরমে এবং অনুরূপ হিসাব গ্রাম পঞ্চায়েত রাখিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ন্যায় পঞ্চায়েত

৫১। ন্যায় পঞ্চায়েতের গঠন :

(১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ে এবং অনুরূপ নিয়মে তৎসময় বলবৎ গ্রামের অন্তর্গত অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচক তালিকায় যাঁহাদের নাম সন্নিবেশিত আছে সেরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে, কোনো ব্যক্তি যিনি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ অথবা ধারা ১-এর উপধারা (২)-এ উল্লিখিত যে কোনো আইন অনুসারে

গঠিত কোনো পৌর কর্তৃপক্ষের সদস্য ব্যতিরেকে, ইহার দ্বারা নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট "বিচারকগণ" নামে অভিহিত ন্যায় পঞ্চায়েত যদি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এরূপ করা অনুমোদিত হয় গঠন করিবেন বিচার কার্যের জন্য—

(ক) দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহ অথবা ধারা ৫২-এর উপধারা (২) অনুসারে ন্যায় পঞ্চায়েতে স্থানান্তরিত মোকদ্দমা ;

(খ) ধারা ৬১-তে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোনো শ্রেণীর দেওয়ানী মামলা :

এই শর্ত যে, কোনো ব্যক্তি পঞ্চায়েতের সদস্য পদে নির্বাচিত হইবেন না যদি ধারা ৮-এ উল্লিখিত কোনো অযোগ্যতা তাঁহার থাকে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে গঠিত প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়েত সরকারী ঘোষপত্রে অথবা নির্ধারিতব্য অনুরূপ ভিন্ন নিয়মে প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে কার্যভার পাইবেন।

(৩) প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়েত ইহার সদস্যদের একজনকে "প্রধান বিচারক" অভিহিত পদে নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ে এবং অনুরূপ নিয়মে ইহার অধিবেশন-সমূহে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত করিবেন এবং "প্রধান বিচারক"-এর অনুপস্থিতিতে ন্যায় পঞ্চায়েতের অধিবেশনে উপস্থিত "বিচারকগণ" তাঁহাদের মধ্যে একজনকে ঐ অধিবেশনের উদ্দেশ্যের জন্য "প্রধান বিচারক" নির্বাচন করিবেন।

(৪) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যদের কার্যকাল চার বৎসর হইবে :

এই শর্ত যে, সাধারণ নির্বাচনের পর নব-গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচন এবং অনুরূপ সদস্যদের দ্বারা কার্যভার গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণ কার্যে বহাল থাকিবেন।

(৫) ন্যায় পঞ্চায়েত ইহার সমক্ষে অপেক্ষ কোনো মামলা, মোকদ্দমা অথবা অপর কোনো কার্যক্রম বিচার করিবেন না যদি না অনুরূপ বিচারে ন্যূন-পক্ষে ন্যায় পঞ্চায়েতের তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকেন।

(৬) ইহার কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্তগুলির নথিসমূহ রাখিবার জন্য এবং নির্ধারিতব্য অনুরূপ অন্যান্য কর্তব্যাদি পালনের উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পাদক ন্যায় পঞ্চায়েতের সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন।

৫২। দণ্ডাধিকার ক্ষেত্র :

(১) দণ্ড প্রণালী সংহিতা, ১৮৯৮-এ যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও ধারা ৫১ অনুসারে গঠিত ন্যায় পঞ্চায়েতের অনুরূপ ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনকারী গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে দ্বিতীয় তফসিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত সকল অপরাধের বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে ; এবং ৫১ ধারার উপ-ধারা (২)-এ নির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে, অপর কোনো ধর্মাধিকরণ, পক্ষান্তরে এই আইনে আরোপিত শর্ত ব্যতীত, ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য মোকদ্দমা বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না :

এই শর্ত যে, ধারা ৭৮ অনুসারে ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার করা নিষিদ্ধ অথবা যাহা ন্যায় পঞ্চায়েতের মতে বা ধারা ৭৯-এর উপধারা (১)-এর মাধ্যমে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগেব অধিকারী দায়রা বিচারক অথবা মহকুমা ন্যায় শাসকের (Sub-divisional Judicial Magistrate) মতে সাধারণ ধর্মাধিকরণে বিচার হওয়া সমীচীন, এই আইনের কোনো কিছু অনুরূপ ধর্মাধিকরণের কোনো মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার কাড়িয়া লইবে না।

(২) দায়রা বিচারক, মহকুমা ন্যায় শাসক অথবা দণ্ড প্রণালী সংহিতা, ১৮৯৮-এর ধারা ১৯০ অনুসারে দরখাস্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোনো ন্যায় শাসক যদি কোনো মোকদ্দমা ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তর করেন উহা দ্বিতীয় তফসিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত যে কোনো অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন।

এই শর্ত যে—

(ক) ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রগ্রাহ্য দ্বিতীয় তফসিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত যে কোনো অপরাধের অভিযোগ ন্যায় শাসকের নিকট করা হইলে, তিনি যে ন্যায় পঞ্চায়েত উহা বিচার করিবার যোগ্য তাহার নিকট অভিযোগটি হস্তান্তর করিবেন ;

(খ) দায়রা বিচারক বা মহকুমা ন্যায় শাসক যে কোনো মোকদ্দমা যদি ন্যায় বিচারের স্বার্থে একটি হইতে অপর ন্যায় পঞ্চায়েতে অথবা তাঁহার অধীনস্থ অন্য যে কোনো ধর্মাধিকরণে হস্তান্তর করা প্রয়োজন বিবেচনা করিলে সেরূপ করিতে পারিবেন,

(গ) যদি অভিযোগকারীর বাসস্থান কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয় যাহার ন্যায় পঞ্চায়েত নাই, ন্যায় পঞ্চায়েতের প্রগ্রাহ্য যে

কোনো মোকদ্দমার পক্ষগণের সম্মতিক্রমে দায়রা বিচারক বা মহকুমা ন্যায় শাসক তাঁহার মতে অনুরূপ বাসস্থান হইতে পক্ষগণের এবং সাক্ষীদের সুবিধা-জনক দূরত্বে অবস্থিত যে কোনো ন্যায় পঞ্চায়েতে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(৩) ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য প্রত্যেক অপরাধ সাধারণতঃ যাহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমায় অনুষ্ঠিত সেই ন্যায় পঞ্চায়েত দ্বারা তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(৪) ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য চুরি অথবা ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য যে কোনো অপরাধ যাহা চুরি বা অপহৃত দ্রব্য রাখার অন্তর্গত অনুরূপ অপরাধ যাহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমায় অনুষ্ঠিত অথবা অপহৃত দ্রব্য চোর কর্তৃক রক্ষিত বা যে কোনো ব্যক্তি যিনি তাহা অপহৃত জানিয়া বা বিশ্বাস-যোগ্য কারণ সত্ত্বেও গ্রহণ করিয়াছেন অথবা রাখিয়াছেন সেই ন্যায় পঞ্চায়েত দ্বারা তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(৫) যখন অপরাধীর যাত্রাকালে ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচার্য কোনো অপরাধ অনুষ্ঠিত, অপরাধী বা সেই ব্যক্তি যাঁহার বিরুদ্ধে বা সেই দ্রব্য যাহা সম্পর্কে অপরাধ অনুষ্ঠিত ঐ যাত্রাকালে যাহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমা অতিক্রান্ত অথবা প্রবেশ করিয়াছে সেই ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(৬) বিভিন্ন এলাকার মধ্যে কোথায় অপরাধটি অনুষ্ঠিত যখন তাহা অনিশ্চিত অথবা কোনো অপরাধ আংশিক একটি স্থানীয় সীমায় এবং আংশিক অন্যত্র অনুষ্ঠিত বা যে ক্ষেত্রে কোনো অপরাধ ধারাবাহিক চলিতেছে এবং একাধিক স্থানীয় সীমায় অনুষ্ঠিত হইতেছে অথবা যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানীয় এলাকায় অনুষ্ঠিত কার্যাবলী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, অনুরূপ স্থানীয় সীমার ক্ষেত্রাধিকারী যে কোনো ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(৭) একই মহকুমা ন্যায় শাসকের অধীন দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন্‌টি কোনো অপরাধের বিচার করিবে যখনই সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবে উহা মহকুমা ন্যায় শাসক কর্তৃক মীমাংসিত হইবে।

(৮) একই মহকুমা ন্যায় শাসকের অধীন নহে কিন্তু একই দায়রা বিচারকের অধীন দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন্‌টি কোনো অপরাধের বিচার করিবে যখনই সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবে উহা দায়রা বিচারক কর্তৃক মীমাংসিত হইবে।

(৯) একই দায়রা বিচারকের অধীন নহে দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়েত একই অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিলে, সেই দায়রা বিচারক যাঁহার স্থানীয় সীমার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে কার্যক্রম প্রথম সুরু হইয়াছে তাঁহার অধীনস্থ যে কোনো ন্যায় পঞ্চায়েতকে অনুরূপ অপরাধীর বিচার অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং যদি তিনি তদনুরূপ সিদ্ধান্ত করেন অনুরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুরূপ অপরাধের সকল কার্যক্রমের অবসান ঘটিবে।

৫৩। কিভাবে মোকদ্দমা রুজু হইতে পারে ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পাদক অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ন্যায় পঞ্চায়েতেব কোনো সদস্যের নিকট মৌখিক বা লিখিত আবেদন করিয়া ন্যায় পঞ্চায়েতের সমীপে কোনো মোকদ্দমা রুজু করা যাইতে পারে। যদি আবেদন মৌখিক করা হয়, স্থল বিশেষে, সম্পাদক বা সদস্য, আবেদনকারীর নাম, যাঁহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির নাম, অপরাধেব প্রকৃতি এবং নির্ধারিতব্য অনুরূপ অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়, কিছু থাকিলে, লিপিবদ্ধ করিয়া বিবরণ রচনা করিবেন এবং তাহার উপর আবেদনকারীর স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লইতে হইবে। তাহার পর, স্থল বিশেষে, ঐ সম্পাদক বা ঐ সদস্য কোনো বিশেষ তারিখে ন্যায় পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৫৪। আবেদন খারিজ অথবা গ্রহণ না করার ক্ষমতা :

(১) যদি দরখাস্তটি আপাতদৃষ্টিতে অথবা দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিয়া, ন্যায় পঞ্চায়েত. এই মত পোষণ করেন যে দরখাস্তটি অসার, হয়রানকর বা অসত্য, উহা একটি লিখিত আদেশের মাধ্যমে মোকদ্দমা খারিজ করিবেন।

(২) যদি কখনও ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে—

(ক) ঐ মোকদ্দমা বিচার করিবার উহার ক্ষেত্রাধিকার নাই ; বা

(খ) অপরাধটি এমন যাহার শাস্তি যাহা উহা প্রদানে ক্ষমতাবান অপর্যাপ্ত হইবে ; বা

(গ) মোকদ্দমাটি এমন যাহা উহার দ্বারা বিচার হওয়া উচিত নহে, উহা একটি লিখিত আদেশের মাধ্যমে, এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে যে ধর্মাধিকরণে ঐ অপরাধের বিচার হইত, দরখাস্তকারীকে তাহার সমীপবর্তী হইবার নির্দেশ দিবেন।

৫৫। খেলাপের জন্য খারিজ :

যদি কোনো মোকদ্দমায় ন্যায় পঞ্চায়েতের সমীপে দরখাস্তকারী নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হন, অথবা যদি ন্যায় পঞ্চায়েতের মতে, তিনি তাঁহার মোকদ্দমা চালাইয়া যাইতে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন, ন্যায় পঞ্চায়েত খেলাপের জন্য মোকদ্দমা খারিজ করিতে পারিবেন, এবং তদনুরূপ খারিজ আদেশ মুক্তিস্বরূপ কার্যকর হইবে।

৫৬। বিচারের প্রারম্ভিক কার্যক্রম :

(১) যদি আবেদন খারিজ না হয়, ন্যায় পঞ্চায়েত, ৮৩ ধারার বিধানাধীনে আহ্বানপত্রের (Summons) মাধ্যমে অভিযুক্তকে উপস্থিত হইতে এবং আবেদনের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিবেন।

(২) যদি অভিযুক্তকে পাওয়া না যায় বা গরহাজির হন ন্যায় পঞ্চায়েত নিকটস্থ মহকুমা ন্যায় শাসকের নিকট ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করিবেন, যাঁহার এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে ঐ অপরাধ বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত, তিনি অপরাধীকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রগ্রহণপত্র (warrant) জারী করিতে পারিবেন, এবং যখন গ্রেপ্তারীকৃত তাঁহাকে বিচারের জন্য ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন অথবা উহার সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য জামিনে মুক্তি দিতে পারেন।

(৩) ন্যায় পঞ্চায়েত যেদিন অভিযুক্ত উপস্থিত হইবেন অথবা উহার সমীপে হাজির করা হইবে সেদিন, যদি সম্ভবপর হয়, মোকদ্দমার বিচার করিবেন, কিন্তু যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, পরবর্তী যে কোনো দিনে বা দিনগুলিতে যাহাতে বিচার মুলতুবী থাকিতে পারে তাঁহাকে উহার সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য অনধিক পঁচিশ টাকার মুচলেকা তাঁহার সম্পাদনে মুক্তি দিবেন :

এই শর্ত যে, যদি ঐ অভিযুক্ত মুচলেকা সম্পাদনে গাফিলতি বা প্রত্যাখ্যান করেন, ন্যায় পঞ্চায়েত তাঁহাকে মুক্তি প্রদানের পরিবর্তে, তাঁহাকে মহকুমা ন্যায় শাসকের হেপাজতে—যাঁহার মাধ্যমে সেই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন—ফেরৎ পাঠাইবেন এবং তৎকারণে মহকুমা ন্যায় শাসক—ধারা ৫২-এর উপধারা (১)-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও—ন্যায় পঞ্চায়েতের সমীপে কৃত নালিশ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সমীপে কৃত নালিশ সদৃশরীতি এবং সদৃশ পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবেন।

৫৭। অপরাধের আপোশ-রফা :

দণ্ড প্রণালী সংহিতা, ১৮৯৮-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও ন্যায় পঞ্চায়েত উহার দ্বারা বিচার্য যে কোনো অপরাধ পক্ষগণদের আপোশ-রফায় সম্মতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৮। আপীলে বাধা :

দণ্ড প্রণালী সংহিতা, ১৮৯৮-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও, ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক যে কোনো মামলার বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি কর্তৃক আপীল চলিবে না :

এই শর্ত যে, দায়রা বিচারক অথবা মহকুমা ন্যায় শাসক—যাঁহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত—যদি নিশ্চিন্ত হন যে ন্যায় বিচার ব্যর্থতায় পর্যবসিত, ধারা ৫২-এর উপধারা (১)-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অথবা যে কোনো সংশ্লিষ্ট পক্ষদের দরখাস্তের ভিত্তিতে, ন্যায় পঞ্চায়েতের আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক যে কোনো অপরাধ সাব্যস্তকরণের বা স্থিরীকৃত ক্ষতিপূরণের আদেশ বাতিল বা সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন অথবা উপযুক্ত ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন অধীনস্থ ধর্মাধিকরণে যে কোনো মোকদ্দমা পুনর্বিচারের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৯। জরিমানা আরোপ বা ক্ষতিপূরণ বিনির্ণয় :

(১) ন্যায় পঞ্চায়েত উভয় পক্ষকে শুনানীর পর এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণাদি বিবেচনা করিয়া উহার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে নথিভুক্ত করিবেন, এবং উহার দ্বারা দোষী সাব্যস্ত অপরাধীকে অনধিক পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিবার দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন :

এই শর্ত যে, মোকদ্দমা বিচার চলাকালীন উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে যদি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন, অনুরূপ সদস্যদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হইবে :

অধিকন্তু এই শর্ত যে, মোকদ্দমা বিচারকালীন উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যদের সমান ভোটের ক্ষেত্রে, প্রধান বিচারকের অথবা সেই অধিবেশনের জন্য যে ব্যক্তি প্রধান বিচারকরূপে নির্বাচিত, দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে এবং অনুরূপ দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট অনুসারে ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হইবে।

(২) কোনো ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক হয় মূলদণ্ড নয় জরিমানা প্রদানের ব্যর্থতায় সাধারণ বা সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইবে না।

(৩) যখন ন্যায় পঞ্চায়েত উপধারা (১) অনুসারে জরিমানা আরোপ করিবেন, আদেশ প্রদানের সময়, উহা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে আদায়ীকৃত জরিমানা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অপরাধের মাধ্যমে সংঘটিত যে কোনো ক্ষয় ও ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রযুক্ত হইবে।

(৪) যদি ন্যায় পঞ্চায়েত নিশ্চিত হন যে উহার সমীপে উপস্থাপিত অথবা উহার নিকট বিচারার্থ স্থানান্তরিত নালিশ অসার, হয়রানকর বা অসত্য, উহা অভিযোগকারীকে অনধিক পঁচিশ টাকা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন অভি-যোক্তাকে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদানে আদেশ করিতে পারিবেন।

(৫) যদি এইরূপ জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দণ্ডাদেশ বা আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে অথবা অধিকন্তু ন্যায় পঞ্চায়েত যেরূপ সময় মঞ্জুর করিবেন তাহার মধ্যে প্রদান করা বা আদায় না হয়, ন্যায় পঞ্চায়েত আরোপিত জরিমানা বা বিনির্ণীত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং উহা প্রদান করা হয় নাই ঘোষণা করিয়া একটি আদেশ নথিভুক্ত করিবেন এবং নিকটস্থ মহকুমা ন্যায় শাসকের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিবেন—যাঁহার এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে ঐ মামলা বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত এবং ঐ মহকুমা ন্যায় শাসক—

(ক) ঐ আদেশ নির্বাহ করিতে উদ্যোগী হইবেন যেন উহা তাঁহার নিজের দ্বারা কৃত আদেশ ; অথবা

(খ) অর্থ প্রদানের গাফিলতির জন্য, এই ধারার উপধারা (২)-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও, দণ্ড প্রণালী সংহিতার তৃতীয় পরিচ্ছেদ অনুসারে অভিযুক্তকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন :

এই শর্ত যে, ভারতীয় দণ্ড প্রণালী সংহিতায় যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও—

(ক) যিনি কারাবাসের মেয়াদ শেষ করিয়াছেন সেরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা বা বিনির্ণিত ক্ষতি-পূরণ আদায় করা যাইবে না ;

(খ) যে ব্যক্তি তাঁহার কারাবাসের মেয়াদে রহিয়াছেন যদি কারাবাসের মেয়াদ অতিক্রমের পূর্বে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় অনতিবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে।

৬০। সতর্কীকরণ বা পরীক্ষামূলক সদাচারণের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মুক্তি :

যে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্বে কোনো দোষী সাব্যস্তকরণের প্রমাণ না থাকে, অভিযোক্তার বয়স, চরিত্র এবং প্রাক্-পরিচয় এবং যে পরিস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত তাহা বিবেচনা করিয়া যদি উক্ত ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহাই বিধেয়—

(ক) যে অভিযোক্তাকে যথাযথ সতর্কীকরণের পর মুক্তি দেওয়া উচিত, ন্যায় পঞ্চায়েত তাঁহাকে যে কোনো শাস্তির দণ্ডাদেশের পরিবর্তে তাঁহাকে যথাযথ সতর্কীকরণের পর মুক্তি প্রদান করিবেন ; অথবা

(খ) যে অভিযোক্তাকে সদাচারণের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে মুক্তি দেওয়া উচিত, ন্যায় পঞ্চায়েত ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৮৮৭-তে যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোনো শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে তাহাকে সেরূপ সময়কালের মধ্যে (অনধিক এক বৎসর) আহ্বানমাত্র দণ্ডাজ্ঞা লইবার জন্য হাজির হইবার এবং ইতোমধ্যে শান্তিরক্ষা এবং সদাচারণের অঙ্গীকারপত্র অনধিক পঞ্চাশ টাকার সম্পাদনান্তে মুক্তির নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬১। দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার :

(১) বেঙ্গল, আগ্রা এবং আসাম দেওয়ানী ন্যায়াধিকরণ আইন, ১৮৮৭, প্রাদেশিক অবর ধর্মাধিকরণ আইন, ১৮৮৭ এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮০৮-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও, এবং ধারা ৬২ এবং ৬৩-এর বিধানসমূহের সাপেক্ষে, ন্যায় গ্রাম পঞ্চায়েতের যে—পঞ্চায়েত উক্ত ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করিয়াছে—তাহার স্থানীয় সীমানার মধ্যে পশ্চাদুল্লিখিত মামলাসমূহের বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে যখন মামলার মূল্য দুই শত পঞ্চাশ টাকার সীমা অতিক্রম করিবে না, যথা :—

(ক) চুক্তি বাবদ পাওনা টাকার মামলা ;

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি অথবা অনুরূপ সম্পত্তির মূল্য পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা ;

(গ) অস্থাবর সম্পত্তি অবৈধভাবে গ্রহণ অথবা ক্ষতিসাধনের জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা ; এবং

(ঘ) গবাদি পশুর অবৈধ প্রবেশের দরুণ ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত শ্রেণীর মামলা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার অপর কোনো ধর্মাধিকরণের থাকিবে না :

এই শর্ত যে, ধারা ৭৮ অনুসারে ন্যায় পঞ্চায়েতের যে মামলা বিচার করা নিষিদ্ধ অথবা যাহা ন্যায় পঞ্চায়েত বা ধারা ৭৯-এর উপধারা (২) অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগকারী জেলা বিচারকের মতে সাধারণ ধর্মাধিকরণে বিচার হওয়া সমীচীন, এই আইনের কোনো কিছু কোনো ধর্মাধিকরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার সরাইয়া লইবে না।

৬২। মামলার বিচার হইবে না ঃ

কোনো ন্যায় পঞ্চায়েতে মামলা চলিবে না—

(ক) অংশিতা-হিসাবের স্থিতির উপর ;

(খ) কোনো অকৃতেষ্টিতা (intestacy—উইল না করিয়া মৃত্যু) অনুসারে অংশ বা অংশের ভাগের জন্য বা উইল অনুসারে উত্তরদায় বা উত্তর-দায়ের অংশের জন্য ;

(গ) ভারত ইউনিয়ন বা রাজ্য সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বা দ্বারা পদাধিকারবলে কৃতকর্মের জন্য ;

(ঘ) নাবালক বা মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির দ্বারা বা বিরুদ্ধে অথবা যখন অনুরূপ কোনো ব্যক্তি ন্যায় পঞ্চায়েতের মতে অপরিহার্য পক্ষ ;

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির খাজানা, নির্ধার (assessment), বৃদ্ধি, লঘুকরণ, হ্রাস, পরিভাজন বা আদায়ের জন্য ;

(চ) বন্ধকগ্রাহীর দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক অনুসারে বন্ধক বলবৎ-করণের জন্য নিষ্ক্রয়-সমাপ্তি বা সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা অথবা অন্যভাবে বা স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধক পরিশোধের জন্য।

৬৩। সমগ্র দাবী মামলার অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(১) ন্যায় পঞ্চায়েতে রুজুকৃত প্রত্যেক মামলায় বিবাদীয় বিষয় সম্পর্কে যাবতীয় দাবী-বাদী যাহা করিবার অধিকারী-অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু তিনি ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে মামলা আনয়ণের উদ্দেশ্যে তাঁহার দাবীর যে কোনো অংশ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) যদি বাদী তাঁহার দাবীর কোনো অংশ সম্পর্কে নালিশ হইতে বাদ

দেন বা পরিত্যাগ করেন, পরবর্তীকালে অনুরূপ বাদ দেওয়া বা পরিত্যক্ত অংশ সম্পর্কে নালিশ দায়ের করিতে পারিবেন না।

৬৪। ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমা ঃ

ন্যায় পঞ্চায়েতে কোনো মামলা চলিবে না যদি না মামলা রুজু করার সময় কমপক্ষে একজন বিবাদী ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে বসবাস করেন অথবা মামলার কারণ সামগ্রিক বা আংশিক উহার সীমার মধ্যে ঘটিয়া থাকে।

৬৫। কিরূপে মামলা রুজু হইতে পারে ঃ

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পাদক বা তাঁহার অবর্তমানে ন্যায় পঞ্চায়েতের যে কোনো সদস্যের নিকট মৌখিক বা লিখিত আবেদনের মাধ্যমে ন্যায় পঞ্চায়েত সমীপে মামলা রুজু করা যাইতে পারে। যদি আবেদন মৌখিক করা হয়, স্থল বিশেষে, সম্পাদক বা সদস্য আবেদনকারীর নাম, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবেদন করা হইতেছে তাঁহার নাম, দাবীর প্রকৃতি, নির্ধারিতব্য অনুরূপ অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিলে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া একটি বিবৃতি রচনা করিবেন এবং তাহার উপর আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লইবেন। অতঃপর, স্থল বিশেষে, সম্পাদক বা সদস্য নির্দিষ্ট তারিখে আবেদনকারীকে ন্যায় পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দিবেন।

(২) বাদী তাঁহার মামলা রুজু করিবার সময় দাবীর মূল্য বলিয়া দিবেন।

৬৬। তামাদি হওয়া ইত্যাদি মামলা খারিজ ঃ

(১) যদি কোনো সময় ন্যায় পঞ্চায়েত মত পোষণ করেন যে মামলাটি তামাদি হইয়াছে ইহা লিখিত আদেশের মাধ্যমে মামলা খারিজ করিয়া দিবেন।

(২) যদি কোনো সময় ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মামলাটি গ্রহণের উহার ক্ষেত্রাধিকার নাই, অনুরূপ মামলা বিচার করার ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন আদালতের স্মরণাপন্ন হইবার জন্য আবেদনকারীকে উহারা নির্দেশ দিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েতের সন্তোষানুরূপ ইহা প্রমাণিত যে মামলাটি সামগ্রিক বা আংশিক কোনো আইনসঙ্গত চুক্তি বা আপোষে মীমাংসিত অথবা বিবাদী বাদীকে মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক বা আংশিক পরিতুষ্ট করিয়াছেন, তদনুসারে ন্যায় পঞ্চায়েত অবিলম্বে যতটা ইহা মামলার সহিত সম্পর্কিত ডিক্রি প্রদান করিবেন :

অবশ্য যে ক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েত চুক্তি বা মীমাংসা অনুসারে ডিক্রি প্রদান

করিতে অস্বীকার করিবেন অনুরূপ করার কারণ উহা লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৬৭। ত্রুটির জন্য মামলা খারিজ ঃ

যদি ন্যায় পঞ্চায়েত সমীপে কোনো মামলায় নির্দিষ্ট দিনে বাদী উপস্থিত না হন অথবা ন্যায় পঞ্চায়েতের মতে তিনি মামলা পরিচালনায় অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন এই ত্রুটির কারণে ইহা মামলা খারিজ করিতে পারিবেন ঃ

এই শর্ত যে, ত্রুটির জন্য খারিজ মামলা ন্যায় পঞ্চায়েত পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন যদি বাদী অনুরূপ খারিজের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়েতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে মামলা যখন শুনানীর জন্য ডাকা হয় পর্যাপ্ত কারণবশতঃ তিনি উপস্থিত হওয়া হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৬৮। বিবাদীকে হাজিরার জন্য আহ্বান ঃ

যদি আর্জি প্রাপ্তির পর ন্যায় পঞ্চায়েত নিশ্চিত হন যে উহার বিচার করা যাইতে পারে, ইহা, আহ্বানপত্রের মাধ্যমে বিবাদীকে উপস্থিত হইতে এবং মামলার জবাব হয় মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রদানের নির্দেশ দিবেন।

৬৯। একতরফা সিদ্ধান্ত ঃ

যদি বিবাদী গরহাজির হন এবং ন্যায় পঞ্চায়েত নিশ্চিত হন যে আহ্বানপত্র যথাযথভাবে জারী করা হইয়াছে তাহা হইলে মামলা একতরফা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ঃ

এই শর্ত যে, কোনো বিবাদী যাঁহার বিরুদ্ধে মামলা একতরফা নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য পরোয়ানা জারীর তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ বাতিল করিবার জন্য ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট মৌখিক বা লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন ; এবং ন্যায় পঞ্চায়েত যদি নিশ্চিত হন যে বিবাদীর উপর আহ্বানপত্র যথাযথভাবে জারী করা হয় নাই, অথবা মামলা শুনানীর জন্য ডাকা হইয়াছিল পর্যাপ্ত কারণবশতঃ তিনি উপস্থিত হওয়া হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত বাতিল করিবেন এবং মামলার কার্যক্রমের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করিবেন।

৭০। অপর পক্ষকে নোটিশ না দিয়া কোনো আদেশ বাতিল করা যাইবে না ঃ

ধারা ৬৭-এর উপবিধি অনুসারে অথবা ধারা ৬৯-এর উপবিধি অনুসারে ন্যায়

পঞ্চায়েতের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক লিখিতভাবে যদি না অপর পক্ষের উপর নোটিশ জারী করা হয় বাতিল করা যাইবে না।

৭১। পক্ষ স্থির করার ক্ষমতা ঃ

(১) ধারা ৬২-এর দফা (গ) এবং (ঘ)-এর বিধানাধীনে ন্যায় পঞ্চায়েত মামলার সঙ্গত সিদ্ধান্তের জন্য যে ব্যক্তির উপস্থিতি ন্যায় পঞ্চায়েত প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেইরূপ ব্যক্তিকে মামলায় পক্ষভুক্ত করিয়া সংযোজন করিবেন এবং অনুরূপ পক্ষদের নাম মামলার খাতায় তুলিবেন এবং উক্ত খাতায় যাঁহাদের নাম তোলা হইয়াছে সেই পক্ষদের মধ্যে মামলা হিসাবে তাহা বিচার হইবে ঃ

এই শর্ত যে, যখন কোনো পক্ষ সংযোজিত হইবে, তাঁহাকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং বিচার সুরু হইবার পূর্বে মামলার কার্যক্রমে উপস্থিত হইবার তাঁহাকে সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে নূতন পক্ষ উপধারা (১)-এর অনুবিধি অনুসারে উপস্থিত হইবেন সকল ক্ষেত্রে মামলা চলাকালীন তিনি বিচার নূতনভাবে সুরু করিবার দাবী করিতে পারিবেন।

৭২। মামলার সিদ্ধান্ত ঃ

(১) সকল পক্ষ বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের শুনানী দেওয়ার পর এবং উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিবেচনা করিবার পর, ন্যায় পঞ্চায়েত লিখিত আদেশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফীসমূহ এবং ধারা ৮২-এর উপধারা (৩) অনুসারে সাক্ষীদের অর্থ দেওয়া হইয়া থাকিলে এবং যাঁহার দ্বারা তাহা প্রদেয় তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া যাহা সঙ্গত, ন্যায় বিচারসম্মত এবং নৈতিক চেতনাসম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবে সেইমত ডিক্রি দিবেন ঃ

এই শর্ত যে, যদি মামলার বিচারকালে উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন, অনুরূপ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হইবে ঃ

অধিকন্তু এই শর্ত যে, মামলার বিচারকালে উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণের যে ক্ষেত্রে সমভোট হইবে, প্রধান বিচারক অথবা সেই অধিবেশনের জন্য যে ব্যক্তি প্রধান বিচারক নির্বাচিত তাঁহার একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে এবং অনুরূপ দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট অনুসারে ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হইবে।

(২) নির্ধারিতব্য অনুরূপ শর্তাদি ও পরিসীমাদি এবং তৎসময় বলবৎ যে

কোনো আইনের বিধানসমূহের সাপেক্ষে সকল মামলার ব্যয় এবং প্রাসঙ্গিক খরচাদি ন্যায় পঞ্চায়েতের বিবেচনাধীন হইবে এবং অনুরূপ ব্যয় কাহার দ্বারা এবং কি পরিমাণ প্রদত্ত হইবে নির্ধারণ করিবার এবং পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদানের পূর্ণ ক্ষমতা ন্যায় পঞ্চায়েতের থাকিবে :

এই শর্ত যে, ন্যায় পঞ্চায়েত যে ক্ষেত্রে জয়ীপক্ষ মামলার ব্যয় পাইবেন না বলিয়া নির্দেশ দিবেন, লিখিতভাবে ইহার কারণ বিবৃত করিবেন।

(৩) যদি ন্যায় পঞ্চায়েতের স্থির প্রত্যয় হয় যে ইহার সমীপে রুজুকৃত মামলা অসত্য, হয়রানিমূলক বা অসার, ইহা বাদীকে লিখিত আদেশের মাধ্যমে অনধিক পঁচিশ টাকা যেরূপ ক্ষতিপূরণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাহা বিবাদীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭৩। কিস্তি :

কোনো ন্যায় পঞ্চায়েত অর্থের পরিমাণ প্রদান বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণের আদেশে কিস্তির মাধ্যমে অর্থ প্রদান বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭৪। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কিন্তু পুনর্বিচারের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা মুন্সেফের :

প্রত্যেক মামলায় ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষের মামলায় চূড়ান্ত হইবে :

এই শর্ত যে, এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে যে মুন্সেফের এই মামলা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিত তিনি ন্যায় পঞ্চায়েতের ডিক্রি বা আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে মামলার যে কোনো পক্ষের উপস্থাপিত আবেদনক্রমে—যদি তিনি নিশ্চিতঃ হন যে তথায় ন্যায় বিচার করা হয় নাই—ন্যায় পঞ্চায়েতের ডিক্রি বা আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন অথবা একই বা অপর যে কোনো ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক পুনর্বিচারের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭৫। পক্ষদের মৃত্যু :

যদি কোনো মামলার বাদী বা বিবাদী মামলা নিষ্পত্তির পূর্বে মারা যান, ধারা ৬২-এর দফা (ঘ)-এর বিধানসমূহের সাপেক্ষে, স্থল বিশেষে, মৃত বাদী বা বিবাদীর আইনসম্মত প্রতিনিধির অনুরোধক্রমে অপরের বিরুদ্ধে মামলা চলিতে পারিবে।

৭৬। স্বত্বাগম (Title) ইত্যাদির প্রশ্নে সিদ্ধান্তের প্রভাব ঃ

স্বত্বাগম, আইনগত প্রকৃতি, চুক্তি বা দায়িত্বাদির প্রশ্নে যে মামলা সম্পর্কে অনুরূপ বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা ব্যতিরেকে ন্যায় পঞ্চায়েতের কোনো সিদ্ধান্ত পক্ষদের উপর বাধ্যবাধকতামূলক হইবে না।

৭৭। ন্যায় পঞ্চায়েতের জন্য প্রণালী ঃ

(১) (ক) পশ্চিমবঙ্গ বিচার-দেয়ক (court-fees) আইন, ১৯৭০, (খ) দণ্ড প্রণালী সংহিতা, ১৮৯৮, (গ) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ এবং (ঘ) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর বিধানসমূহ ন্যায় পঞ্চায়েত সমীপে কোনো বিচারে প্রযুক্ত হইবে না।

(২) যে কোনো বিচারকার্যে, ইহার সিদ্ধান্ত এবং আদেশ কার্যকর করিতে এবং গণপূর্তি গঠন করা সম্পর্কে এই আইনের বিধানসমূহের সাপেক্ষে নির্দিষ্ট নিয়মাবলীসম্মত ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক অনুসৃতব্য প্রণালী হইবে।

৭৮। যে মোকদ্দমা বা মামলায় পঞ্চায়েত অথবা ইহার কোনো সদস্যের স্বার্থজড়িত বিচারে বাধা ঃ

কোনো মোকদ্দমা বা মামলায় বা অপর কোনো কার্যক্রমে যাহাতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা ন্যায় পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য একটি পক্ষভুক্ত বা স্বার্থ-জড়িত অনুরূপ ন্যায় পঞ্চায়েত উহার বিচার করিবেন না।

৭৯। মোকদ্দমা বা মামলা প্রত্যাহার বা স্থানান্তর ঃ

(১) দায়রা বিচারক অথবা মহকুমা ন্যায় শাসক যাঁহার স্থানীয় সীমার ক্ষেত্রাধিকারে ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা মোকদ্দমার যে কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে বা সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে, ন্যায় পঞ্চায়েতের সমীপে উপস্থাপিত অপেক্ষমান মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন যদি তিনি এরূপ মত পোষণ করেন যে, যাহার কারণসমূহ তাঁহার দ্বারা লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হইবে, মোকদ্দমাটি এমন যাহা ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার বা শুনানী হওয়া সমীচীন নয়, এবং স্বয়ং বিচার বা শুনানী করিতে পারিবেন অথবা এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে যে ন্যায় শাসকের এই মোকদ্দমা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিত তাঁহার নিকট ইহা নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন।

(২) জেলা বিচারক যাঁহার স্থানীয় সীমার ক্ষেত্রাধিকারে ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা মামলার যে কোনো পক্ষের আবেদন-

ক্রমে বা সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে, ন্যায় পঞ্চায়েতের সমীপে উপস্থাপিত অপেক্ষমান মামলা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন যদি তিনি এরূপ মত পোষণ করেন যে, যাহার কারণসমূহ তাঁহার দ্বারা লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হইবে, মামলাটি এমন যাহা ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার বা শুনানী হওয়া সমীচীন নয়, এবং স্বয়ং বিচার বা শুনানী করিতে পারিবেন অথবা এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে যে মুন্সেফের মামলা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিত তাঁহার ন্যায়াধিকরণে ইহা নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন।

(৩) যদি মোকদ্দমা বা মামলার কোনো স্তরে অনুরূপ মোকদ্দমা বা মামলার যে কোনো পক্ষ ন্যায় পঞ্চায়েতকে অবগত করেন যে তিনি, স্থল বিশেষে, মোকদ্দমা বা মামলা উপধারা (১) বা উপধারা (২) অনুসারে প্রত্যাহার বা স্থানান্তরের জন্য আবেদন করিয়াছেন বা তিনি আবেদন করিতে ইচ্ছুক ন্যায় পঞ্চায়েত যাহা উচিত বিবেচনা করিবেন সেইমত সময়কালের জন্য মোকদ্দমা বা মামলার পুনঃ কার্যক্রম স্থগিত রাখিবেন।

৮০। কতিপয় মামলা এবং মোকদ্দমার বিচার করা যাইবে না ঃ

(১) একই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বা যাঁহাদের প্রভাবাধীন পক্ষদ্বয় তাঁহাদের মধ্যে বা তাঁহাদের যে কেহ দাবী করিলে ন্যায় পঞ্চায়েত কোনো মামলার বিচার করিবেন না যাহার বিবাদের বিষয়বস্তু কোনো পূর্বতন মামলায় প্রত্যক্ষত এবং মূলত কোনো যোগ্য ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন ন্যায়াধিকরণ কর্তৃক শুনানী হইয়াছে এবং চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত।

(২) একই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বা যাঁহাদের প্রভাবাধীন পক্ষদ্বয় তাঁহাদের যে কেহ দাবী করিলে ন্যায় পঞ্চায়েত কোনো মামলার বিচার করিতে অগ্রসর হইবেন না যাহার বিবাদের বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষত এবং মূলত পূর্বতন মামলায় একই ন্যায় পঞ্চায়েতের বা অপর যে কোনো ন্যায়াধিকরণের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান।

(৩) কোনো ন্যায়াধিকরণ বা যোগ্য ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক কোনো ব্যক্তির কোনো অপরাধের জন্য একবার বিচার হইয়া থাকিলে এবং অনুরূপ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত বা বেকসুর খালাস হইলে অনুরূপ দোষী সাব্যস্তকরণ বা বেকসুর খালাস বলবৎ থাকাকালীন ন্যায় পঞ্চায়েত সেই ব্যক্তির একই অপরাধের জন্য বিচার করিবেন না।

৮১। পরিদর্শন :

(১) দায়রা বিচারক এবং মহকুমা ন্যায় শাসকের যাঁহাদের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত, যে কোনো ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যবাহ এবং ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক রক্ষিত ফৌজদারী মোকদ্দমার নথি সকল সময় পরিদর্শন করার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) জেলা বিচারক এবং মুন্সেফের, যাঁহাদের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত, যে কোনো মামলার কার্যবাহ এবং ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক রক্ষিত মামলার নথি সকল সময় পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকিবে।

৮২। সাক্ষীদের হাজিরা :

(১) ধারা ৮৫-এর বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া ন্যায় পঞ্চায়েত আহ্বানপত্রের মাধ্যমে (by summons) যে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে এবং সাক্ষ্য দিতে বা যে কোনো দলিলপত্র উপস্থাপিত করিতে বা করাইতে ডাকিয়া পাঠাইতে পারিবেন :

এই শর্ত যে, কোনো ব্যক্তি দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর ধারা ১৩৩-এর উপধারা (১) অনুসারে যিনি ন্যায়াধিকরণে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া হইতে মুক্ত ন্যায় পঞ্চায়েতের সম্মুখে তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইবার প্রয়োজন নাই

(২) দীর্ঘ বিলম্ব, প্রচুর অর্থ ব্যয় বা অসুবিধা না ঘটাইয়া সাক্ষীকে উপস্থিত করান যাইবে না যাহা মামলার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায় পঞ্চায়েতের মতে সমীচীন হইবে না সে ক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েত আহ্বানপত্র জারী করিতে বা জারী করা হইয়া থাকিলে তাহা বলবৎ করিতে অস্বীকার করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার বাহিরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তিকে ন্যায় পঞ্চায়েত সাক্ষ্য দিবার জন্য নির্দেশ দিবেন না যদি না অনুরূপ ব্যক্তির রাহাখরচ ও অন্যান্য খরচ এবং একদিনের হাজিরার খরচ মিটাইতে যে পরিমাণ অর্থ ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট ব্যয়ভার বহনে উপযুক্ত প্রতীয়মান হইবে তাহা যে পক্ষ অনুরূপ ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিয়াছেন ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট জমা রাখেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি যাঁহাকে ন্যায় পঞ্চায়েত লিখিত আদেশের মাধ্যমে

ইহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে বা সাক্ষ্য দিতে বা দলিলপত্র উপস্থাপিত করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন, আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত যদি অনুরূপ আহ্বান মান্য করিতে অপারগ হন এবং তজ্জনিত কোনো অপরাধ করেন ন্যায় পঞ্চায়েত অনুরূপ অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পঁচিশ টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন।

৮৩। পক্ষদের উপস্থিতি ঃ

(১) ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য মোকদ্দমার পক্ষদের ন্যায় পঞ্চায়েত সমীপে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইতে হইবে ঃ

এই শর্তে যে, ন্যায় পঞ্চায়েত যদি এরূপ করা উপযুক্ত বিবেচনা করেন কোনো অভিযুক্তকে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁহাকে হাজির হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য মামলায় পক্ষগণ প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজিরা দিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—উপধারা (১) এবং (২)-এর "প্রতিনিধি" অর্থে একজন ব্যক্তি যিনি কোনো পক্ষ দ্বারা লিখিতভাবে হাজির হওয়া এবং বক্তব্য পেশ করিবা জন্য অনুমোদিত।

(৩) উপধারা (১) অথবা উপধারা (২)-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তিকে যাঁহার নাম মহকুমা শাসক কর্তৃক নিবন্ধীকরণ আইন (Registration Act), ১৯০৮-এর ধারা ৮০ক অনুসারে গঠিত এবং প্রকাশিত দালালদের তালিকাভুক্ত ন্যায় পঞ্চায়েতের সমীপে কোনো পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হইতে দেওয়া যাইবে না।

৮৪। আইনজীবীগণ ব্যবসায় রত হইবেন না ঃ

আইনজীবী আইন, ১৮৭৯-তে যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও আইনজীবীদের ন্যায় পঞ্চায়েত সমীপে ব্যবসায় রত হইতে দেওয়া যাইবে না।

৮৫। মহিলাদের উপস্থিতি ঃ

কোনো মহিলাকে অভিযুক্তা বা সাক্ষী হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে ন্যায় পঞ্চায়েত সমীপে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা যাইবে না।

৮৬। কমিশন নিয়োগের ক্ষমতা ঃ

নির্ধারিতব্য অনুরূপ নিয়মাবলীর অধীনে, ন্যায় পঞ্চায়েত কোনো ব্যক্তিকে

নির্ধারিতব্য অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কমিশন নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৮৭। একাধিক ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচার্য মামলার বিচার :

যে ক্ষেত্রে কোনো মামলা একাধিক ন্যায় পঞ্চায়েতে বহালযোগ্য বাদী অনুরূপ যে কোনো ন্যায় পঞ্চায়েতে মামলা রুজু করিতে পারিবেন এবং কোনো মামলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে যে কোনো বিবাদ মুন্সেফের দ্বারা, যাঁহার এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে উহা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিত, নিষ্পত্তি হইবে এবং উহার উপরে মুন্সেফের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৮৮। ফীসমূহ আদায় এবং আজ্ঞপ্তিসমূহ (deerees) নির্বাহ :

(১) ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক এই আইন অনুসারে আরোপিত সকল ফী এবং আজ্ঞপ্তি-প্রাপ্ত সকল অর্থ যে প্রকারে ন্যায় পঞ্চায়েতের আদেশক্রমে এই আইন অনুসারে বকেয়া অভিকর (rate) বা কর আদায় হয় তদ্রূপ আদায় হইবে এবং অনুরূপ আদেশ অনুসারে আদায়ীকৃত, যে কোনো অর্থ উহা যে ব্যক্তি পাইবার অধিকারী তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে।

(২) আজ্ঞপ্তি-প্রদায়ী ন্যায় পঞ্চায়েত যদি উহার পূরণ কার্যকর করিতে অক্ষম হন, ইহা আজ্ঞপ্তি-প্রাপককে সেই মর্মে তাঁহার প্রাপ্যের পরিমাণ এবং মামলার খরচ হিসাবে প্রাপ্যের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া প্রমাণপত্র (certificate) মঞ্জুর করিবেন।

(৩) আজ্ঞপ্তি-প্রাপক যাঁহাকে উপধারা (২)-এ উল্লিখিত প্রমাণপত্র মঞ্জুর করা হইয়াছে—ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত আজ্ঞপ্তি নির্বাহ করিবার জন্য উক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করিয়া একটি আবেদন মুন্সেফের ন্যায়াধিকরণে—যাঁহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বিবাদী প্রকৃত এবং স্ব ইচ্ছায় বসবাস করেন বা ব্যবসায় করেন বা লাভের জন্য স্বয়ং কাজ করেন—করিতে পারিবেন।

(৪) মুন্সেফের ন্যায়াধিকরণ—উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত আবেদন যেথায় করা হইয়াছে—ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত আজ্ঞপ্তি কার্যকর করিবেন এবং অনুরূপ আজ্ঞপ্তি কার্যকর করিতে উহা যেন স্বয়ং প্রদত্ত আজ্ঞপ্তি কার্যকর করিতেছেন তৎসদৃশ উহার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা তৎসদৃশ প্রণালী অনুসরণ করিবেন।

(৫) ন্যায় পঞ্চায়েতের আজ্ঞপ্তি নির্বাহের জন্য—আজ্ঞপ্তি অথবা ধারা ৭৪-

এর অনুবিধি (Proviso) অনুসারে যে কোনো অনুরূপ আজ্ঞপ্তির সংপরিবর্তনের যে কোনো আদেশের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর—কৃত আবেদন, যদিও তামাদির প্রশ্ন উত্থাপিত না হইয়া থাকে, বাতিল করিয়া দিতে হইবে :

এই শর্ত যে, যে ক্ষেত্রে অর্থপ্রদান বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণের জন্য আজ্ঞপ্তি যাহা নির্দিষ্ট তারিখে সম্পাদন করা আজ্ঞপ্তিতে নির্দেশিত—আজ্ঞপ্তি নির্বাহের জন্য আবেদন উক্ত তারিখের তিন বৎসরের মধ্যে করা যাইতে পারে।

৮৯। রেজেস্ট্রী-বহি এবং নথি :

নির্ধারিতব্য অনুরূপ রেজিস্ট্রী-বহি এবং নথি প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়েতকে রাখিতে হইবে এবং অনুরূপ বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।

৯০। ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্য কর্তৃক পদত্যাগ এবং নৈমিত্তিক পদরিক্তি (casual vacancy) পূরণ :

(১) একজন ন্যায় পঞ্চায়েত সদস্য তাঁহার কার্যকালের মধ্যে পদত্যাগ করিতে পারিবেন তাঁহার এরূপ করার ইচ্ছা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে প্রজ্ঞাপিত করার মাধ্যমে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরূপ পদত্যাগ গৃহীত হইলে তাঁহার পদরিক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ন্যায় পঞ্চায়েতের কোনো সদস্যের পদ যখন পদত্যাগ বা অন্যভাবে রিক্ত (vacant) হইয়া উঠিবে, ধারা ৫১-তে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে তৎসদৃশ প্রণালীতে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নূতন সদস্য নির্বাচিত হইবেন যিনি সদস্য হিসাবে ততদিনই পদাধিকারী থাকিবেন তিনি যাঁহার পদ পূরণ করিলেন তিনি যতদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন যদি না অনুরূপ রিক্তি (vacancy) ঘটিত :

এই শর্ত যে, ন্যায় পঞ্চায়েতের কোনো কার্য অনুরূপ কার্য সম্পাদনের কালে নির্ধারিত সংখ্যা অপেক্ষা ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণের সংখ্যা কম ছিল, কেবলমাত্র এই কারণের জন্য অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৯১। ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যদের অপসারণ :

(১) রাজ্য সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে, যে কোনো সময়, সঙ্গত এবং পর্যাপ্ত কারণে, অনুরূপ আদেশে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া, কোনো ন্যায় পঞ্চায়েতের কোনো সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(২) নির্ধারিতব্য অনুরূপ নিয়মাবলী অনুসারে রাজ্য সরকার উপধারা (১) অনুসারে কোনো সদস্যকে অপসারণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে একটি শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন।

৯২। দায়রা বিচারক ইত্যাদির উল্লেখ :

এই পরিচ্ছেদে দায়রা বিচারক, মহকুমা ন্যায় শাসক এবং ন্যায় শাসকের যে কোনো উল্লেখ, যে জেলায় পশ্চিমবঙ্গ বিচার এবং নির্বাহিক কৃত্য পৃথকীকরণ আইন, ১৯৭০ বলবৎ নহে, যথাক্রমে যেন জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এবং শাসক নির্দেশিত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চায়েত সমিতি

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পঞ্চায়েত সমিতি গঠন

৯৩। ব্লক :

(১) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিতব্য অনুরূপ পরস্পর সংলগ্ন গ্রাম প্রত্যেকটিতে সন্নিবেশিত করিয়া একটি জেলাকে ব্লকসমূহে বিভক্ত করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর প্রভাবাধীন প্রজ্ঞাপনটি ব্লকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিবে যাহার দ্বারা ইহা পরিচিত হইবে এবং অনুরূপ ব্লকের স্থানীয় সীমা উল্লেখ করিবে।

(৩) রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন তদ্রূপ তদন্তের পর এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বা সমিতিসমূহের মতামত আলোচনা করার পর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পারিবেন—

(ক) যে কোনো ব্লক হইতে ইহার অন্তর্ভুক্ত যে কোনো গ্রামকে বাদ দিতে ; অথবা

(খ) যে কোনো ব্লকে অনুরূপ ব্লকের সংলগ্ন যে কোনো গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করিতে ; অথবা

(গ) দুই বা ততোধিক ব্লক যাহাতে গঠন করা যায় একটি ব্লকের আয়তন বিভক্ত করিতে ; অথবা

(ঘ) একটি ব্লক গঠন যাহাতে করা যায় দুই বা ততোধিক ব্লকের আয়তন সংযুক্ত করিতে।

৯৪। পঞ্চায়েত সমিতি এবং তাহার গঠন ঃ

(১) রাজ্য সরকার প্রতিটি ব্লকের জন্য ব্লকের নামে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করিবেন।

(২) পশ্চাদুল্লিখিত সদস্যদের লইয়া পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হইবে ; যথা ঃ—

(i) ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ, পদাধিকার বলে ;

(ii) ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রাম হইতে [পার্বত্য অঞ্চল এবং অন্য অঞ্চল-সমূহে নির্বাচক সংখ্যার ভিত্তিতে][১] নির্ধারিতব্য অনুরূপ সংখ্যক ব্যক্তি অনধিক তিনজন নির্বাচিত হইবেন, এতদুদ্দেশ্যে যতজন ব্যক্তি নির্বাচিত হইবেন তৎ-সংখ্যক নির্বাচন ক্ষেত্রে গ্রামকে ভাগ করিতে হইবে এবং অনুরূপ গ্রামের অন্তর্গত তৎসময় বলবৎ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচক তালিকায় যে সকল ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময় এবং অনুরূপ প্রণালীতে গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করিতে হইবে।

(iii) ব্লক বা তাহার যে কোনো অংশ যে নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত তথা হইতে নির্বাচিত লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্য, ব্লকে বাসস্থান আছে—মন্ত্রী বা রাজ্যসভার সদস্য নহেন।

(৩) এই ধারা অনুসারে গঠিত প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি সরকারী ঘোষ-পত্রে (official gazette) প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং ধারা ২১০-এ [যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও][২] সর্বপ্রথম যেদিন গণপূর্তির (quorum) উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হইবে সেই তারিখ হইতে ক্ষমতাসীন হইবে।

(৪) প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি নিরবিচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার সম্পন্ন নিগমবদ্ধ (corporate body) হইবে এবং একটি সাধারণ নামমুদ্রা (seal) থাকিবে এবং

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

নিগমবদ্ধ (corporate) নামে নালিশ দায়ের এবং উহার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করা যাইবে।

৯৫। ব্লকের অঞ্চল অদল-বদলের প্রভাব :

(১) ধারা ৯৩-এর উপধারা (৩)-এর দফা (ক) অনুসারে যখন কোনো গ্রামকে ব্লক হইতে বহির্ভূত করা হইবে, অনুরূপ গ্রাম উক্ত ধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে উক্ত ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির বিষয়াধীন ক্ষেত্রাধিকারের সমাপ্তি ঘটিবে এবং যদি না রাজ্য সরকার তাহাতে বলবৎ নিয়মাবলী, আদেশাবলী, নির্দেশাবলী এবং প্রজ্ঞাপনের মধ্যে ভিন্ন প্রকার নির্দেশ দেন।

(২) ধারা ৯৩-এর উপধারা (৩)-এর দফা (খ) অনুসারে কোনো গ্রামকে যখন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, সেই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির উক্ত উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে অনুরূপ গ্রামের উপর ক্ষেত্রাধিকার হইবে এবং যদি না রাজ্য সরকার ভিন্ন প্রকার নিদেশ দেন, অনুরূপ গ্রামে বলবৎ সকল নিয়মাবলী, আদেশাবলী, নির্দেশাবলী এবং প্রজ্ঞাপনসমূহ অনুরূপ অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) ধারা ৯৩-এর উপধারা (৩)-এর দফা (গ) অনুসারে দুই বা এতদতিরিক্ত ব্লক যাহাতে গঠন করা যায় কোনো ব্লককে বিভক্ত করা হইবে, উক্ত উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে সেই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটিবে এবং এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে নব-গঠিত ব্লকসমূহের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিসমূহ পুনর্গঠন করিতে হইবে।

(৪) ধারা ৯৩-এর উপধারা (৩)-এর দফা (ঘ) অনুসারে একটি ব্লক যাহাতে গঠন করা যায় দুই বা এতদতিরিক্ত ব্লকসমূহকে যখন সংযুক্ত করা হইবে উক্ত ব্লকসমূহের পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের উক্ত উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটিবে এবং এই আইনের বিধান-সমূহ অনুসারে নূতন ব্লকের জন্য একটি পৃথক পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করিতে হইবে।

(৫) ধারা ৯৩-এর উপধারা (৩) অনুসারে কোনো ব্লকের কোনো গ্রাম বহির্ভূত বা অন্তর্ভুক্ত অথবা দুই বা এতদতিরিক্ত ব্লক যাহাতে গঠন করা যায় কোনো ব্লক বিভাজিত অথবা দুই বা এতদতিরিক্ত ব্লকসমূহ একটি ব্লক যাহাতে গঠন করা যায় সংযুক্ত এরূপ পুনর্গঠনের ফলে প্রভাবিত পঞ্চায়েত সমিতি বা

সমিতিসমূহের সম্পত্তি, তহবিল এবং দায়সমূহ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিতব্য অনুরূপ বিভাজন অনুসারে তদ্রূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা সমিতিসমূহে ন্যস্ত হইবে এবং এইরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে।

(৬) অনুরূপ পুনর্গঠনকে কার্যকর করিতে যেরূপ প্রয়োজন হইবে, উপধারা (৫) অনুসারে প্রদত্ত আদেশে সম্পূরক, প্রাসঙ্গিক এবং আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ থাকিতে পারিবে।

৯৬। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কার্যকাল :

(১) পদাধিকার বলে সদস্যগণ ব্যতীত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ ধারা ১০০-এর বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া উহার গণপূর্তির (quorum) উপস্থিতিতে প্রথম সভার তারিখ হইতে চার বৎসরকাল ক্ষমতাসীন থাকিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত চার বৎসর সময়কালের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে উক্ত সময়কাল সমাপ্তির পর এবং পুনঃ নির্বাচন অন্তে নব-গঠিত পঞ্চায়েত সমিতির গণপূর্তির উপস্থিতিতে প্রথম সভার তারিখের মধ্যে যে কোনো সময় যাহা অতিবাহিত হইতে পারে :

এই শর্ত যে, উক্ত চার বৎসর সময়কাল অতিক্রান্ত হইবার পর নব-গঠিত পঞ্চায়েত সমিতির অনুরূপ প্রথম সভা তিন মাসের মধ্যে যদি অনুষ্ঠিত হইতে না পারে, রাজ্য সরকার আদেশের মাধ্যমে এই উপধারা অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যে অধিষ্ঠিত সদস্যদের কার্যকালের অবসান ঘটাইতে পারিবেন এবং আদেশে উল্লিখিতব্য অনুরূপ শর্ত সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা এবং কার্যাদি, এই আইন অথবা তৎসময় বলবৎ যে কোনো অন্যান্য আইন অনুসারে, প্রয়োগ এবং নির্বাহ করিবার জন্য সেই তারিখ পর্যন্ত যতক্ষণ না নব-গঠিত পঞ্চায়েত সমিতির অনুরূপ প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়, যে কোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদের নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৯৭। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের অযোগ্যতা :

ধারা ১৪০ এবং ১৪২-এর অন্তর্গত বিধানসমূহের অধীনে কোনো ব্যক্তি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) প্রধান ব্যতীত তিনি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের অথবা ন্যায় পঞ্চায়েতের অথবা জিলা পরিষদ অথবা ধারা ১-এর উপধারা (২)-এ উল্লিখিত কোনো আইন অনুসারে গঠিত যে কোনো পৌর কর্তৃপক্ষের সদস্য হন ; অথবা

(খ) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বা গ্রাম পঞ্চায়েতের বা পঞ্চায়েত

সমিতির বা জিলা পরিষদের চাকুরীতে থাকেন বা তথা হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন ; অথবা

(গ) প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বয়ং বা তাঁহার অংশীদার বা নিয়োগকর্তা বা কর্মচারীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত বা ঐ জেলার জিলা পরিষদের সহিত বা দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিতে তাঁহার অংশ বা স্বত্ব থাকে ;

এই শর্ত যে, সংগ আইন (companies act), ১৯৫৬-তে সংজ্ঞায়িত কোনো সাধারণ সংগ (public company) যাহার পঞ্চায়েত সমিতি বা যে কোনো অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা অনুরূপ জিলা পরিষদের সহিত চুক্তি আছে অথবা উহার দ্বারা নিযুক্ত, তাহাতে তাঁহার স্বত্ব বা অংশ আছে কেবলমাত্র এই কারণে কোনো ব্যক্তি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য বিবেচিত হইবেন না ; অথবা

(ঘ) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমবায় সমিতি বা সরকারী সংগ বা কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের স্বত্বাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন নিগমের চাকুরী হইতে দুশ্চারিত্র্যজনিত অসদাচরণের জন্য পদচ্যুত হইয়া থাকেন, এবং অনুরূপ পদচ্যুতির তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সময়কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ; অথবা

(ঙ) যথাযোগ্য ধর্মাধিকরণ কর্তৃক তিনি মানসিক অসুস্থ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকেন ; অথবা

(চ) তিনি একজন অনুন্মুক্ত (undischarged) শোধাক্ষম (insolvent) হন ; অথবা

(ছ) তিনি একজন মুক্ত শোধাক্ষম হইলেও তাঁহার শোধাক্ষমতা (insolvency) দুর্ভাগ্যবশতঃ, কোনো প্রকার অসদাচরণের জন্য নহে ধর্মাধিকরণ হইতে এইরূপ প্রমাণপত্র না সংগ্রহ করিয়া থাকেন ; অথবা

(জ) ছয় মাসাধিককাল কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় দুশ্চারিত্র্যজনিত কোনো অপরাধ অথবা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার পরিচ্ছেদ নবম ক অনুসারে অথবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (নির্বাচনী অপরাধ এবং বিবিধ বিধানসমূহ) আইন, ১৯৫২-এর ধারা ৩ অথবা ধারা ৯ অনুসারে অথবা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ অনুসারে কোনো অপরাধে তিনি কোনো ধর্মাধিকরণ কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং দণ্ডাদেশ অতিক্রান্তের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয় নাই।

৯৮। সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি ঃ

(১) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি গণপূর্তির উপস্থিতিতে উহার প্রথম সভায় নির্ধারিত প্রণালী অনুসারে উহার একজন সদস্যকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং অপর একজন সদস্যকে সহকারী সভাপতি নির্বাচন করিবেন ঃ

এই শর্ত যে, ধারা ৯৪-এর উপধারা (২)-এর [দফা (ii)][১]-এ উল্লিখিত সদস্য-গণ অনুরূপ নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না।

(২) উপধারা (১) অনুসারে অনুষ্ঠিতব্য সভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত প্রণালী অনুসারে আহূত হইবে।

(৩) ধারা ১০১-এর বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া এবং তাহাদের সদস্যরূপে স্থায়িত্বকালীন সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি চার বৎসর সময়কাল ক্ষমতাসীন থাকিবেন ঃ

এই শর্ত যে, যতদিন না নূতন সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি নর্বাচিত এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন অথবা যতদিন না ধারা ৯৬-এর উপধারা (২)-এর অনুবিধি অনুসারে কোনো কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইতেছেন সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি উক্ত সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ক্ষমতাসীন থাকিবেন।

(৪) যখন—

(ক) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যভাবে সভাপতির পদ রিক্ত হইবে, অথবা

(খ) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্যকারণে সাময়িকভাবে সভাপতি কার্য নির্বাহে অসমর্থ হইলে, স্থল বিশেষে, যতদিন না নূতন সভাপতি নির্বাচিত এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন অথবা যতদিন না সভাপতি কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতেছেন ততদিন পর্যন্ত সহকারী সভাপতি সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাদি নির্বাহ এবং কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

(৫) যখন—

(ক) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যভাবে সহকারী সভাপতির পদরিক্ত হইবে, অথবা

(খ) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্যকারণে সাময়িকভাবে সহকারী সভাপতি

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ২-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত।

কার্যনির্বাহে অসমর্থ হইলে, স্থল বিশেষে, যতদিন না নূতন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন অথবা সহকারী সভাপতি কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতেছেন ততদিন পর্যন্ত সভাপতি সহকারী সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাদি নির্বাহ এবং কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

(৬) যখন সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি উভয়ের পদই রিক্ত অথবা সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি সাময়িকভাবে কার্যনির্বাহে অসমর্থ, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, যতদিন না একজন সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইতেছেন এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের মধ্য হইতে কার্য নির্বাহের জন্য একজন সভাপতি এবং একজন সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করিবেন।

(৭) যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু ধারা ৯৪-তে যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও, স্থল বিশেষে, এই ধারার উপধারা (৩) অথবা ধারা ১০৪ অনুসারে তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসাবে তদ্রূপ উহার সভাপতি বা সহকারী সভাপতি রূপে তাঁহার পূর্ণ মেয়াদকাল থাকিয়া যাইবেন।

(৮) নির্ধারিতব্য বা অনুরূপ দক্ষিণা (honoraria) এবং ভাতা পঞ্চায়েত সমিতির তহবিল হইতে সভাপতি এবং সহকারী সভাপতিকে প্রদান করিতে হইবে এবং অনুরূপ সময়কাল বা সময়কালসমূহের জন্য এবং অনুরূপ শর্ত ও কান্দারে, অনুপস্থিতির জন্য ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন।

৯৯। সভাপতি, সহকারী সভাপতি বা সদস্যের পদত্যাগ :

(১) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা সহকারী সভাপতি বা কোনো সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবেন, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার এইরূপ করার অভিপ্রায় লিখিতভাবে প্রজ্ঞাপিত করিয়া এবং এইরূপ পদত্যাগের বিষয় গৃহীত হইলে উক্ত সভাপতি, সহকারী সভাপতি অথবা সদস্যের পদ রিক্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে যখনই পদত্যাগ গৃহীত হইবে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তাহা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের অনুরূপ গ্রহণের ত্রিশ দিনের মধ্যে জানাইয়া দিবেন।

১০০। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে অপসারণ :

(১) কোনো পঞ্চায়েত সমিতির কোনো সদস্যকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার একটি সুযোগ প্রদান করিয়া নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদেশের মাধ্যমে তাঁহাকে পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন—

(ক) যদি তিনি সদস্য হইবার পর দুশ্চারিত্র্যজনিত এবং ছয় মাসাধিক সময়কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন ; অথবা

(খ) যদি তাঁহার সদস্য হইবার সময় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হওয়ার তিনি অযোগ্য হন ; অথবা

(গ) যদি তাঁহার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হইবার পর তিনি ধারা ৯৭-এর দফা (খ) হইতে (ছ)-তে উল্লিখিত যে কোনো অযোগ্যতায় দায়ী হন ; অথবা

(ঘ) যদি তিনি ক্রমান্বয়ে পঞ্চায়েত সমিতির তিনটি সভায় পঞ্চায়েত সমিতির অনুমতি ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকেন, অবশ্য যদি না তিনি পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন ; অথবা

(ঙ) যদি এই আইন অথবা বঙ্গীয় গ্রাম স্ব-শাসন আইন, ১৯১৯, অথবা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭, অথবা জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ অনুসারে প্রদেয় কর, পথ কর, মাসুল বা অভিকর (rate) সম্পর্কিত যে কোনো বকেয়া পাওনা তিনি মিটাইয়া না দেন।

(২) পঞ্চায়েত সমিতির যে কোনো সদস্য যিনি উপধারা (১) অনুসারে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাঁহার পদ হইতে অপসারিত। আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন সেরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং তৎকারণে, অনুরূপ নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আদেশের কার্যকারিতা স্থাপিত রাখিতে পারিবেন এবং আপীলের নোটিশ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদানের পর এবং আবেদনকারীকে একটি শুনানীর সুযোগ প্রদানের পর আদেশ পরিবর্তন, বাতিল বা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৩) অনুরূপ আপীলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(৪) ধারা ৯৪-এর উপধারা (২)-এর [দফা (ক)-এর উপদফা (১)][১]-এ উল্লিখিত পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির কোনো সদস্য যদি অপসারিত হন তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থাকিতে পারিবেন না এবং এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক একজন নূতন প্রধান নির্বাচিত হইবে।

১০১। সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি অপসারণ ঃ

কোনো পঞ্চায়েত সমিতির কোনো সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতিকে অপসারণ করা যাইতে পারে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত সভায় পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সদস্যদের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত সংকল্পের (resolution) মাধ্যমে অনুরূপ সভার নোটিশ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিতে হইবে :

এই শর্ত যে, এরূপ যে কোনো সভায় যখন সভাপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের কোনো সংকল্প বিবেচনাধীন অথবা যখন সহকারী সভাপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের কোনো সংকল্প বিবেচনাধীন, তিনি উপস্থিত থাকিলেও, সভাপতিত্ব করিবেন না এবং ধারা ১০৫-এর উপধারা (২)-এর বিধান-সমূহ অনুরূপ প্রত্যেক সভা সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে, যেরূপ কোনো সভা সম্পর্কে যাহাতে, স্থল বিশেষে, সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে তাহারা প্রযুক্ত হয়।

১০২। সভাপতি বা সহকারী সভাপতির নৈমিত্তিক পদরিক্তি (casual vacancy) পূরণ ঃ

ধারা ১০১ অনুসারে কোনো সভাপতি বা সহকারী সভাপতিকে অপসারণের ফলে অথবা পদত্যাগ, মৃত্যু অথবা অন্যভাবে সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতির পদরিক্তি হইলে পঞ্চায়েত সমিতি নির্ধারিত প্রণালীতে অপর একজন সভাপতি বা সহকারী সভাপাত নির্বাচন করিবেন।

১০৩। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের নৈমিত্তিক পদরিক্তি পূরণ ঃ

যদি পঞ্চায়েত সমিতির কোনো সদস্যপদ রিক্ত হয় তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কারণে ঐ রিক্তি নির্ধারিত প্রণালীতে পূরণ করিতে হইবে।

টীকা ১ এই অংশটির সংশোধন প্রয়োজন কারণ ৯৪ ধারার উপধারা (২)-এ কোনো দফা (ক) নাই। ইহা উপধারা (২)-এর দফা (১) হওয়া সমীচীন।

১০৪। নৈমিত্তিক পদরিক্তি পূরণকারী সভাপতি, সহকারী সভাপতি বা সদস্যের কার্যকাল :

নৈমিত্তিক পদরিক্তি পূরণ করিতে ধারা ১০২ অনুসারে নির্বাচিত সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি এবং ধারা ১০৩ অনুসারে কোনো ব্যক্তি যিনি সদস্য হইয়াছেন যে ব্যক্তির পরিবর্তে তিনি সদস্য হইলেন তাঁহার অসমাপ্ত কার্যকালের অংশের জন্য পদাধিকারী থাকিবেন।

১০৫। পঞ্চায়েত সমিতির সভা ঃ

(১) অব্যবহিত পূর্বের সভায় পঞ্চায়েত সমিতি যেরূপ স্থির করিবেন অনুরূপ সময়ে [প্রতি তিন মাসে][1] [ন্যূনপক্ষে একটি সভা সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের করণে অনুষ্ঠিত হইবে][2] :

এই শর্ত যে, নব-গঠিত পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম সভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ সময়ে [সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের করণে অনুষ্ঠিত হইবে][3] ঃ

অধিকন্তু এই শর্ত যে পঞ্চায়েত সমিতির এক-পঞ্চমাংশ সদস্যদের দ্বারা লিখিতভাবে সভা আহ্বানের দাবী জানান হইলে সভাপতি সাত দিনের মধ্যে তাহা করিবেন, যাহার ব্যর্থতায় উপরিউক্ত সদস্যগণ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়া এবং সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য সদস্যদের পরিষ্কার সাত দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সভা আহ্বানকারী সদস্যগণ যেরূপ স্থির করিবেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের স্থানীয় সীমার মধ্যে সেরূপ স্থান ও সময়ে অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পঞ্চায়েত সমিতির সভায় সভাপতি অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন ; এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভার সভাপতি হওয়ার জন্য নির্বাচিত করিবেন।

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (চতুর্থ) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ২-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত।

২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৩-এর উপধারা ১)-এর দফা (ক)-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত।

৩ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৩-এর উপধারা (১)-এর দফা (খ)-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত।

(৩) মোট সদস্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ পঞ্চায়েত সমিতির সভার জন্য গণপূর্তি (quorum) গঠন করিবে :

এই শর্ত যে, মুলতুবী কোনো সভার জন্য গণপূর্তির প্রয়োজন হইবে না।

(৪) পঞ্চায়েত সমিতির সম্মুখে আগত প্রশ্নাদি সংখ্যাধিক্যের ভোটে নিষ্পত্তি হইবে :

এই শর্ত যে, সম সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ঐ ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট (casting vote) অধিকারে থাকিবে।

১০৬। সভায় বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা :

মুলতুবী সভা ব্যতিবেকে প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির সভায় বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা অনুরূপ সভার স্থিরীকৃত সময়ের কমপক্ষে সাত দিন পূর্বে পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্যেক সদস্যের নিকট নির্ধারিত প্রণালীত পাঠাইতে হইবে এবং অনুরূপ সভায় উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের অনুমোদন ব্যতীত কেবলমাত্র যে বিষয়ে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভিন্ন কোনো বিষয় কোনো সভাতে উপস্থাপিত বা বিবেচিত হইবে না :

এই শর্ত যে, যদি সভাপতি মনে করেন যে কোনো পবিস্থিতিব উদ্ভব হইয়াছে যেজন্য পঞ্চায়েত সমিতির জরুরী সভা আহ্বান করা উচিত, তিনি সদস্যদের তিন দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া অনুরূপ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন :

অধিকন্তু এই শর্ত যে, অনুরূপ সভায় একাধিক বিষয় বিবেচ্য বিষয়েব তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

১০৭। পঞ্চায়েত সমিতির কার্যের প্রতিবেদন :

বিগত বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠিত কার্যের এবং পরবর্তী বৎসরের প্রস্তাবিত করণীয় কার্যের নির্ধারিত প্রণালীতে পঞ্চায়েত সমিতি প্রতিবেদন (report) প্রস্তুত এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট জিলা পরিষদের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিবেন।

১০৮। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সভায় যোগদান করিবেন :

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতির সভায় যোগদান করিবেন এবং উহার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কর্তব্য

১০৯। পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা :

(১) পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) (i) কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ, জল সরবরাহ, সেচ, ঔষধালয় এবং হাসপাতাল সংস্থাসহ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যোপকরণ, যোগাযোগ, ছাত্রকল্যাণসহ প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক সমৃদ্ধি এবং অন্যান্য সার্বজনীন হিতকর উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ বা আর্থিক সাহায্য প্রদানসহ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার ;

(ii) রাজ্য সরকার অথবা যে কোনো অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইহার উপর ন্যস্ত যে কোনো প্রকল্প নির্বাহ ; যে কোন কর্তব্যাদি সম্পাদন বা যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ;

(iii) যে কোনো জনহিতকর কার্য অথবা ইহাতে ন্যস্ত বা ইহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ;

(iv) ব্লকের অন্তর্গত যে কোনো বিদ্যালয়, জন প্রতিষ্ঠান বা জন কল্যাণকর সংগঠনকে সহায়ক অনুদান (Grant in aid) প্রদান করিবার ;

(খ) জিলা পরিষদ বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুদান প্রদান করিবার ;

(গ) রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে ইহা যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন অনুরূপ নির্দিষ্ট অর্থ বা অর্থসমূহ ব্লকের মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক জল সরবরাহ বা মহামারী প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদির ব্যয়ের অনুকূলে অংশদান করিবার ;

(ঘ) আর্তদের ত্রাণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার ;

(ঙ) ব্লকস্থ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক রচিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্পসমূহের যদ্যপি এবং যখন প্রয়োজন সমন্বয় ও পূর্ণ রূপদান করিবার ;

(চ) ব্লকস্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক (Budget estimate) পরীক্ষা এবং অনুমোদন প্রদান করিবার।

(২) উপধারা (১)-এ যাহাই থাকুক না কেন, পঞ্চায়েত সমিতি কোনো এলাকায় সীমাবদ্ধ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ বা নির্বাহ কবিবেন না যাহার উপর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকার আছে যদি না গ্রাম

পঞ্চায়েত মত পোষণ করেন যে অনুরূপ প্রকল্প কার্যে পরিণত করা ইহার আর্থিক বা অন্যান্য কারণে যোগ্যতা বহির্ভূত এবং সেই মর্মে সংকল্প গ্রহণ করেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি স্বয়ং প্রকল্প নির্বাহ করিবেন বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে ইহা নির্বাহের দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী অনুরূপ সহায়তা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) পঞ্চায়েত সমিতি একাধিক গ্রামে বিস্তৃত যে কোনো প্রকল্পের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং নির্বাহ করিতে পারিবেন।

১১০। পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে রাজ্যসরকার অন্যান্য সম্পত্তি স্থাপন করিতে পারিবেন :

ব্লকের মধ্যে অবস্থিত এবং রাজ্য সরকারে ন্যস্ত যে কোনো রাস্তা, সেতু, খেয়াঘাট, খাল, ইমারত বা অন্যান্য সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার সময় সময় পঞ্চায়েত সমিতির সম্মতিক্রমে যেরূপ ইহা নির্দিষ্ট করিবেন অনুরূপ শর্তসমূহের সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতিতে স্থাপন করিতে পারিবেন।

এই শর্তে যে, রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতির মতামত বিবেচনা করিয়া যেরূপ ইহা নির্দিষ্ট করিবেন অনুরূপ শর্তসমূহের সাপেক্ষে অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা আপনাতে প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন।

১১১। রাস্তা বা সম্পত্তি রাজ্য সরকার বা জিলা পরিষদে হস্তান্তর করিবার পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ঃ

পঞ্চায়েত সমিতি রাজ্য সরকার বা জিলা পরিষদে যেরূপ একমত হইবেন সেরূপ শর্ত ও কড়ারে যে কোনো রাস্তা বা রাস্তার অংশবিশেষ বা অন্য যে কোনো সম্পত্তি যাহার পরিচালনা ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন বা যাহা ইহাতে ন্যস্ত হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

১১২। পঞ্চায়েত সমিতি কার্যাদির কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন ঃ

কোনো বে-সরকারী বা অপর যে কোনো কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যে কোনো রাস্তা, সেতু, পুকুর, ঘাট, খাল বা নর্দমা—যেরূপ সহমত হইবে, অনুরূপ শর্ত ও কড়ারে পঞ্চায়েত সমিতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১১৩। পঞ্চায়েত সমিতির রাস্তা ঘুরান, পরিত্যাগ বা বন্ধ করিবার ক্ষমতা :

পঞ্চায়েত সমিতি যে কোনো রাস্তা যাহা ইহার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনাধীন বা ইহাতে ন্যস্ত ঘুরান, পরিত্যাগ বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারিবেন এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে অনুরূপ কোনো রাস্তা স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

১১৪। কতিপয় ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রদান :

(১) রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন স্থানীয় বা বিশেষ আইন অনুসারে অনুরূপ ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) গৃহপালিত পশুর অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১-এর ৩১ ধারা অনুসারে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেরূপ হস্তান্তরিত হইবে, পঞ্চায়েত সমিতি অনুরূপ কৃত্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৩) রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন পঞ্চায়েত সমিতি অনুরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ, কৃত্যাদি সম্পাদন বা কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

১১৫। পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা :

ব্লকস্থ গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহে পঞ্চায়েত সমিতি তত্ত্বাবধানের সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং এই সকল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে নীতি বা উন্নয়নের ব্যাপারে পরিকল্পনা রচনায় পঞ্চায়েত সমিতির নির্দেশাদি কার্যকর করা।

১১৬। অনুজ্ঞাপত্র (licerce) ব্যতীত কতিপয় ক্ষতিজনক এবং বিপজ্জনক ব্যবসায় বন্ধ করা এবং ফী আরোপণের ক্ষমতা :

(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত ক্ষতিজনক বা বিপজ্জনক যে কোনো ব্যাপার বা ব্যবসায় পঞ্চায়েত সমিতি যেরূপ আরোপণ উপযুক্ত মনে করিবেন অনুরূপ শর্ত ও কড়ারে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অনুজ্ঞাপত্র ব্যতীত যাহা বাৎসরিক নবীকরণীয় (renewable ব্লকস্থ কোনো স্থানে ব্যবহৃত হইবে না।

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক ধারা ১৩৩-এর উপধারা (১) অনুসারে নির্ধারিত সর্বোচ্চ হার সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতি ইহার দ্বারা মঞ্জুরীকৃত যে কোনো অনুজ্ঞাপত্র সম্পর্কে ফী আরোপণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা (১) অনুসারে ঘোষিত ক্ষতিজনক এবং বিপজ্জনক যে কোনো ব্যাপার বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিনা অনুজ্ঞাপত্রে যে কোনো স্থান যে কেহ ব্যবহার করিবেন অথবা অনুরূপ অনুজ্ঞাপত্রের যে কোনো শর্ত ও কড়ার পালনে ব্যর্থ হইবেন, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহা একশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর যে সময়াবধি তিনি এরূপ করিতে থাকিবেন প্রতিদিনের জন্য অধিকন্তু অর্থদণ্ড হইবে যাহা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

(৪) উপধারা (১) অনুসারে মঞ্জুরীকৃত অনুজ্ঞাপত্রের শর্ত ও কড়ার পালনের ব্যর্থতার জন্য কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর পঞ্চায়েত সমিতি অনুরূপ ব্যক্তির স্বপক্ষে মঞ্জুরীকৃত অনুজ্ঞাপত্র সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১১৭। হাট এবং বাজারের জন্য অনুজ্ঞাপত্র মঞ্জুরের পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা :

পঞ্চায়েত সমিতি হাট বা বাজারের স্বত্বাধিকারী অথবা ইজারাদারকে অথবা যে জমির মালিক বা ইজারাদার উহাতে হাট বা বাজার প্রতিষ্ঠা করিতে আগ্রহী নির্ধারিতব্য অনুরূপ শর্ত ও কড়ারে এবং ১৩৩ ধারার বিধানাধীনে পঞ্চায়েত সমিতির নিকট হইতে এতৎপক্ষে অনুজ্ঞাপত্র এবং অনুরূপ অনুজ্ঞাপত্রের জন্য ফী প্রদান করিয়া সংগ্রহের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১১৮। সভাপতি এবং সহকারী সভাপতির ক্ষমতা, কার্য এবং কর্তব্য ঃ

(১) সভাপতি—

(ক) পঞ্চায়েত সমিতির নথিপত্রাদি পরিপালনের জন্য দায়ী থাকিবেন ;

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য সাধারণ দায়িত্বে থাকিবেন ;

(গ) পঞ্চায়েত সমিতির কর্মীবর্গের এবং রাজ্য সরকার যে সকল আধিকারিক ও কর্মচারীদের পঞ্চায়েত সমিতিতে স্থাপন করিবেন তাঁহাদের কার্যের উপর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন ;

(ঘ) এই আইনের সহিত সম্পর্কযুক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য অথবা তাহার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনো আদেশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন এবং কর্তব্য পালন করিবেন যাহা এই আইন অথবা

তদ্‌নিম্নে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক প্রয়োগ, সম্পাদন বা পালন হইতে পারে :

এই শর্তে যে, এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর মাধ্যমে যাহা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক সভাতে যেরূপ প্রয়োগ, সম্পাদন বা পালন করা নির্দেশিত হইবে সভাপতি সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন বা কর্তব্য পালন করিবেন না ;

(ঙ) পঞ্চায়েত সমিতি সাধারণ বা বিশেষ সংকল্পের মাধ্যমে যেরূপ নির্দেশ দিবেন অথবা রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর মাধ্যমে যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন অনুরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ, অনুরূপ অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন এবং অনুরূপ অতিরিক্ত কর্তব্য পালন করিবেন।

(২) সহকারী সভাপতি—

(ক) সভাপতির সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, সেইরূপ কার্য সম্পাদন এবং সেইরূপ কর্তব্য পালন করিবেন যাহা সভাপতি সময় সময়--রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে—লিখিত আদেশের মাধ্যমে তাঁহাকে প্রত্যভিযোজন (delegate) করিবেন :

এই শর্তে যে, সহকারী সভাপতিকে ঐভাবে প্রত্যভিযোজিত সকল অথবা যে কোনো ক্ষমতা, কার্য এবং কর্তব্য যে কোনো সময়ে সভাপতি প্রত্যাহার করিতে পারিবেন ;

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, সকল কার্য সম্পাদন এবং সকল কর্তব্য পালন করিবেন।

দশম পরিচ্ছেদ

পঞ্চায়েত সমিতির সংস্থা

১১৯। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মীবর্গ :

(১) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির জন্য একজন নির্বাহী আধিকারিক (Executive Officer) থাকিবেন এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকারে নির্বাহী আধিকারিক হইবেন :

এই শর্তে যে, রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুরূপ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক প্রত্যাহৃত হইবেন যদি পঞ্চায়েত সমিতি এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোনো সভায় তৎসময় পদাধিকারী মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা এই মর্মে সংকল্প গৃহীত হয়।

(২) পঞ্চায়েত সমিতি ইহার যেরূপ প্রয়োজন হইবে তদ্রূপ অতিরিক্ত আধিকারিক এবং কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রদেয় বেতনাদি নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন:

এই শর্তে যে, রাজ্য সরকারের প্রাক্ অনুমোদন ব্যতীত পঞ্চায়েত সমিতি কোনো পদ সৃষ্টি বা বিলোপ করিবেন না এবং কোনো পদের বেতন হার সংশোধন করিবেন না।

১২০। রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের কৃত্যকসমূহ পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাধীনে স্থাপনা:

রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন ইহার অধীনে কর্মরত তদ্রূপ আধিকারিক বা অন্যান্য কর্মচারীদের কৃত্যকসমূহ (Services) পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন:

এই শর্ত যে, রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুরূপ আধিকারিক বা কর্মচারী প্রত্যাহৃত হইবেন যদি পঞ্চায়েত সমিতি এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোনো সভায় তৎসময় পদাধিকারী মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা সেই মর্মে সংকল্প গৃহীত হয়:

অধিকন্তু এই শর্তে যে, অনুরূপ আধিকারিক এবং কর্মচারীদের উপর শৃঙ্খলাজনিত নিয়ন্ত্রণ রাজ্য সরকারের থাকিবে।

১২১। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ এবং শাস্তি:

(১) পঞ্চায়েত সমিতির সকল আধিকারিক এবং কর্মচারীদের উপর নির্বাহী আধিকারিক সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন।

(২) মাসিক দুই শত টাকার কম বেতনের কোনো পদের আধিকারিক বা কর্মচারীকে পদচ্যুতি, অপসারণ বা পদাবনতি ব্যতীত যে কোনো শাস্তি নির্বাহী আধিকারিক প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাহী আধিকারিক মাসিক দুই শত টাকার কম বেতনের কোনো পদের আধিকারিক বা কর্মচারীর পদচ্যুতি, অপসারণ বা পদাবনতির সুপারিশ অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির নিকট করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ সমিতি

ইহার নিজস্ব সুপারিশসহ পঞ্চায়েত সমিতিতে মামলা প্রেরণ করিবেন। পঞ্চায়েত সমিতি অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির অনুরূপ সুপারিশে সন্তুষ্ট হইলে অনুরূপ যে কোনো আধিকারিক বা কর্মচারীকে পদচ্যুত, অপসারণ বা পদাবনতি করিতে পারিবেন।

(৪) পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক, পঞ্চায়েত সমিতির সভায় গৃহীত সংকল্প ব্যতীত, মাসিক দুই শত টাকা বা তদূর্ধ বেতনের কোনো পদের আধিকারিক বা কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

১২২। আপীল :

(১) ধারা ১২১-এর উপধারা (২) অনুসারে নির্বাহী আধিকারিকের দ্বারা প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সমীপে আপীল চলিবে।

(২) ধারা ১২১-এর উপধারা (৩) বা (৪) অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে ভুক্তিপতির (Divisional Commissioner) সমীপে আপীল চলিবে।

১২৩। আধিকারিক এবং কর্মচারীদের দ্বারা ক্ষমতাদি, ইত্যাদি প্রয়োগ :

এই আইনের বিধানসমূহ, তদ্‌নিম্নে রচিত নিয়মাবলী এবং এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশাদির সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত আধিকারিকগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ এবং যাহাদের কৃত্যকসমূহ পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাধীনে স্থাপিত এরূপ আধিকারিকগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ পঞ্চায়েত সমিতি যেরূপ স্থির করিবেন তদ্রূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাদি সম্পাদন এবং কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিসমূহ

১২৪। স্থায়ী সমিতি :

(১) প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিতে নিম্নলিখিত স্থায়ী সমিতিসমূহ থাকিবে, যথা :—

(i) অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি,

(ii) জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতি,

(iii) পূর্তকার্য স্থায়ী সমিতি,

(iv) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি,

(v) শিক্ষা স্থায়ী সমিতি,

(vi) ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি,

(vii) রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতি যেরূপ গঠন করিবেন তদ্রূপ স্থায়ী সমিতি বা সমিতিসমূহ।

(২) প্রতিটি স্থায়ী সমিতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন, যথা :—

(ক) পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ;

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্যূন তিন এবং অনধিক পাঁচজন ব্যক্তি নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন।

(গ) অন্যূন তিনজন ব্যক্তি রাজ্য সরকারের আধিকারিক রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত :

এই শর্ত যে, স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রূপে নির্বাচনের জন্য অনুরূপ আধিকারিকগণ যোগ্য হইবেন না এবং ভোট দেওয়ার কোনো অধিকার থাকিবে না।

(৩) সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি দুই-এর অধিক স্থায়ী সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন না।

(৪) স্থায়ী সমিতির কোনো নির্বাচিত সদস্য চার বৎসর সময়কালের জন্য অথবা যতদিন পর্যন্ত তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসাবে থাকিবেন, ইহার মধ্যে যেটি ন্যূনতর, পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৫) নির্ধারিতব্য অনুরূপ প্রণালী এবং অনুরূপ সময়ে স্থায়ী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) স্থায়ী সমিতি পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক নির্ধারিতব্য অথবা ইহাকে নির্দেশিতব্য অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, অনুরূপ কার্যাদি সম্পাদন এবং অনুরূপ কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

(৭) কর্মাধ্যক্ষসহ কোনো স্থায়ী সমিতির সদস্যদের অপসারণ এবং নৈমিত্তিক পদরিক্তি পূরণের ব্যবস্থা করিয়া রাজ্য সরকার নিয়মাবলী রচনা করিতে পারিবেন।

১২৫। কর্মাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক :

(১) স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্ধারিতব্য অনুরূপ প্রণালিতে একজন সভাপতি নির্বাচন করিবেন যাহাকে কর্মাধ্যক্ষ বলা হইবে :

এই শর্ত যে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদাধিকার বলে অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হইবেন।

অধিকন্তু এই শর্ত যে, ধারা ৯৪-এর উপধারা (২)-এর দফা (iii)-এ উল্লিখিত সদস্যগণ অনুরূপ নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না।

(২) যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন, তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু তিনি ধারা ৯৪-তে যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও, স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রূপে পূর্ণ সময়-কালের জন্য তাঁহার পদে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসাবে থাকিবেন।

(৩) সম্প্রসারণ আধিকারিক, পঞ্চায়েত, সকল পঞ্চায়েত সমিতির সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন।

১২৬। পদত্যাগ :

স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অথবা অপর যে কোনো সদস্য সভাপতিকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক অনুরূপ পদত্যাগ গৃহীত হইলে কর্মাধ্যক্ষ বা অনুরূপ সদস্য পদ রিক্ত করিয়াছেন বিবেচিত হইবে।

১২৭। নৈমিত্তিক পদরিক্তি :

পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কারণের মাধ্যমে স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা কোনো সদস্যের যখন পদরিক্তি ঘটিবে, স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ, স্থল বিশেষে, অপর একজন কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্য নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচন করিবেন। এরূপ ভাবে নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষ অথবা সদস্য যে ব্যক্তির পরিবর্তে তিনি সদস্য হইলেন তাঁহার অসমাপ্ত কার্যকালের অংশের জন্য পদাধিকারী থাকিবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সম্পত্তি এবং তহবিল

১২৮। সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণ এবং হস্তান্তরের ক্ষমতা :

সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণ এবং হস্তান্তর এবং চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার ক্ষমতা যে কোনো পঞ্চায়েত সমিতির থাকিবে :

এই শর্ত যে, স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তরের সকল ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি রাজ্য সরকারের প্রাক্ অনুমোদন সংগ্রহ করিবেন।

১২৯। পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক নির্মিত বস্তু ইহাতে ন্যস্ত হইবে :

পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক উহার নিজস্ব তহবিল হইতে নির্মিত সকল রাস্তা, ইমারত বা অপরাপর বস্তু উহাতে ন্যস্ত হইবে।

১৩০। পঞ্চায়েত সমিতিতে সম্পত্তি বিভাজন ঃ

রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতিকে ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত যে কোনো সরকারী সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন এবং অবিলম্বে পঞ্চায়েত সমিতিতে অনুরূপ সম্পত্তি বর্তাইবে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে।

১৩১। পঞ্চায়েত সমিতির জন্য জমি গ্রহণ :

এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের যে কোনোটি পালন করিবার জন্য যখন কোনো পঞ্চায়েত সমিতির জমির প্রয়োজন হইবে, ইহারা উক্ত জমিতে স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সহিত ঐক্যমত বিধানার্থে আলাপ-আলোচনা করিতে পারিবেন, এবং যদি ইহারা কোনো চুক্তিতে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন, ইহারা উক্ত জমি গ্রহণের জন্য সমাহর্তার নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন, যিনি, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে সরকারী উদ্দেশ্যে ঐ জমি প্রয়োজন, ভূমিগ্রহ আইন (Land Acquisition Act), ১৮৯৪-এর বিধানসমূহ অনুসারে ঐ জমি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ জমি গ্রহণের পর পঞ্চায়েত সমিতিতে বর্তাইবে।

১৩২। পঞ্চায়েত সমিতির তহবিল :

(১) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির জন্য পঞ্চায়েত সমিতির নামযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতি তহবিল গঠিত হইবে এবং উহাতে জমা পড়িবে—

(ক) রাজ্যের সংগৃহীত ভূমি-রাজস্বের রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিতব্য অনুরূপ অংশসহ, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের দেয় অংশদান বা অনুদান থাকিলে ;

(খ) জিলা পরিষদ অথবা অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অংশদান বা অনুদান থাকিলে ;

(গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ অথবা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ইহার পরিসম্পৎ (assets) জামিন রাখিয়া সংগৃহীত ঋণ থাকিলে ;

(ঘ) ইহার দ্বারা আরোপিত পথকর, অভিকর এবং ফী বাবদ সকল প্রাপ্তি;

(ঙ) পঞ্চায়েত সমিতিতে ন্যস্ত বা দ্বারা নির্মিত বা নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পরিচালনাধীনে রক্ষিত যে কোনো স্কুল, হাসপাতাল, ঔষধালয়, দালান, প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানার বিষয়ে সকল প্রাপ্তি ;

(চ) দান এবং অংশদান হিসাবে এবং পঞ্চায়েত সমিতির অনুকূলে কৃত কোনো ন্যাস (Trust) অথবা উৎসর্গ (Endowment) হইতে সকল আয়ের প্রাপ্ত অর্থ ;

(ছ) এই আইনের বিধানাধীনে অথবা তদ্‌নিম্নে রচিত উপবিধি অনুসারে নির্ধারিতব্য অনুরূপ আরোপিত এবং আদায়কৃত জরিমানা ও অর্থদণ্ড ; এবং

(জ) পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা বা পক্ষে গৃহীত অন্যসকল অর্থ।

(২) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি প্রয়োজনানুযায়ী আধিকারিক ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, ভবিষ্যনিধি এবং আনুতোষিক প্রদানসহ উহার নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ পৃথক করিয়া রাখিবেন এবং বাৎসরিক নিয়োগ করিবেন।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পালনের জন্য যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেরূপ অর্থব্যয় করিবার প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) পঞ্চায়েত সমিতি তহবিল পঞ্চায়েত সমিতিতে বর্তাইবে এবং তহবিলে জমার স্থিতি রাজ্য সরকার সময় সময় যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ হেফাজতে রাখিতে হইবে।

(৫) পঞ্চায়েত সমিতি সময় সময় যেরূপ সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন তাহা সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতি তহবিল হইতে অর্থ প্রদানের সকল আদেশ এবং চেক নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

১৩৩। পথকর, অভিকর এবং ফীসমূহ আরোপণ :

(১) রাজ্য সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবেন অনুরূপ সর্বোচ্চ হার সাপেক্ষে প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি করিতে পারিবেন—

(ক) কাঁচা রাস্তা ব্যতীত যে কোনো রাস্তা বা যে কোনো সেতুতে যাহা ইহাতে ন্যস্ত বা ইহার পরিচালনাধীন ইহার দ্বারা স্থাপিত মাসুল আদায়ের ঘাঁটিতে ব্যক্তি, যান-বাহন অথবা পশু বা উহাদের যে কোনো শ্রেণীর উপর পথকর আরোপণ ;

(খ) ইহার দ্বারা স্থাপিত বা ইহার পরিচালনাধীন যে কোনো খেয়াঘাট সম্পর্কে পথকর আরোপণ ;

(গ) নিম্নলিখিত ফী এবং অভিকর আরোপণ, যথা :—

(i) যানবাহন নিবন্ধীকরণের উপর ফী ;

(ii) ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সেরূপ উপাসনালয় বা তীর্থস্থান, আনন্দানুষ্ঠান এবং মেলার স্থানে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি সরবরাহের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লিখিতব্য মাসুল ,

(iii) ধারা ১১৬-এর উপধারা (২)-এ উল্লিখিত অনুজ্ঞাপত্রের জন্য ফী ,

(iv) ধারা ১১৭-তে উল্লিখিত হাট অথবা বাজারের অনুজ্ঞাপত্রের জন্য ফী ;

(v) পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে যেখানে পানীয় সেচ অথবা যে কোনো অন্যান্য উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থাদি করার জন্য জল কর ;

(vi) পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে যেখানে জনপথ এবং সাধারণ স্থানে আলোর ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে, আলো কর।

(২) পঞ্চায়েত সমিতি কোনো যানবাহন নিবন্ধীকরণের দায়িত্বগ্রহণ বা তজ্জন্য মাসুল আরোপণ করিবেন না যদি অনুরূপ যানবাহন তৎসময় বলবৎ কোনো আইনানুসারে অপর কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধীকরণ হইয়া থাকে এবং ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে উপাসনাগার বা তীর্থস্থান, আনন্দানুষ্ঠান এবং মেলার স্থানে জনস্বাস্থ্যোপকরণ বিষয়ক ব্যবস্থাদিগ্রহণ বা তজ্জন্য মাসুল আরোপণ করিবেন না যদি অপর কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনস্বাস্থ্যোপকরণ বিষয়ক ব্যবস্থাদির জন্য পূর্বাহ্নেই অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

১৩৪। পথকর ইত্যাদির হার উপবিধির মাধ্যমে নির্দিষ্ট হইবে ঃ

(১) পথকর, মাস্থল বা অভিকরের হার এবং উহা আরোপণের শর্ত ও কড়ার উপবিধির মাধ্যমে আরোপিতব্য শর্তানুরূপ হইবে।

(২) অনুরূপ উপবিধিতে যে কোনো শ্রেণীর ব্যাপারে সকল বা যে কোনো পথকর, মাস্থল বা অভিকর অব্যাহতির ব্যবস্থাদি থাকিতে পারিবে।

১৩৫। পঞ্চায়েত সমিতি ঋণ সংগ্রহ এবং প্রতিপূরক নিধি (Sinking fund) সৃষ্টি করিতে পারিবেন :

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ সংগ্রহ সম্পর্কিত তৎসময় বলবৎ যে কোনো আইনের বিধানাধীনে, সময় সময় রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে, পঞ্চায়েত সমিতি এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য ঋণ সংগ্রহ এবং অনুরূপ ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিপূরক নিধি সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

১৩৫ক[১]। পঞ্চায়েত সমিতি ধার লইতে পারিবেন ঃ

ধারা ১৩৫-এ যাহাকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত সমিতি ইহার লক্ষ্যসমূহের উন্নতি বিধানের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা যাহা এতদুদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক রচিত হইবে তৎভিত্তিতে রাজ্য সরকারের নিকট হইতে অথবা রাজ্য সরকারের প্রাক্‌ অনুমোদনক্রমে ব্যাঙ্ক বা অর্থবিধেয়ক সংস্থা (financial institution) হইতে ধার লইতে পারিবেন।

১৩৬। পঞ্চায়েত সমিতির আয়ব্যয়ক ঃ

(১) প্রতি বৎসর প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি নির্ধারিতব্য অনুরূপ নিয়ম এবং সময়ে পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য প্রাপ্তি এবং ব্যয়নের (disbursement) আয়ব্যয়ক (budget) প্রস্তুত করিবেন এবং ব্লকের অঞ্চলের উপর ক্ষেত্রাধিকারী জিলা পরিষদের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) জিলা পরিষদ নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে হয় আয়ব্যয়ক অনুমোদন করিবেন নয় যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ সংপরিবর্তনের (modification) জন্য পঞ্চায়েত সমিতিকে ফেরৎ দিবেন। অনুরূপ সংপরিবর্তনের পর নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে জিলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য আয়ব্যয়ক পুনঃ উপস্থাপিত হইবে। যদি জিলা পরিষদের অনুমোদন বৎসরের

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (চতুর্থ) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

শেষ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি না পান, ঐ আয়ব্যয়ক জিলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৩৭। ব্যয়ঃ

জিলা পরিষদ কর্তৃক আয়ব্যয়ক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যয়ভার বহন করা যাইবে না।

১৩৮। অনুপূরক (supplementary) আয়ব্যয়ক :

পঞ্চায়েত সমিতি প্রতি বৎসর উহার আয়ব্যয়কের যে কোনো সংপরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাদি করিয়া অনুপূরক প্রাক্কলন (estimate) প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং ইহা নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ে এবং অনুরূপ নিয়মে জিলা পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

১৩৯। হিসাবঃ

নির্ধারিতব্য অনুরূপ ফরমে এবং অনুরূপ হিসাব পঞ্চাযেত সমিতি রাখিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

জিলা পরিষদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জিলা পরিষদ গঠন

১৪০। জিলা পরিষদ এবং তাহার গঠনঃ

(১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক জেলার জন্য জেলার নামে একটি জিলা পরিষদ গঠন করিবেন।

(২) নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া জিলা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:—

(i) জেলার অন্তর্গত পঞ্চাযেত সমিতিসমূহের সভাপতিগণ, পদাধিকার বলে;

(ii) জেলার অভ্যন্তরস্থ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লিখিতব্য অনুরূপ দুইটি নির্বাচনক্ষেত্রের প্রত্যেকটি হইতে একজন করিয়া দুইজন ব্যক্তি অনুরূপ ব্লকের অন্তর্গত নির্বাচনক্ষেত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত তৎসময় বলবৎ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচক তালিকায় যে সকল ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত

তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্ধারিতব্য অনুরূপ প্রণালী ও অনুরূপ সময়ে গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত,

(iii) জেলা অথবা উহার যে কোনো অংশ যে নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত তথা হইতে, মন্ত্রী নহেন, নির্বাচিত লোকসভা [এবং][1] রাজ্য বিধান মণ্ডলের সদস্য ;

(iv) মন্ত্রী নহেন, জেলাতে বাসস্থান আছে এরূপ রাজ্যসভার সদস্য।

(৩) [ধারা ২১০-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও][2] এই ধারা অনুসারে গঠিত জিলা পরিষদ সরকারী ঘোষপত্রে (Official Gazette) প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং সর্ব প্রথম যেদিন গণপূর্তির (quorum) উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হইবে সেই তারিখ হইতে ক্ষমতাসীন হইবেন।

(৪) প্রতি জিলা পরিষদ নিরবিচ্ছিন্ন উত্তরাধিকারসম্পন্ন নিগমবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং একটি সাধারণ নামমুদ্রা (seal) থাকিবে এবং ইহার নিগমবদ্ধ নামে নালিশ দায়ের এবং উহার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করা যাইবে।

(৫) যখন কোনো জেলার আয়তনকে বিভক্ত করা হইবে যাহাতে দুই বা ততোধিক জেলা গঠন করা যায়, অনুরূপ বিভক্তিকরণের তারিখ হইতে জেলার জিলা পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, এবং এই আইনের বিধান-সমূহ অনুসারে নব-গঠিত জেলাসমূহের জন্য জিলা পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে এবং জিলা পরিষদের সম্পত্তি, তহবিল এবং দায়সমূহ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিতব্য অনুরূপ বিভাজন (allocation) অনুসারে পুনর্গঠিত জিলা পরিষদসমূহে ন্যস্ত হইবে এবং অনুরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে।

(৬) অনুরূপ পুনর্গঠনকে কার্যকর করিতে যেরূপ প্রয়োজন হইবে উপধারা (৫) অনুসারে প্রদত্ত আদেশে সম্পূরক, প্রাসঙ্গিক এবং আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে।

১৪১। জিলা পরিষদের সদস্যদের কার্যকাল :

(১) পদাধিকার বলে সদস্যগণ ব্যতীত জিলা পরিষদের সদস্যগণ ধারা ১৪৫-এর বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া উহার গণপূর্তির (quorum) উপস্থিতিতে

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৫-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত।

২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সংযোজিত।

প্রথম সভার তারিখ হইতে সুরু করিয়া চার বৎসরকাল ক্ষমতাসীন থাকিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত চার বৎসর সময়কালের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে উক্ত সময়কাল সমাপ্তির পর এবং পুনঃ নির্বাচন অন্তে নব-গঠিত জিলা পরিষদের গণপূর্তির উপস্থিতিতে প্রথম সভার তারিখের মধ্যে যে কোনো সময় যাহা অতিবাহিত হইতে পারে :

এই শর্ত যে, উক্ত চার বৎসর সময়কাল অতিক্রান্ত হইবার পর নব-গঠিত জিলা পরিষদেয় অনুরূপ সভা তিন মাসের মধ্যে যদি অনুষ্ঠিত হইতে না পারে, রাজ্য সরকার আদেশের মাধ্যমে এই উপধারা অনুসারে জিলা পরিষদের কার্যে অধিষ্ঠিত সদস্যদের কার্যকালের অবসান ঘটাইতে পারিবেন এবং আদেশে উল্লিখিতব্য অনুরূপ শর্ত সাপেক্ষে জিলা পরিষদের ক্ষমতা এবং কার্যাদি, এই আইন অথবা তৎসময় বলবৎ যে কোনো অন্যান্য আইন অনুসারে প্রয়োগ এবং নির্বাহ করিবার জন্য সেই তারিখ পর্যন্ত যতক্ষণ না নব-গঠিত জিলা পরিষদের অনুরূপ প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়, যে কোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদের নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১৪২। জিলা পরিষদের সদস্যদের অযোগ্যতা ঃ

কোন ব্যক্তি, জিলা পরিষদের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) সভাপতি ব্যতীত তিনি কোনো পঞ্চায়েত সমিতি, বা ন্যায় পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েত বা ধারা ১-এর উপধারা (২)-এ উল্লিখিত কোনো আইন অনুসারে গঠিত যে কোনো পৌর কর্তৃপক্ষের সদস্য হন ; অথবা

(খ) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বা গ্রাম পঞ্চায়েতের বা পঞ্চায়েত সমিতির বা জিলা পরিষদের চাকুরীতে থাকেন অথবা তথা হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন ; অথবা

(গ) প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বয়ং বা তাহার অংশীদার বা নিয়োগকর্তা বা কর্মচারীর মাধ্যমে জেলাস্থ জিলা পরিষদ বা কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা কোনো পঞ্চায়েত সমিতির সহিত বা দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিতে তাঁহার অংশ বা স্বত্ব থাকে ;

এই শর্ত যে, সংগ আইন ১৯৫৬-তে সংজ্ঞায়িত সাধারণ সংগ যাহার জেলাস্থ কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা জিলা পরিষদের সহিত চুক্তি আছে অথবা উহার দ্বারা নিযুক্ত, তাহাতে তাঁহার স্বত্ব বা অংশ আছে

কেবলমাত্র এই কারণে কোনো ব্যক্তি জিলা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য বিবেচিত হইবেন না ; অথবা

(ঘ) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমবায় সমিতি বা সরকারী সংগ বা কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের স্বত্বাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন নিগমের চাকুরী হইতে দুশ্চারিত্র্যজনিত অসদাচরণের জন্য পদচ্যুত হইয়া থাকেন, এবং অনুরূপ পদচ্যুতির তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সময়কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকিলে ; অথবা

(ঙ) যথাযোগ্য ধর্মাধিকরণ কর্তৃক তিনি মানসিক অসুস্থ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকেন ; অথবা

(চ) তিনি একজন অমুমুক্ত (undischarged) শোধাক্ষম (insolvent) হন ; অথবা

(ছ) তিনি একজন মুক্ত শোধাক্ষম হইলেও তাঁহার শোধাক্ষমতা insolvency) দুর্ভাগ্যবশতঃ, কোনো প্রকার অসদাচরণের জন্য নহে, ধর্মাধিকরণ হইতে এরূপ প্রমাণপত্র না সংগ্রহ করিয়া থাকেন ; অথবা

(জ) ছয় মাসাধিককাল কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় দুশ্চারিত্র্যজনিত কোনো অপরাধ অথবা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার পরিচ্ছদ নবম ক অনুসারে অথবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (নির্বাচনী অপরাধ এবং বিবিধ বিধানসমূহ) আইন, ১৯৫২-এর ধারা ৩ অথবা ৯ অনুসারে অথবা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ অনুসারে কোনো অপরাধে তিনি কোনো ধর্মাধিকরণ কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং দণ্ডাদেশ অতিক্রান্তের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয় নাই।

১৪৩। সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি :

(১) প্রত্যেক জিলা পরিষদ গণপূর্তির উপস্থিতিতে উহার প্রথম সভায় নির্ধারিত প্রণালীতে ইহার একজন সদস্যকে জিলা পরিষদের সভাধিপতি হওয়ার জন্য এবং অপর একজন সদস্যকে সহকারী সভাধিপতি হওয়ার জন্য নির্বাচন করিবেন :

এই শর্ত যে, ধারা ১৪০-এর উপধারা (২)-এর দফা (iii) এবং (iv)[১]-এ উল্লিখিত সদস্যগণ নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না।

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৬-এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত।

(২) উপধারা (১) অনুসারে অনুষ্ঠিতব্য সভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত প্রণালী অনুসারে আহূত হইবে।

(৩) ধারা ১৪৬-এর বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া এবং তাহাদের সদস্যরূপে স্থায়িত্বকালীন সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি চার বৎসর সময়কাল ক্ষমতাসীন থাকিবেন :

এই শর্ত যে, যতদিন না নূতন সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন অথবা যতদিন না ধারা ১৪১-এর উপধারা (২)-এর অনুবিধি অনুসারে কোনো কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিযুক্ত হইতেছেন সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি উক্ত সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ক্ষমতাসীন থাকিবেন।

(৪) যখন—

(ক) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যভাবে সভাধিপতির পদ বিক্ত হইবে; অথবা—

(খ) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্যকারণে সাময়িকভাবে সভাধিপতি কার্য নির্বাহে অসমর্থ,

স্থল বিশেষে, যতদিন না নূতন সভাধিপতি নির্বাচিত এবং কার্যভাব গ্রহণ করিতেছেন অথবা যতদিন না সভাধিপতি কার্যভার পুনবায় গ্রহণ করিতেছেন ততদিন পর্যন্ত সহকারী সভাধিপতি, সভাধিপতির ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাদি নির্বাহ এবং কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

(৫) যখন—

(ক) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যভাবে সহকারী সভাধিপতির পদ রিক্ত হইবে; অথবা

(খ) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কারণে সাময়িকভাবে সহকারী সভাধিপতি কার্য নির্বাহে অসমর্থ,

স্থল বিশেষে, যতদিন না নূতন সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন অথবা সহকারী সভাধিপতি কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতেছেন ততদিন পর্যন্ত সভাধিপতি সহকারী সভাধিপতির ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাদি নির্বাহ এবং কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

(৬) যখন সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি উভয়ের পদই রিক্ত অথবা সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি সাময়িকভাবে কার্য নির্বাহে অসমর্থ,

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যতদিন না একজন সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হইতেছেন এবং কার্যভার গ্রহণ করিতেছেন জিলা পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে কার্য নির্বাহের জন্য একজন সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি নিযুক্ত করিবেন।

(৭) যদি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জিলা পরিষদের সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হন, তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু ধারা ১৪০-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও, স্থল বিশেষে, এই ধারার উপধারা (৩) অথবা ধারা ১৪৯ অনুসারে তিনি জিলা পরিষদের সদস্য হিসাবে তদ্রূপ উহার সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতি রূপে তাঁহার পূর্ণ মেয়াদকাল থাকিয়া যাইবেন।

(৮) নির্ধারিতব্য অনুরূপ দক্ষিণা (honoraria) এবং ভাতা জিলা পরিষদের তহবিল হইতে সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতিকে প্রদান করিতে হইবে এবং অনুরূপ সময়কাল অথবা সময়কালসমূহের জন্য এবং অনুরূপ শর্ত ও কড়ারে, অনুপস্থিতির জন্য ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন।

১৪৪। সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি বা কোনো সদস্যের পদত্যাগ :

(১) জিলা পরিষদের সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতি বা কোনো সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবেন, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার এইরূপ করার অভিপ্রায় লিখিতভাবে প্রজ্ঞাপিত করিয়া এবং এইরূপ পদত্যাগের বিষয় গৃহীত হইলে উক্ত সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি অথবা সদস্যের পদ রিক্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে যখনই পদত্যাগ গৃহীত হইবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তাহা জিলা পরিষদের সদস্যদের অনুরূপ গ্রহণের ত্রিশ দিনের মধ্যে জানাইয়া দিবেন।

১৪৫। জিলা পরিষদের সদস্যকে অপসারণ :

(১) কোনো জিলা পরিষদের পদাধিকার বলে সদস্য ব্যতীত কোনো সদস্যকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার একটি সুযোগ প্রদান করিয়া নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদেশের মাধ্যমে তাঁহাকে পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন—

(ক) যদি তিনি সদস্য নির্বাচিত হইবার পর দুশ্চারিত্র্যজনিত এবং

ছয় মাস সময়কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দণ্ডাধিকরণ (criminal court) কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন ; অথবা

(খ) যদি তাঁহার নির্বাচনের সময় জিলা পরিষদের সদস্য হওয়ার তিনি অযোগ্য হন ; অথবা

(গ) যদি জিলা পরিষদের সদস্য হিসাবে তাঁহার নির্বাচনের পর তিনি ধারা ১৪২-এর দফা (খ) হইতে (ছ)-তে উল্লিখিত যে কোনো অযোগ্যতায় দায়ী হন ; অথবা

(ঘ) যদি তিনি জিলা পরিষদের ক্রমান্বয়ে তিনটি সভায় জিলা পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকেন, অবশ্য যদি না তিনি পদাধিকার বলে জিলা পরিষদের সদস্য হন ; অথবা

(ঙ) যদি এই আইন অথবা বঙ্গীয় গ্রাম স্ব-শাসন আইন, ১৯১৯ অথবা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ অথবা জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ অনুসারে প্রদেয় কর, পথকর, মাসুল বা অভিকর (rate) সম্পর্কিত যে কোনো বকেয়া পাওনা তিনি মিটাইয়া না দেন।

(২) জিলা পরিষদের যে কোনো সদস্য যিনি উপধারা (১) অনুসারে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাঁহার পদ হইতে অপসারিত, আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন সেরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং তৎকারণে, অনুরূপ নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং আপীলের নোটিশ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদানের পর এবং আবেদনকারীকে একটি শুনানীর সুযোগ প্রদানের পর আদেশ পরিবর্তন, বাতিল বা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৩) অনুরূপ আপীলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(৪) ধারা ১৪০-এর উপধারা (২)-এব [দফা (ক)-এর উপদফা (১)][১]-এ উল্লিখিত পদাধিকার বলে জিলা পরিষদের কোনো সদস্য যদি অপসারিত হন তিনি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থাকিতে পারিবেন না এবং এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক একজন নূতন সভাপতি নির্বাচিত হইবেন।

টীকা ১ এই অংশটির সংশোধন প্রয়োজন কারণ ১৪০ ধাবার উপধারা (২)-এ কোনো দফা (ক) নাই। ইহা উপধারা (২)-এর দফা (১) হওয়া সমীচীন।

১৪৬। সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি অপসারণ :

কোনো জিলা পরিষদের কোনো সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতিকে অপসারণ করা যাইতে পারে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত সভায় জিলা পরিষদের বর্তমান সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের গৃহীত সংকল্পের (resolution) মাধ্যমে। অনুরূপ সভার নোটিশ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিতে হইবে :

এই শর্ত যে, এরূপ যে কোনো সভায় যখন সভাধিপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের কোনো সংকল্প বিবেচনাধীন অথবা যখন সহকারী সভাধিপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের কোনো সংকল্প বিবেচনাধীন, তিনি উপস্থিত থাকিলেও, সভাপতিত্ব করিবেন না এবং ধারা ১৫০-এর উপধারা (২)-এর বিধানসমূহ অনুরূপ প্রত্যেক সভা সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে, যেরূপ কোনো সভা সম্পর্কে যাহাতে, স্থল বিশেষে, সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতি অনুপস্থিত থাকিলে উহারা প্রযুক্ত হয়।

১৪৭। সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতির পদের নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণ :

ধারা ১৪৬ অনুসারে কোনো সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতিকে অপসারণের ফলে অথবা পদত্যাগ, মৃত্যু অথবা অন্যভাবে সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির পদের রিক্তি ঘটিলে জিলা পরিষদ নির্ধারিত প্রণালীতে অপর একজন সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন করিবেন।

১৪৮। নির্বাচিত সদস্যের নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণ :

যদি জিলা পরিষদের কোনো সদস্যপদ রিক্ত হয় তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কারণে ঐ রিক্তি নির্ধারিত প্রণালীতে পূরণ করিতে হইবে

১৪৯। নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণকারী সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি বা সদস্যের কার্যকাল :

নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণ করিতে ধারা ১৪৭ অনুসারে নিবাচিত সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতি এবং ধারা ১৪৮ অনুসারে নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্য যে ব্যক্তির পরিবর্তে সদস্য হইলেন তাঁহার অসমাপ্ত কার্যকালের অংশের জন্য পদাধিকারী থাকিবেন।

১৫০। জিলা পরিষদের সভা :

(১) অব্যবহিত পূর্বের সভায় সংশ্লিষ্ট জেলার স্থানীয় সীমার মধ্যে জিলা

পরিষদ যেরূপ স্থির করিবেন অনুরূপ স্থানে ও সময়ে [প্রতি তিন মাসে][১] ন্যূনপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে :

এই শর্ত যে, নব-গঠিত জিলা পরিষদের প্রথম সভা সংশ্লিষ্ট জেলার স্থানীয় সীমার মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে :

অধিকন্তু এই শর্ত যে, জিলা পরিষদের এক-পঞ্চমাংশ সদস্যদের দ্বারা লিখিতভাবে সভা আহ্বানের দাবী জানান হইলে সভাধিপতি দশ দিনের মধ্যে তাহা করিবেন, যাহার ব্যর্থতায় উপরিউক্ত সদস্যগণ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়া এবং সভাধিপতি ও জিলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের পরিষ্কার সাত দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সভা আহ্বানকারী সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট জেলার স্থানীয় সীমার মধ্যে যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ স্থানে ও সময়ে অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) জিলা পরিষদের সভায় সভাধিপতি অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাধিপতি সভাপতিত্ব করিবেন, এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভার সভাপতি হওয়ার জন্য নির্বাচিত করিবেন।

(৩) মোট সদস্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ জিলা পরিষদের জন্য গণপূর্তি (quorum) গঠন করিবে :

এই শর্ত যে, মুলতুবী কোনো সভার জন্য গণপূর্তির প্রয়োজন হইবে না।

(৪) জিলা পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত প্রশ্নাদি সংখ্যাধিক্যের ভোটে নিষ্পত্তি হইবে :

এই শর্ত যে, সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট (Castng vote) অধিকারে থাকিবে।

(৫) নির্বাহী আধিকারিক (Executive Officer) জিলা পরিষদের সভায় যোগদান করিবেন এবং উহার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবেন।

এই শর্ত যে, যদি নির্বাহী আধিকারিক জিলা পরিষদের সভায় কোনো কারণে যোগদান করিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি অনুরূপ সভায় জিলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষকে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ দিবেন।[২]

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (চতুর্থ) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ২-এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত।

২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ (সংশোধন) আইন, ১৯৭৯-এর মাধ্যমে সংযোজিত।

১৫১। সভায় বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা :

মুলতুবি সভা ব্যতীত জিলা পরিষদের প্রত্যেক সভায় বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা অনুরূপ সভার স্থিরীকৃত সময়ের কম পক্ষে সাত দিন পূর্বে জিলা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের নিকট নির্ধারিত প্রণালীতে পাঠাইতে হইবে এবং অনুরূপ সভায় উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের অনুমোদন ব্যতীত কেবলমাত্র যে বিষয়ে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভিন্ন কোনো বিষয় কোনো সভাতে উপস্থাপিত বা বিবেচিত হইবে না :

এই শর্ত যে, যদি সভাধিপতি মনে করেন যে কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যেজন্য জিলা পরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করা উচিত, তিনি সদস্যদের তিন দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া অনুরূপ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন :

অধিকন্তু এই শর্ত যে, অনুরূপ সভায় একাধিক বিষয় বিবেচ্য বিষয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

১৫২। জিলা পরিষদের কার্যের প্রতিবেদন :

বিগত বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠিত কার্যের এবং পরবর্তী বৎসরের প্রস্তাবিত করণীয় কার্যের নির্ধারিত প্রণালীতে জিলা পরিষদ প্রতিবেদন (report) প্রস্তুত করিবেন এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত সময়ে দাখিল করিবেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জিলা পরিষদের ক্ষমতা, কৃত্য এবং কর্তব্যাদি

১৫৩। জিলা পরিষদের ক্ষমতা :

(১) রাজ্য সরকারের যে কোনো সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে জিলা পরিষদের ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) (i) কৃষি, পশুপালন, কুটির শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ, জল সরবরাহ, সেচ, ঔষধালয় এবং হাসপাতাল সংস্থাসহ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যোপকরণ, যোগযোগ, ছাত্রকল্যাণসহ প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক সমৃদ্ধি

এবং অন্যান্য সার্বজনীন হিতকর উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ অথবা আর্থিক সাহায্য প্রদানসহ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার ;

(ii) রাজ্য সরকার অথবা যে কোনো অপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইহার উপর ন্যস্ত যে কোনো প্রকল্প নির্বাহ, যে কোনো কর্তব্যাদি সম্পাদন বা যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ;

(iii) যে কোনো জনহিতকর কার্য অথবা ইহাতে ন্যস্ত বা ইহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ;

(iv) জেলাস্থ যে কোনো বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার, জন-প্রতিষ্ঠান বা জনকল্যাণকর সংগঠনকে সহায়ক অনুদান (grant-in-aid) প্রদান করিবার ;

(v) যেরূপ ঐক্যমত হইবে অনুরূপ অর্থ জেলার বাহিরে অবস্থিত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের—যাহা ঐ জেলার বাসিন্দাদের পক্ষে উপকারী এবং কর্তৃক সাধারণভাবে ব্যবহৃত—পরিপালনের ব্যয়ভার খাতে অংশ দান করিবার ;

(vi) রাজ্যের মধ্যে প্রায়োগিক (technical) এবং অন্যান্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার উন্নতি সাধনে বিদ্যার্থ-বৃত্তি (scholarship) স্থাপন অথবা বৃত্তি (stipend) প্রদান করিবার ;

(vii) গ্রাম্য হাট এবং বাজারের মালিকানা লইবার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ;

(খ) পঞ্চায়েত সমিতি অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহকে অনুদান প্রদান করিবার ;

(গ) রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে উহা যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন অনুরূপ নির্দিষ্ট অর্থ বা অর্থসমূহ জেলার মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক জল সরবরাহ বা মহামারী প্রতিরোধকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদির ব্যয়ের খাতে অংশদান করিবার ;

(ঘ) আর্তদের ত্রাণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার ;

(ঙ) জেলাস্থ পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের দ্বারা রচিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্পসমূহের সমন্বয় এবং পূর্ণ রূপদান করিবার ; এবং

(চ) জেলাস্থ পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের আয়ব্যয়ক প্রাক্কলন (Budget estimates) পরীক্ষা এবং অনুমোদন প্রদান করিবার।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উন্নয়নমূলক, সকল কার্যাদি সম্পর্কে জিলা পরিষদের রাজ্য সরকারকে পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) উপধারা (১)-এ যাহাই থাকুক না কেন, জিলা পরিষদ ব্লকের চৌহদ্দির মধ্যে কোনো প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ বা নির্বাহ করিবেন না যদি না অনুরূপ প্রকল্প কার্যে পরিণত করা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক বা অন্যান্য কারণে যোগ্যতা বহির্ভূত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে জিলা পরিষদ স্বয়ং প্রকল্প নির্বাহ করিবেন বা পঞ্চায়েত সমিতিকে ইহা নির্বাহ করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী অনুরূপ সহায়তা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) জিলা পরিষদ একাধিক ব্লকে বিস্তৃত যে কোনো প্রকল্পের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং নির্বাহ করিতে পারিবেন।

১৫৪। জিলা পরিষদের শাসকের ক্ষমতা থাকিবে যে জেলায় টীকা-সংক্রান্ত আইন প্রসারিত ঃ

বঙ্গীয় টীকা-সংক্রান্ত আইন, ১৮৮০ যে জেলায় প্রসারিত বা অতঃপর প্রসারিত হইবে উক্ত আইনের ২৫ ধারা অনুসারে জেলার শাসক কর্তৃক ব্যবহার্য যাবতীয় অথবা যে কোনো ক্ষমতা জিলা পরিষদ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১৫৫। রাজ্য সরকার জিলা পরিষদের অধীনে অন্যান্য সম্পত্তি স্থাপন করিতে পারিবেন:

জেলাস্থ এবং রাজ্য সরকারে ন্যস্ত যে কোনো রাস্তা, সেতু, খেয়াঘাট, খাল, ইমারত বা অন্যান্য সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার সময় সময় জিলা পরিষদের সম্মতিক্রমে যেরূপ ইহা নির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ শর্ত-সমূহের সাপেক্ষে জিলা পরিষদে স্থাপন করিতে পারিবেন।

১৫৬। রাস্তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন যাহা পৌর সংঘের ভিতর দিয়া ধাবমান ঃ

বঙ্গীয় পৌর আইন, ১৯৩২-এ যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার কোনো পৌর সংঘের কমিশনারদের সহিত আলোচনান্তে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে যে কোনো রাস্তা যাহার অংশ বিশেষ পৌর সংঘের ভিতর দিয়া ধাবমান এবং অনুরূপ পৌর সংঘের কমিশনারদের উপর ন্যস্ত জিলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং পৌর সংঘের কমিশনারগণ রাস্তাটি পরিপালনের জন্য যেরূপ সম্মত হইবেন অথবা সম্মতির অভাবে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অর্থের অংশ প্রদান করিবেন। অনুরূপ নির্দেশ প্রদান

করা হইলে রাস্তার যে অংশ অনুরূপ পৌর সংঘের মধ্যে পড়িবে পৌর সংঘের কমিশনারদের তাহা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিপালনের সমাপ্তি ঘটিবে।

১৫৭। জিলা পরিষদ কার্যাদির কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন :

কোনো বে-সরকারী বা অপর যে কোনো কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যে কোনো রাস্তা, সেতু, পুকুর, ঘাট, কুয়া, খাল বা নর্দমা যেরূপ সহমত হইবে অনুরূপ শর্ত ও কড়ারে জিলা পরিষদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৫৮। জিলা পরিষদের রাস্তা ঘুরান, পরিত্যাগ বা বন্ধ করিবার ক্ষমতা :

জিলা পরিষদ যে কোনো রাস্তা যাহা ইহার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনাধীন বা ইহাতে ন্যস্ত, ঘুরান, পরিত্যাগ বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারিবেন এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে অনুরূপ কোনো রাস্তা স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

১৫৯। রাজ্য সরকার বা পঞ্চায়েত সমিতির নিকট রাস্তা হস্তান্তর করিবার জিলা পরিষদের ক্ষমতা :

জিলা পরিষদ রাজ্য সরকার, পৌর সংঘের কমিশনারদের, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট যে কোনো রাস্তা বা রাস্তার অংশ বা অন্য যে কোনো সম্পত্তি যাহা ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিচালনাধীন বা যাহা ইহাতে ন্যস্ত যেরূপ সহমত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

১৬০। কতিপয় ক্ষমতা জিলা পরিষদে অর্পণ :

(১) রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন স্থানীয় অথবা বিশেষ আইন অনুসারে অনুরূপ ক্ষমতা জিলা পরিষদে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) গৃহপালিত পশুর অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১-এর ৩১ ধারা অনুসারে প্রজ্ঞাপনেব মাধ্যমে যেরূপ হস্তান্তরিত হইবে, জিলা পরিষদ অনুরূপ কৃত্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৩) রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন জিলা পরিষদ অনুরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ, কৃত্যাদি সম্পাদন বা কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

১৬১। দুই বা ততোধিক জিলা পরিষদ কর্তৃক প্রকল্পের যৌথ নির্বাহ ঃ

দুই বা ততোধিক সন্নিহিত জেলার জিলা পরিষদগুলি যেরূপ সহমত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে এবং অনুরূপ শর্ত ও কড়ারের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে ক্ষেত্রে কোনো মতের অমিল হইবে বিষয়টি রাজ্য সরকারে মতার্থে প্রেরণ করিতে হইবে যাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে, যৌথভাবে এজমালী খরচায় যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে এবং নির্বাহ করিতে পারিবেন অথবা যৌথভাবে এজমালী খেয়াঘাট স্থাপন করিতে পারিবেন।

১৬২। আনন্দানুষ্ঠান বা মেলার জন্য অনুজ্ঞাপত্র মঞ্জুরের জিলা পরিষদের ক্ষমতা :

জিলা পরিষদ আনন্দানুষ্ঠান বা মেলার স্বত্বাধিকারী অথবা ইজারাদারকে অথবা জমির মালিক বা ইজারাদার উহাতে আনন্দানুষ্ঠান বা মেলা বসাইতে আগ্রহী নির্ধারিতব্য অনুরূপ শর্ত ও কড়ারে জিলা পরিষদের নিকট হইতে এতৎপক্ষে অনুজ্ঞাপত্র এবং অনুরূপ অনুজ্ঞাপত্রের জন্য ফী প্রদান করিয়া সংগ্রহের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৬৩। জিলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চায়েত সমিতিগুলি ইত্যাদি তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা :

জেলাস্থ পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তত্ত্বাবধানের সাধারণ ক্ষমতা জিলা পরিষদ প্রয়োগ করিবেন এবং এই সকল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে নীতি ও উন্নয়নের ব্যাপারে পরিকল্পনা রচনায় জিলা পরিষদের নির্দেশাদি কার্যকর করা।

১৬৪। নিবন্ধন কার্যালয়ে উপস্থিতি হইতে সভাধিপতি এবং জিলা পরিষদের সদস্যদের অব্যাহতি :

নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এ অথবা তদ্‌নিম্নে রচিত যে কোনো নিয়মাবলীতে, যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও, সভাধিপতি লিখিতভাবে এবং জিলা পরিষদের সাধারণ নামমুদ্রার (Common Seal) অধীনে বিধিমত দাবী জানাইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সভাধিপতি অথবা জিলা পরিষদের কোনো সদস্য কর্তৃক জিলা পরিষদের পক্ষে সম্পাদিত কোনো দলিল সভাধিপতি বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের নিবন্ধন কার্যালয়ে উপস্থিতি দাবী না করিয়া নিবন্ধভুক্ত করিবেন।

১৬৫। সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতির ক্ষমতা, কার্য এবং কর্তব্য :

(১) সভাধিপতি—

(ক) জিলা পরিষদের নথি-পত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন ;

(খ) জিলা পরিষদের আর্থিক ও প্রশাসন পরিচালনার সাধারণ দায়িত্বে থাকিবেন ;

(গ) জিলা পরিষদের সকল আধিকারিক এবং অন্যান্য কর্মচারী এবং রাজ্য সরকার যে সকল আধিকারিক ও কর্মচারীদের জিলা পরিষদে স্থাপন করিবেন তাঁহাদের উপর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন ;

(ঘ) এই আইনের সহিত সম্পর্কযুক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য অথবা তাহার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনো আদেশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন এবং কর্তব্য পালন করিবেন যাহা এই আইন অথবা তদ্‌নিম্নে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে জিলা পরিষদ কর্তৃক প্রয়োগ, সম্পাদন বা পালন হইতে পারে :

এই শর্ত যে, এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর মাধ্যমে যাহা জিলা পরিষদ কর্তৃক সভাতে যেরূপ প্রয়োগ, সম্পাদন বা পালন করা নির্দেশিত হইবে সভাধিপতি সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন বা কর্তব্য পালন করিবেন না ;

(ঙ) জিলা পরিষদ সাধারণ বা বিশেষ সংকল্পের মাধ্যমে যেরূপ নির্দেশ দিবেন অথবা রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর মাধ্যমে যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ, সেরূপ অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন এবং সেরূপ অতিরিক্ত কর্তব্য পালন করিবেন।

(২) সহকারী সভাধিপতি—

(ক) সভাধিপতির সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, সেইরূপ কার্য সম্পাদন এবং সেইরূপ কর্তব্য পালন করিবেন যাহা সভাধিপতি সময় সময়—রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে—লিখিত আদেশের মাধ্যমে তাঁহাকে প্রত্যাভিযোজন (delegate) করিবেন :

এই শর্ত যে, সহকারী সভাধিপতিকে ঐভাবে প্রত্যাভিযোজিত সকল অথবা যে কোনো ক্ষমতা, কার্য এবং কর্তব্য যে কোনো সময়ে সভাধিপতি প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(খ) সভাধিপতির অনুপস্থিতিতে সভাধিপতির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, সকল কার্য সম্পাদন এবং সকল কর্তব্য পালন করিবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জিলা পরিষদের সংস্থা

১৬৬। জিলা পরিষদের কর্মচারীবৃন্দ :

(১) প্রত্যেক জিলা পরিষদের জন্য নির্ধারিতব্য অনুরূপ শর্ত ও কড়ারে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন নির্বাহী আধিকারিক থাকিবেন :

এই শর্ত যে, অনুরূপভাবে নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইবেন যদি জিলা পরিষদ এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোনো সভায় তৎসময় পদাধিকারী মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা এই মর্মে সংকল্প গৃহীত হয়।

(২) জিলা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত জিলা পরিষদের একজন সম্পাদক থাকিবেন :

এই শর্ত যে, ১৪০-এর উপধারা (১) অনুসারে জিলা পরিষদ গঠনের তারিখ হইতে প্রথম চার বৎসর সময়কালের জন্য রাজ্য সরকার জিলা পরিষদের সম্পাদক নিয়োগ করিবেন।

(৩) জিলা পরিষদ ইহার যেরূপ প্রয়োজন হইবে তদ্রূপ অন্যান্য আধিকারিক এবং কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রদেয় বেতনাদি নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন :

এই শর্ত যে, রাজ্য সরকারের প্রাক্ অনুমোদন ব্যতীত জিলা পরিষদ কোনো পদ সৃষ্টি বা বিলোপ করিবেন না এবং কোনো পদের বেতন হার সংশোধন করিবেন না।

১৬৭। রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের কৃত্যকসমূহ জিলা পরিষদের ব্যবস্থাধীনে স্থাপনা :

রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন ইহার অধীনে কর্মরত সেরূপ আধিকারিকদের বা অন্যান্য কর্মচারীদের কৃত্যকসমূহ (services) জিলা পরিষদের ব্যবস্থাধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন :

এই শর্ত যে, রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুরূপ আধিকারিক বা কর্মচারী প্রত্যাহৃত হইবেন যদি জিলা পরিষদ এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোনো সভায় তৎসময় পদাধিকাবী মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা সেই মর্মে সংকল্প গৃহীত হয়ঃ

অধিকন্তু এই শর্ত যে, অনুরূপ আধিকারিক এবং কর্মচারীদের উপর শৃঙ্খলাজনিত নিয়ন্ত্রণ রাজ্য সরকারের থাকিবে।

১৬৮। জিলা পরিষদের কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ এবং শাস্তি :

(১) জিলা পরিষদের সকল আধিকারিক এবং কর্মচারীদের উপর নির্বাহী আধিকারিক সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন।

(২) মাসিক তিন শত টাকার কম বেতনের কোনো পদের আধিকারিক বা কর্মচারীকে পদচ্যুতি, অপসারণ বা পদাবনতি ব্যতীত যে কোনো শাস্তি নির্বাহী আধিকারিক প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাহী আধিকারিক মাসিক তিন শত টাকার কম বেতনের কোনো পদের আধিকারিক বা কর্মচারীর পদচ্যুতি, অপসারণ বা পদাবনতির সুপারিশ অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির নিকট করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ সমিতি ইহার নিজস্ব সুপাবিশসহ জিলা পরিষদে মামলা প্রেরণ করিবেন। জিলা পরিষদ অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির অনুরূপ সুপারিশে সন্তুষ্ট হইলে অনুরূপ যে কোনো আধিকারিক বা কর্মচারীকে পদচ্যুত, অপসারণ বা পদাবনতি করিতে পারিবেন।

(৪) জিলা পরিষদ কর্তৃক, জিলা পরিষদের সভায় গৃহীত সংকল্প ব্যতীত, মাসিক তিন শত টাকা বা তদূর্ধ্ব বেতনের কোনো পদের আধিকারিক বা কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

১৬৯। আপীল :

(১) ধারা ১৬৮-এর উপধারা (২) অনুসারে নির্বাহী আধিকাবিক কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশের তাবিখ হইতে এক মাসেব মধ্যে জিলা পরিষদেব সমীপে আপীল কবা চলিবে।

(২) ধারা ১৬৮-এর উপধারা (৩) অথবা (৪) অনুসাবে জিলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তিব আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশেব তাবিখ হইতে এক মাসের মধ্যে রাজ্য সবকারের সমীপে আপীল চলিবে।

১৭০। আধিকারিক এবং কর্মচারীদের দ্বারা ক্ষমতাদি, ইত্যাদি প্রয়োগ :

এই আইনের বিধানসমূহ এবং তদ্‌নিয়ে রচিত নিয়মাবলী এবং এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশাদির সাপেক্ষে জিলা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত আধিকারিকগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ এবং যাঁহাদের কৃত্যকসমূহ জিলা পরিষদের ব্যবস্থাধীনে স্থাপিত এরূপ আধিকারিকগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ জিলা পরিষদ যেরূপ স্থির করিবেন তদ্রূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাদি সম্পাদন এবং কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিসমূহ

১৭১। স্থায়ী সমিতি :

(১) প্রতিটি জিলা পরিষদে নিম্নলিখিত স্থায়ী সমিতিসমূহ থাকিবে ; যথা :—

(i) অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি ;

(ii) জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতি ;

(iii) পূর্ত কার্য স্থায়ী সমিতি ;

(iv) কৃষি ও সমবায় স্থায়ী সমিতি ;

(v) শিক্ষা স্থায়ী সমিতি ;

(vi) ক্ষুদ্র শিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি ;

(vii) রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে জিলা পরিষদ যেরূপ গঠন করিবেন তদ্রূপ স্থায়ী সমিতি বা সমিতিসমূহ।

(২) প্রতিটি স্থায়ী সমিতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন ; যথা :—

(ক) পদাধিকার বলে সভাধিপতি ;

(খ) জিলা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্যূন তিন এবং অনধিক পাঁচজন ব্যক্তি নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন ;

(গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য সরকারের আধিকারিক অন্যূন তিনজন ব্যক্তি :

এই শর্ত যে, স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রূপে নির্বাচনের জন্য অনুরূপ আধিকারিকগণ যোগ্য হইবেন না এবং ভোট দেওয়ার কোনো অধিকার থাকিবে না।

(৩) সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি দুই-এর অধিক স্থায়ী সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন না।

(৪) স্থায়ী সমিতির কোনো নির্বাচিত সদস্য চার বৎসর সময়কালের জন্য অথবা যতদিন পর্যন্ত তিনি জিলা পরিষদের সদস্য হিসাবে থাকিবেন, ইহার মধ্যে যেটি ন্যূনতর, পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৫) নিধারিতব্য অনুরূপ প্রণালী এবং অনুরূপ সময়ে স্থায়ী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) স্থায়ী সমিতি জিলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিতব্য অথবা ইহাকে নির্দেশিতব্য অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, অনুরূপ কার্যাদি সম্পাদন এবং অনুরূপ কর্তব্যাদি পালন কবিবেন।

(৭) কর্মাধ্যক্ষসহ কোনো স্থায়ী সমিতির সদস্যদের অপসারণ এবং নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণের ব্যবস্থা করিয়া রাজ্য সরকার নিয়মাবলী রচনা কবিতে পারিবেন।

১৭২। কর্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক :

(১) স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্ধারিতব্য অনুরূপ প্রণালীতে একজন সভাপতি নির্বাচন করিবেন যাঁহাকে কর্মাধ্যক্ষ বলা হইবে :

এই শর্ত যে, [ধারা ১৪০-এর উপধারা (২)-এর দফা (iii) এবং (iv)][১]-এ উল্লিখিত সদস্যগণ অনুরূপ নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না :

অধিকন্তু এই শর্ত যে, জিলা পরিষদেব সভাধিপতি পদাধিকাব বলে অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হইবেন।

(২) যদি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন, তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু তিনি ধারা ১৪০-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও, স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রূপে পূর্ণ সময়-কালের জন্য তাঁহার পদে জিলা পবিষদের সদস্য হিসাবে থাকিবেন।

(৩) জিলা পবিষদের সম্পাদক সকল স্থায়ী সমিতিগুলির সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন।

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধন আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৭-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত।

১৭৩। পদত্যাগ ঃ

স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অথবা অপর যে কোনো সদস্য সভাধিপতিকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন এবং জিলা পরিষদ কর্তৃক অনুরূপ পদত্যাগ গৃহীত হইলে কর্মাধ্যক্ষ বা অনুরূপ সদস্য-পদ রিক্ত করিয়াছেন বিবেচিত হইবে।

১৭৪। নৈমিত্তিক রিক্তি ঃ

পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কারণের মাধ্যমে স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা কোনো সদস্যের যখন পদরিক্তি ঘটিবে, স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ, স্থল বিশেষে, অপর একজন কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্য নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচন করিবেন। এরূপভাবে নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষ অথবা সদস্য যে ব্যক্তির পরিবর্তে তিনি সদস্য হইলেন তাঁহার অসমাপ্ত কার্যকালের অংশের জন্য পদাধিকারী থাকিবেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সম্পত্তি এবং তহবিল

১৭৫। সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণ এবং হস্তান্তরের ক্ষমতা ঃ

সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণ এবং হস্তান্তর এবং চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার ক্ষমতা যে কোনো জিলা পরিষদের থাকিবে :

এই শর্ত যে, স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তরের সকল ক্ষেত্রে জিলা পরিষদ রাজ্য সরকারের প্রাক্-অনুমোদন সংগ্রহ করিবেন।

১৭৬। জিলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত বস্তু ইহাতে ন্যস্ত হইবে :

জিলা পরিষদ কর্তৃক উহার নিজস্ব তহবিল হইতে নির্মিত সকল রাস্তা, দালান বা অপরাপর বস্তু উহাতে ন্যস্ত হইবে।

১৭৭। জিলা পরিষদে সম্পত্তি বিভাজন :

রাজ্য সরকার জিলা পরিষদকে ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত যে কোনো সরকারী সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন এবং অবিলম্বে জিলা পরিষদে অনুরূপ সম্পত্তি বর্তাইবে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে।

১৭৮। **জিলা পরিষদের জন্য জমি গ্রহণ ঃ**

এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের যে কোনোটি পালন করিবার জন্য কোনো জিলা পরিষদের জমির প্রয়োজন হইলে, ইহারা উক্ত জমিতে স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণের সহিত ঐক্যমত বিধানার্থে আলাপ-আলোচনা করিতে পারিবেন, এবং যদি ইহারা কোনো চুক্তিতে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন, ইহারা উক্ত জমি গ্রহণের জন্য সমাহর্তার নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন, যিনি, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে সরকারী উদ্দেশ্যে ঐ জমি প্রয়োজন, ভূমি গ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর বিধানসমূহ অনুসারে ঐ জমি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ জমি গ্রহণের পর জিলা পরিষদে বর্তাইবে।

১৭৯। **জিলা পরিষদ তহবিল :**

(১) প্রত্যেক জিলা পরিষদের জন্য জিলা পরিষদের নামযুক্ত জিলা পরিষদ তহবিল গঠিত হইবে এবং উহাতে জমা পাড়বে—

(ক) রাজ্যের সংগৃহীত ভূমি রাজস্বের রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিতব্য অনুরূপ অংশ সহ, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের দেয় অংশদান বা অনুদান থাকিলে ;

(খ) পঞ্চায়েত সমিতি অথবা অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অংশদান বা অনুদান থাকিলে ;

(গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ বা জিলা পরিষদ কর্তৃক ইহার পরিসম্পৎ (assets) জামিন রাখিয়া সংগৃহীত ঋণ থাকিলে ;

(ঘ) জেলায় আরোপিত পথকর এবং পূর্তকরের আগম ;

(ঙ) জিলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত পথকর, অভিকর এবং ফী বাবদ সকল প্রাপ্তি ;

(চ) জিলা পরিষদে ন্যস্ত বা দ্বারা নির্মিত বা নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পরিচালনাধীনে রক্ষিত যে কোনো স্কুল, হাসপাতাল, ঔষধালয়, দালান, প্রতিষ্ঠান বা কলকারখানার বিষয়ে সকল প্রাপ্তি ; .

(ছ) দান এবং অংশদান হিসাবে এবং জিলা পরিষদের অনুকূলে কৃত কোনো ন্যাস (Trust) বা উৎসর্গ (endowment) হইতে সকল আয়ের প্রাপ্ত অর্থ ;

(জ) এই আইনের বিধানাধীনে অথবা তদ্‌নিম্নে রচিত উপবিধি অনুসারে নির্ধারিতব্য অনুরূপ আরোপিত এবং আদায়কৃত জরিমানা ও অর্থদণ্ড ;

(ঝ) বঙ্গীয় গ্রাম স্ব-শাসন আইন, ১৯১৯-এর ধারা ২৫ অনুসারে গঠিত জিলা চৌকিদারী পুরস্কার তহবিলে টাকা জমা পড়িয়া থাকিলে, যাহার উপর নিয়ন্ত্রণ জেলা শাসকের উপর ন্যস্ত, জেলা শাসক কর্তৃক জিলা পরিষদ তহবিলে জমা পড়িবে ;

(ঞ) জিলা পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে গৃহীত অন্য সকল অর্থ।

(২) প্রত্যেক জিলা পরিষদ—

(i) প্রয়োজনানুযায়ী আধিকারিক এবং কর্মচারীদের এবং নির্বাহী আধিকারিকের বেতন, ভাতা, ভবিষ্যনিধি এবং আনুতোষিক প্রদানসহ উহার নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ পৃথক করিয়া রাখিবেন এবং বাৎসরিক নিয়োগ করিবেন।

(ii) উপধারা (১)-এর দফা (ঝ) অনুসারে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বিভাজন করিবেন।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পালনের জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ অর্থ ব্যয় করিবার প্রত্যেক জিলা পরিষদের ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) জিলা পরিষদের তহবিল জিলা পরিষদে বর্তাইবে এবং তহবিল জমা করা স্থায়ী অর্থ রাজ্য সরকার সময় সময় যেরূপ নির্দেশ দিবেন অনুরূপ হেপাজতে রাখিবেন বা অনুরূপ প্রণালীতে নিয়োগ করিবেন।

(৫) জিলা পরিষদ সময় সময় যেরূপ সাধারণ নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োগ করিবেন তাহা সাপেক্ষে জিলা পরিষদ তহবিল হইতে অর্থ প্রদানের সকল আদেশ এবং চেক নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক [অথবা নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সম্পাদক কর্তৃক][১] স্বাক্ষরিত হইবে।

১৮০। পথকর ও পূর্তকরের আগম জিলা পরিষদ তহবিলে জমা পড়িবে :

উপকর (cess) আইন ১৮৮০-তে বিপরীত যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও জেলায় আরোপিত এবং আদায়কৃত পথকর এবং পূর্তকরের আগম, যদি থাকে, উক্ত আইনের ১০৯ ধারায় উল্লিখিত খরচাদি প্রদানান্তে জিলা পরিষদ তহবিলে জমা পড়িবে।

১৮১। পথকর, অভিকর এবং ফীসমূহ আরোপণ :

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৯-এর ধারা ৪-এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত এবং সকল সময়ের জন্য অনুকল্প বিবেচিত হইবে।

(১) রাজ্য সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবেন অনুরূপ সর্বোচ্চ হারে প্রত্যেক জিলা পরিষদ করিতে পারিবেন—

(ক) কাঁচা রাস্তা ব্যতীত যে কোনো রাস্তায় বা যে কোনো সেতুতে যাহা ইহাতে ন্যস্ত বা ইহার পরিচালনাধীন ইহার দ্বারা স্থাপিত মাসুল আদায়ের ঘাঁটিতে ব্যক্তি, যানবাহন অথবা পশু বা উহাদের যে কোনো শ্রেণীর উপর পথকর আরোপণ ;

(খ) ইহার দ্বারা স্থাপিত বা ইহার পরিচালনাধীন যে কোনো খেয়াঘাট সম্পর্কে পথকর আরোপণ ;

(গ) নিম্নলিখিত ফী এবং অভিকর আরোপণ, যথা :—

(i) নৌকা এবং যানবাহনের নিবন্ধনের উপর ফী ;

(ii) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লিখিতব্য ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অনুরূপ উপাসনাগার অথবা তীর্থস্থান, আনন্দানুষ্ঠান বা মেলার স্থানে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির জন্য মাসুল ;

(iii) ধারা ১৬২-তে উল্লিখিত, অনুজ্ঞাপত্রের জন্য ফী ,

(iv) জিলা পরিষদ কর্তৃক ইহার ক্ষেত্রাধিকারেব মধ্যে যেখানে পানীয়, সেচ অথবা যে কোনো অন্যান্য উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থাদি করার জন্য জল অভিকর ;

(v) জিলা পরিষদ কর্তৃক ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে যেখানে জনপথ এবং সাধারণ স্থানে আলোর ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে, আলো অভিকর।

(২) জিলা পরিষদ কোনো যানবাহন নিবন্ধীকরণের দায়িত্ব গ্রহণ বা তজ্জন্য মাসুল আরোপণ করিবেন না যদি অনুরূপ যানবাহন তৎসময় বলবৎ কোনো আইনানুসারে অপর কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধীকরণ হইয়া থাকে এবং ইহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে উপাসনাগার বা তীর্থস্থান, আনন্দানুষ্ঠান এবং মেলার স্থানে জন স্বাস্থ্যোপকরণ বিষয়ক ব্যবস্থাদি গ্রহণ বা তজ্জন্য মাসুল আরোপণ করিবেন না যদি অপর কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জন স্বাস্থ্যোপকরণ বিষয়ক ব্যবস্থাদির জন্য পূর্বাহ্নেই অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

১৮২। জিলা পরিষদ ঋণ সংগ্রহ এবং প্রতিপূরক নিধি (sinking fund) সৃষ্টি করিতে পারিবেন :

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ সংগ্রহ সম্পর্কিত তৎসময়ে বলবৎ যে কোনো আইনের বিধানাধীনে, সময় সময়, রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে, জিলা

পরিষদ এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য ঋণ সংগ্রহ এবং অনুরূপ ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিপূরক নিধি সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

১৮২ক[১]। জিলা পরিষদ ধার লইতে পারিবেন ঃ

ধারা ১৮২-তে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও জিলা পরিষদ ইহার লক্ষ্যসমূহের উন্নতি সাধনের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা যাহা এতদুদ্দেশ্যে জিলা পরিষদ কর্তৃক রচিত হইবে তৎ ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের নিকট হইতে অথবা রাজ্য সরকারের প্রাক্ অনুমোদনক্রমে ব্যাঙ্ক বা অর্থ বিধেয়ক সংস্থা (Financial Institution) হইতে ধার লইতে পারিবেন।

১৮৩। জিলা পরিষদের আয়ব্যয়ক ঃ

(১) প্রত্যেক জিলা পরিষদ নির্ধারিতব্য অনুরূপ নিয়ম এবং সময়ে প্রতি বৎসর পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য প্রাপ্তি এবং ব্যয়নের (disbursement) আয়ব্যয়ক (budget) প্রস্তুত করিবেন এবং ইহা রাজ্য সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে হয় আয়ব্যয়ক অনুমোদন করিবেন নয় যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ সংপরিবর্তনের জন্য জিলা পরিষদে ফেরৎ পাঠাইবেন। অনুরূপ সংপরিবর্তনের পর নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য আয়ব্যয়ক পুনঃ উপস্থাপিত হইবে। যদি রাজ্য সরকারের অনুমোদন বৎসরের শেষ তারিখের মধ্যে জিলা পরিষদ না পান, ঐ আয়ব্যয়ক রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) রাজ্য সরকার কর্তৃক আয়ব্যয়ক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যয়ভার বহন করা যাইবে না।

১৮৪। অনুপূরক (Supplimentary) আয়ব্যয়ক ঃ

জিলা পরিষদ প্রতি বৎসর উহার আয়ব্যয়কের যে কোনো সংপরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থাদি করিয়া অনুপূরক প্রাক্কলন (estimate) প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং ইহা নির্ধারিতব্য অনুরূপ সময়ে এবং অনুরূপ নিয়মে রাজ্য সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

ক। ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (চতুর্থ) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৪-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

১৮৫। হিসাব :

নির্ধারিতব্য অনুরূপ ফরমে এবং অনুরূপ হিসাব জিলা পরিষদ রাখিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আয়ব্যয় পরীক্ষা (Audit)

১৮৬। তহবিলের হিসাবাদির আয়ব্যয় পরীক্ষা ঃ

(১) রাজ্য সরকার যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ সময়ে এবং স্থানে সেরূপ ব্যাপ্তিতে এবং সেরূপ প্রণালীতে রাজ্য সবকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন আয়ব্যয় পবীক্ষক (Auditor) কর্তৃক প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এবং প্রতিটি জিলা পরিষদের তহবিলের হিসাব পরীক্ষিত এবং আয়ব্যয় পরীক্ষিত হইবে।

(২) এই ধারা অনুসারে নিযুক্ত প্রত্যেক আয়ব্যয় পরীক্ষক ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ধারা ২১-এর অর্থের সীমার মধ্যে সরকারী কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

১৮৭। হিসাবাদির আয়ব্যয় পরীক্ষার জন্য দাখিল :

স্থল বিশেষ প্রধান, সভাপতি বা সভাধিপতি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জিলা পরিষদ, আয়ব্যয় পরীক্ষক কর্তৃক দাবীকৃত তহবিলের সেরূপ সকল হিসাবাদি আয়ব্যয় পরীক্ষকের সম্মুখে দাখিল করিবেন বা করাইবেন।

১৮৮। আয়ব্যয় পরীক্ষকদের ক্ষমতা ঃ

এই আইন অনুসারে কোনো নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক আয়ব্যয় পরীক্ষক—

(i) তাঁহার সম্মুখে যে কোনো দলিল উপস্থাপনা বা উপযুক্ত আয়ব্যয় পরীক্ষা পরিচালনার জন্য যে কোনো সংবাদাদি যাহা তিনি প্রয়োজন বোধ করিবেন সরবরাহের জন্য লিখিতভাবে দাবী করিতে পারিবেন ;

(ii) কৈফিয়ত দিতে বাধ্য বা অনুরূপ যে কোনো দলিলের জিম্মা বা

নিয়ন্ত্রণে আছেন অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্যদের পক্ষে বা দ্বারা যে কোনো সম্পাদিত চুক্তিতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এবং স্বয়ং বা তাঁহার অংশীদারের মাধ্যমে যে কোনো স্বত্ব বা অংশ আছে এরূপ যে কোনো ব্যক্তিকে তাঁহার সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতির জন্য লিখিতভাবে আদেশ করিতে পারিবেন ; এবং

(iii) তাঁহার সম্মুখে এরূপ উপস্থিত যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো অনুরূপ দলিল সম্পর্কে ঘোষণা এবং স্বাক্ষর করিতে বা যে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে বা যে কোনো বিবরণ প্রস্তুত ও দাখিল করিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

১৮৯। দণ্ড :

যে কোনো ব্যক্তি যিনি ধারা ১৮৮ অনুসারে আয়ব্যয় পরীক্ষক কর্তৃক কৃত আদেশ, উল্লিখিতব্য অনুরূপ সময়ের মধ্যে, পালন করিতে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিবেন, ধর্মাধিকরণ কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে আদেশের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দফা সম্পর্কে অর্থদণ্ডে—যাহা এক শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডনীয় হইবেন।

১৯০। আয়ব্যয় পরীক্ষার প্রতিবেদন :

(১) এই আইন অনুসারে কোনো আয়ব্যয় পরীক্ষা (audit) যে তারিখে সমাপ্ত হইবে তাহার দুই মাসের মধ্যে আয়ব্যয় পরীক্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের প্রধান, সভাপতি বা সভাধিপতির নিকট ঐ প্রতিবেদন এবং উহার প্রতিলিপি (copy) রাজ্য সরকারকে পাঠাইয়া দিবেন।

(২) আয়ব্যয় পরীক্ষক তাঁহার প্রতিবেদনে একটি বিবরণী যুক্ত করিয়া দেখাইবেন—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত সহায়ক-অনুদান (grant-in-aid) এবং উহা হইতে ব্যয়িত ব্যয় ;

(খ) যে কোনো অত্যাবশ্যক অনুচিত অথবা নিয়ম বহির্ভূত ব্যয় অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের প্রাপ্য অর্থাদি পুনরুদ্ধার অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তহবিলের হিসাবে যাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন ;

(গ) যে কোনো অর্থ বা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের স্বত্বাধীন বা তাহাতে ন্যস্ত যে কোনো সম্পত্তির ক্ষতি বা অপচয়।

১৯১। আয়ব্যয় পরীক্ষার প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ :

(১) ধারা ১৯০-তে উল্লিখিত আয়ব্যয় পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে, প্রতিবেদনে স্পষ্ট উল্লিখিত যে কোনো ত্রুটি বা নিয়ম লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ একটি সভায় প্রতিকার করিবেন এবং অধিকন্তু ইহার দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থা আয়ব্যয় পরীক্ষককে জানাইয়া দিবেন। যে ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা নিয়ম লঙ্ঘন অপসারিত নহে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তাহার কারণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন।

(২) যদি উপধারা (১)-এ উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নিকট হইতে আয়ব্যয় পরীক্ষক কোনো সংবাদ না পান অথবা আয়ব্যয় পরীক্ষক কর্তৃক যদি পূর্বোক্ত সেরূপ ত্রুটি বা নিয়ম লঙ্ঘন প্রতিকার না করার জন্য ইহার দ্বারা প্রদত্ত কারণসমূহ বা ব্যাখ্যা যথেষ্ট বিবেচিত না হয় আয়ব্যয় পরীক্ষক ধারা ১৯২-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতা যদি প্রয়োগ করিয়া না থাকেন বা প্রয়োগ করার প্রস্তাব না করেন, রাজ্য সরকার যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ সময় ও প্রণালীতে বিষয়টি রাজ্য সরকারের মতামতের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৩) ইহা রাজ্য সরকারের আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন হইবে উহার উপর যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ আদেশ প্রদান করা। ধারা ১৯২ এবং ১৯৩-এ আরোপিত শর্ত ব্যতীত, রাজ্য সরকারের আদেশ চূড়ান্ত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ অবিলম্বে উহা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) যদি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জিলা পরিষদ ঐ আদেশ তন্মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পালন করিতে ব্যর্থ হন, রাজ্য সরকার কোনো ব্যক্তিকে ঐ আদেশ পালন করিতে নিয়োগ এবং অনুরূপ ব্যক্তির পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের তহবিল হইতে আদেশ পালনের জন্য ব্যয়িত যে কোনো অর্থ প্রদান করা হইবে।

(৫) ঐ আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে উপধারা (৪) অনুসারে নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন যাহা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ প্রয়োগ করিতে পারিতেন।

১৯২। আয়ব্যয় পরীক্ষকের অধি-ভার (surclharge) ইত্যাদির আরোপ করার ক্ষমতা ঃ

(১) আয়ব্যয় পরীক্ষক, তাঁহার দ্বারা বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কৈফিয়ত দাখিলের একটি সুযোগ প্রদান করিবার পর এবং অনুরূপ যে কোনো কৈফিয়ত বিবেচনার পর, আইন বিরুদ্ধ প্রত্যেক দফার হিসাব নামঞ্জুর করিবেন এবং বে-আইনী ব্যয় করিয়াছেন অথবা ব্যয় করিতে অনুমোদন করিয়াছেন সেই ব্যক্তির উপর তাহা অধি-ভার আরোপ করিবেন এবং যে কোনো ব্যক্তিকে—সেই ব্যক্তির অসাবধানতা বা দুশ্চরিতক্রমে সাধিত যে কোনো পরিমাণ ক্ষতির জন্য দায়ী—প্রভার (charge) আরোপ করিবেন, এবং অনুরূপ প্রত্যেক মামলায়, অনুরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ শংসা (certify) করিবেন ;

এই শর্ত যে, যে সকল মামলায় জড়িত অর্থের পরিমাণ পঁচিশ টাকা অতিক্রম করিবে না আয়ব্যয় পরীক্ষক তাঁহার বিবেচনা মত অধি-ভার বা প্রভার ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যসমূহের জন্য, স্থল বিশেষে, যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ বা কোনো পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য যিনি যে সভায় উপস্থিত যাহাতে কোনো ব্যয় অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব (motion) বা সংকল্প (resolution) গৃহীত যাহা পরবর্তীকালে উপধারা (১) অনুসারে নামঞ্জুরীকৃত বা যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন যাহা অনুরূপ ব্যয়ের ফলাফল, সেই ব্যক্তিই অনুরূপ ব্যয় অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন যদি তাঁহার মতভেদ (dissent) কার্যাবলীতে (proceedings) লিপিবদ্ধ করা না থাকে। অনুরূপ সকল ব্যক্তি যৌথভাবে এবং পৃথক পৃথক ভাবে অনুরূপ ব্যয়ের জন্য দায়ী হইবেন।

(৩) আয়ব্যয় পরীক্ষক উপধারা (১) অনুসারে কৃত প্রত্যেক নামঞ্জুর অধি-ভার (surcharge) এবং প্রভারের (charge) জন্য তাঁহার কারণসমূহ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং নির্ধারিতব্য অনুরূপ প্রণালীতে প্রাপ্য অর্থের শংসাপত্র (certificate) এবং তাঁহার সিদ্ধান্তের কারণসমূহের একটি

প্রতিলিপি সেই ব্যক্তিকে যাঁহার সম্পর্কে শংসাপত্র করা হইল এবং অধিকন্তু উহার প্রতিলিপিসমূহ, স্থল বিশেষে, প্রধান, সভাপতি বা সভাধিপতি এবং রাজ্য সরকারের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(৪) রাজ্য সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এবং শংসাপত্রের প্রতিলিপি প্রাপ্তির পর এক বৎসরের মধ্যে আয়ব্যয় পরীক্ষক কর্তৃক কৃত যে কোনো নামঞ্জুর, অধি-ভার (surcharge) অথবা প্রভার (charge) এবং উহার সম্পর্কে যে কোনো শংসাপত্র বাতিল বা সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন।

১৯৩। আপীল :

(১) যে কোনো ব্যক্তি যাহার নিকট ধারা ১৯২ অনুসারে প্রাপ্য যে কোনো অর্থ নিরীক্ষক কর্তৃক শংসিত হইয়াছে তাঁহার দ্বারা শংসাপত্র (certificate) প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার সমীপে নামঞ্জুর, প্রত্যর্পণ আদেশ বা অভিযোগ এবং উহার সম্পর্কে কৃত শংসাপত্রের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং রাজ্য সরকার উহার উপর যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন তদ্রূপ আদেশ প্রদান করিবেন এবং অনুরূপ আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(২) যেখানে ধারা ১৯২-এর উপধারা (২)-এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি যেহেতু কোনো বেআইনী ব্যয় অনুমোদন করায় যিনি অধি-ভারাক্রান্ত হইয়াছেন, এই ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার সমীপে আপীল করিলে রাজ্য সরকার, যদি, তাহার নিকট সন্তোষজনকভাবে এরূপ প্রমাণিত হয় যে উক্ত ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে সংকল্প বা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হইলে অনুরূপ অধি-ভার বাতিল করিবেন।

১৯৪। শংসিত (certified) অর্থ প্রদান :

(১) কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ধারা ১৯২ অনুসারে প্রাপ্য আয়ব্যয় পরীক্ষক কর্তৃক শংসিত অর্থ বা যেখানে ধারা ১৯৩-এর উপধারা (১) অনুসারে কোনো আপীলকৃত, রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ আদেশ হইবে, সেরূপ অর্থ অনুরূপ ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য হইবে, স্থল বিশেষে, শংসাপত্রের বা আদেশের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে অনুরূপ ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নিকট তাহা প্রদান করিতে হইবে যাঁহারা ঐ অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তহবিলে জমা করিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর বিধানসমূহ অনুসারে কোনো অর্থ প্রদান করা না

হইলে সরকারী প্রাপ্য হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে এবং বঙ্গীয় সরকারী প্রাপ্য আদায় আইন, ১৯১৩-এর ধারা ৪-এর উদ্দেশ্যসমূহের জন্য জেলার সমাহর্তা সেই ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হইবেন যাঁহার নিকট অনুরূপ প্রাপ্য প্রদেয় হইবে।

(৩) জেলার সমাহর্তা উপধারা (২) অনুসারে তাঁহার দ্বারা আদায়কৃত যে কোনো অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে প্রদান করিবেন।

১৯৫। কতিপয় পরিব্যয় (costs) এবং খরচাদি তহবিল হইতে প্রদেয়ঃ

(১) ধারা ১৮৮ অনুসারে আয়ব্যয় পরীক্ষকের যে কোনো বিধিমতে দাবী পালন করিতে এবং ধারা ১৮৯ অনুসারে কোনো অপরাধীকে অভিযুক্ত করিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত সকল খরচাদি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে।

(২) ধারা ১৯৪-এর উপধারা (২) অনুসারে কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে যে কোনো অর্থ আদায়ের জন্য কার্যাবলী সংক্রান্ত জেলার সমাহর্তা কর্তৃক ব্যয়িত সকল খরচাদি, ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে যদি আদায় না হয়, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যদি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ উপধারা (১) এবং (২)-এ উল্লিখিত খরচাদি এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ সময়ের মধ্যে প্রদান করিতে ব্যর্থ হয় রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তহবিল বা উহার উপর যে কোনো অংশ ক্রোক করিবেন।

(৪) অনুরূপ ক্রোকের পর রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত কোনো আধিকারিক ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকারে ক্রোককৃত তহবিল বা উহার অংশ হইতে লেনদেন করিবেন না কিন্তু অনুরূপ আধিকারিক উহা সম্পর্কে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ উপধারা (১) এ উল্লিখিত কর্মাদি যাহা করিতে পারিতেন যদি না ক্রোক অনুষ্ঠিত হইত, সেরূপ করিবেন এবং তহবিলের আগম প্রাপ্য খরচাদি এবং ক্রোক এবং পরবর্তী

কোনো কার্যাবলীর ফলস্বরূপ উদ্ভূত অতিরিক্ত খরচাদি পূরণে ব্যয় করিতে পারিবেন :

এই শর্তে যে, অনুরূপ ক্রোক যে কোনো প্রভার (charge) বা ঋণকে ক্রোককৃত তহবিল যাহার জন্য পূর্বাহ্নেই আইন অনুসারে দায়ী ব্যাহত বা হানি করিবে না এবং অনুরূপ পূর্বের প্রভার এবং ঋণ তহবিলের আগম হইতে তহবিলের আগমের যে কোনো অংশ এই ধারা অনুসারে রাজ্য সরকারকে প্রদেয় পরিব্যয় (costs) এবং খরচাদি পূরণে প্রযুক্ত হইবার পূর্বেই প্রদান করিতে হইবে।

১৯৬। প্রাক্-অনুমোদন ব্যতীত কতিপয় খরচাদি তহবিলে আরোপযোগ্য (chargeable) নহে :

রাজ্য সরকারের প্রাক-অনুমোদন ব্যতীত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তহবিল হইতে কোনো আপীল বা অধি-ভারের (surcharge) বিরুদ্ধে কার্যাবলী সম্পর্কে, যাহা সম্পর্কে আয়ব্যয়-পরীক্ষক কর্তৃক শংসাপত্রে প্রচারিত, কোনো ব্যয়ভার বহন করিবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঊনবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

বিবিধ

১৯৭। শপথ বা প্রতিজ্ঞা :

ধারা ৯৪-এর [উপধারা (২)-এর দফা (i) এবং (iii)][১] এবং ধারা ১৪০-এর [উপধারা (২)-এর দফা (i), (iii) এবং (iv)][১]-এ উল্লিখিত সদস্য ব্যতীত প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের প্রত্যেক সদস্য আসন গ্রহণের পূর্বে শপথ বা প্রতিজ্ঞা এতদুদ্দেশ্যে তৃতীয় তফসিলে সাজান

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৮-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত।

ফরম অনুসারে এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক উল্লিখিতব্য অনুরূপ কর্তৃপক্ষের সম্মুখে প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করিবেন।

১৯৭ক[১]। যখন কোনো একটি নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোট গ্রহণ বাতিল হয় (countermand) বা অনুষ্ঠিত না হয় নির্বাচিত অধিকাংশ সদস্য কাজ করিবেন ঃ

এই আইনে বিপরীত যাহাকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও—

(ক) যদি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে, যে কোনো নির্বাচন ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ বাতিল হয় বা অনুষ্ঠিত হইতে না পারে বা যদি অনুষ্ঠিত হয়, অনুরূপ নির্বাচনের ফল যে কোনো কারণে সেরূপ সময়কালের মধ্যে যাহা যুক্তিসম্মত বিবেচিত হইবে ঘোষণা করিতে পারা না যায়, রাজ্য সরকার, যদি দেখেন যে ধাবা ২১০ অনুসারে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হইয়াছেন এবং পদের দায়িত্বভার গ্রহণে আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন, এই আইন অনুসারে অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ গঠন প্রজ্ঞাপিত করিবেন এবং, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ যথাক্রমে ধারা ৪, ধারা ৯৪ বা ধারা ১৪০ অনুসারে গঠিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পরবর্তীকালে নির্বাচিত সদস্যের নাম সরকারী ঘোষপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে অনুরূপ সদস্যপদের দায়িত্বভার গ্রহণে অধিকারী হইবেন এবং যথাক্রমে ধারা ৭-এর উপধারা (১), ধারা ৯৬-এর উপধারা (১) অথবা ধারা ১৪১-এর উপধারা (১)-এ উল্লিখিত চার বৎসরের অসমাপ্ত সময়কালের জন্য সদস্য থাকিবেন।

১৯৮। বৈধকরণ ঃ

কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কর্ম বা কার্যাবলী, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে কেবলমাত্র কোনো রিক্তির (vacancy) অস্তিত্ব বা উহার গঠনে কোনো ত্রুটি বা অনিয়ম থাকার কারণে অবৈধ বিবেচিত হইবে না।

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ২-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

১৯৯। সদস্যগণ, আধিকারিকগণ এবং কর্মচারীগণ সরকারী কর্মচারী হইবেন :

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সকল সদস্য আধিকারিক এবং কর্মচারী এই আইন অথবা তদ্‌নিম্নে রচিত নিয়মাবলী বা উপবিধি অনুসারে যখন কর্তব্যরত বা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন অনুসারে কর্ম করিতে অভিপ্রেত (Purporating to act) অথবা তাঁহাদের ক্ষমতা প্রয়োগকালে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ধারা ২১-এর অর্থানুযায়ী সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

২০০। নিষ্কৃতি (Indemnity) :

এই আইন বা তদ্‌নিম্নে রচিত নিয়মাবলী বা উপবিধি অনুসারে কোনো কিছু সরল বিশ্বাসে করিলে বা করিতে প্রয়াসী (intended) হইলে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ বা উহার কোনো সদস্যের বা কোনো আধিকারিক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা বা অপর কোনো বৈধ কার্যাবলী চলিবে না।

২০১। বিরোধের প্রসঙ্গ ঃ

(১) একই পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ উদ্ভূত হয়, বিরোধের যে কোনো পক্ষ কর্তৃক তাহা পঞ্চায়েত সমিতিতে মতার্থে প্রেরিত হইবে এবং উহার উপর পঞ্চায়েত সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(২) একই জিলা পরিষদের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে দুই বা ততোধিক পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে অথবা বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অথবা কোনো পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ উদ্ভূত হয় বিরোধের যে কোনো পক্ষ কর্তৃক তাহা জিলা পরিষদে মতার্থে প্রেরিত হইবে এবং উহার উপর জিলা পরিষদের সিদ্ধান্ত চরম হইবে।

৩) যদি কোনো বিরোধ উদ্ভূত হয়—

(ক) এক পক্ষে জেলাস্থ কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা কোনো পঞ্চায়েত সমিতি এবং অপর পক্ষে একই জেলার জিলা পরিষদের মধ্যে, বা

(খ) দুই বা ততোধিক জিলা পরিষদের মধ্যে, বা

(গ) একটি জেলার এক বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এক পক্ষে এবং অপর পক্ষে ভিন্ন জেলার এক বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, বা

(ঘ) এক পক্ষে একটি জেলার এক বা ততোধিক পঞ্চায়েত সমিতি এবং অপর পক্ষে ভিন্ন জেলার এক বা ততোধিক পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে, বা

(ঙ) এক পক্ষে একটি জেলার এক বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অপর পক্ষে ভিন্ন জেলার এক বা ততোধিক পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে, বা

(চ) এক পক্ষে একটি জেলার এক বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অপর পক্ষে ভিন্ন জেলার জিলা পরিষদের মধ্যে, বা

(ছ) এক পক্ষে একটি জেলার এক বা ততোধিক পঞ্চায়েত সমিতি এবং অপর পক্ষে ভিন্ন জেলার জিলা পরিষদের মধ্যে,

বিরোধের যে কোনো পক্ষ কর্তৃক বিরোধটি রাজ্য সরকারের মতার্থে প্রেরিত হইবে এবং উহার উপর রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২০২। নির্বাচনের জন্য যুগপৎ প্রার্থিতাতে (candidature) বাধা ঃ

কোনো ব্যক্তি যখন—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবেন, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবার অধিকার থাকিবে না,

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবেন, গ্রাম পঞ্চায়েত বা জিলা পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবার অধিকার থাকিবে না, এবং

(গ) জিলা পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবেন, গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবার অধিকার থাকিবে না।

২০৩। নির্বাচন ঃ

(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক থাকিবেন যিনি এই আইন এবং তদ্‌নিয়ে রচিত নিয়মাবলী অনুসারে সকল নির্বাচনের পরিচালনা তত্ত্বাবধান করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক থাকিবেন যিনি রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিকের পরিচালনা এবং

নিয়ন্ত্রণাধীনে অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার সহিত সম্পর্কযুক্ত জেলার সকল কার্যাদির সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধান করিবেন।

(৩) রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক জিলা পরিষদের সদস্যের জন্য নির্বাচন এবং উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে নির্বাচন আধিকারিক নিয়োগ করিবেন এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের জন্য নির্বাচন এবং উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে নির্বাচন আধিকারিক নিয়োগ করিবেন। অনুরূপ নির্বাচন আধিকারিকগণ রাজ্য সরকারের আধিকারিক হইতে হইবে।

(৪) স্থল বিশেষে, রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক অথবা জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কোনো নির্বাচন আধিকারিকের তাঁহার কৃত্যাদি (functions) সম্পাদনে সহায়তা করিতে এক বা ততোধিক সহকারী নির্বাচন আধিকারিক নিয়োগ করিতে পারিবেন। নির্বাচন আধিকারিকের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে প্রত্যেক সহকারী নির্বাচন আধিকারিক, নির্বাচন আধিকারিকের সকল বা যে কোনো কৃত্যাদি সম্পাদন করিতে আইনগত যোগ্যতা-সম্পন্ন হইবেন :

এই শর্তে যে, নির্বাচন আধিকারিকের কোনো কৃত্যাদি যাহা মনোনয়ন সমীক্ষা সংক্রান্ত, সহকারী নির্বাচন আধিকারিক সম্পাদন করিবেন না যদি না নির্বাচন আধিকারিক অপরিহার্যভাবে উক্ত কৃত্য সম্পাদনে নিবারিত (prevented) হন।

(৫) উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত নির্বাচন বা উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে নির্বাচন আধিকারিক অগ্রাধিকারিক (Presiding Officer) এবং ভোটগ্রাহী (Polling Officer) নিয়োগ করিবেন, কিন্তু তিনি কোনো ব্যক্তিকে, যিনি কোনো প্রার্থীর দ্বারা বা পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন অথবা অন্যভাবে নির্বাচন কালে বা সম্বন্ধে কর্মরত আছেন, নিয়োগ করিবেন না। নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ভোট গণনা অগ্রাধিকারিক কর্তৃক সমাধা হইবে এবং অবিলম্বে গণনার ফলাফল ঘোষিত হইবে।

(৬) নির্বাচন আধিকারিকদের, অগ্রাধিকারিকদের এবং ভোটগ্রাহীদের নির্ধারিতব্য অনুরূপ ক্ষমতা, কৃত্যাদি ও কর্তব্যাদি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রক্রিয়া (procedure) হইবে।

(৭) উপধারা (৬) অনুসারে রচিত যে কোনো নিয়ম ব্যবস্থা রাখিতে

পারিবে যে উহা ভঙ্গে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক বৎসর যে কোনো শ্রেণীর কারাদণ্ড অথবা অনধিক এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(৮)[১] রাজ্য সরকার নিয়মাবলীর মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের নিকট হইতে জমানত রাখিবার এবং উক্ত জমানত বাজেয়াপ্ত করা বা প্রত্যর্পণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে যেরূপ উল্লিখিত তাহার বেশী হইবে না।

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর নির্বাচন ক্ষেত্রে কোনো নির্বাচন হইলে—দশ টাকার উর্ধে নহে অথবা যে ক্ষেত্রে প্রার্থী তফসিলী জাতিসমূহের বা তফসিলী উপজাতিসমূহের সদস্য—পাঁচ টাকার উর্ধে নহে ;

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে কোনো নির্বাচন হইলে—ত্রিশ টাকার উর্ধে নহে অথবা যে ক্ষেত্রে প্রার্থী তফসিলী জাতিসমূহের বা তফসিলী উপজাতিসমূহের সদস্য---পনের টাকার উর্ধে নহে ;

(গ) জিলা পরিষদের নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে কোনো নির্বাচন হইলে—এক শত টাকার উর্ধে নহে অথবা যে ক্ষেত্রে প্রার্থী তফসিলী, জাতিসমূহের বা তফসিলী উপজাতিসমূহের সদস্য—পঞ্চাশ টাকার উর্ধে নহে।

২০৪। নির্বাচন সম্পর্কে বিরোধ ঃ

(১) এই আইন অনুসারে কোনো নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে যদি কোনো বিরোধ উদ্ভূত হয়, অনুরূপ নির্বাচনে ভোট প্রদানে অধিকারী যে কোনো ব্যক্তি অনুরূপ নির্বানের ঘোষণার তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুরূপ নির্বাচনের প্রশ্নাদি উথাপন করিয়া দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন—

(ক) যেখানে অনুরূপ নির্বাচন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকারী মুন্সেফের সমীপে, এবং

(খ) যেখানে অনুরূপ নির্বাচন জিলা পরিষদ সম্পর্কে জেলার জেলা বিচারকের সমীপে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে দরখাস্ত পেশ করিবার সময় দরখাস্তকারী ধর্মাধিকরণে সম্ভাব্য বাহিত পরিব্যয়ের (costs) জামিন স্বরূপ জমা দিবেন, পরিমাণ—

(ক) যে ক্ষেত্রে দরখাস্ত মুন্সেফ সমীপে দাখিলকৃত পঞ্চাশ টাকা, এবং

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

(খ) যে ক্ষেত্রে দরখাস্ত জেলা বিচারকের সমীপে দাখিলকৃত দুই শত টাকা।

(৩) জেলা বিচারক উপধারা (১) অনুসারে তাঁহার সমীপে দাখিলকৃত যে কোনো দরখাস্ত তাঁহার অধীনস্থ যে কোনো বিধানতান্ত্রিক আধিকারিকের (Judicial Officer) নিকট—অবর বিচারকের পদমর্যাদার নিম্নে নহে—স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(৪) উপধারা (১) অনুসারে কোনো দরখাস্ত নির্বাহ করিতে মুন্সেফ, জেলা বিচারক অথবা বিধানতান্ত্রিক আধিকারিক যাঁহার নিকট উপধারা (৩) অনুসারে দরখাস্ত স্থানান্তরিত (অতঃপর বিচারক হিসাবে উল্লিখিত) তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন তদ্রূপ তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) নির্ধারিতব্য অনুরূপ প্রক্রিয়া তৎসহ অনুরূপ দরখাস্ত দাখিল সম্পর্কিত সকল বিষয় বিচারক কর্তৃক অনুসৃত হইবে।

(৬) সাক্ষ্য গ্রহণে, শপথ পরিচালনায়, সাক্ষীকে হাজির হইতে বাধ্য করায় এবং দলিলাদি উদ্ঘাটন এবং দাখিল করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যসমূহের জন্য বিচারকদের ন্যায়াধিকরণের সকল ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) বিচারকদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং কোনো ধর্মাধিকরণে আর প্রশ্ন তোলা যাইবে না।

(৮) কোনো ধর্মাধিকরণ আসেধাজ্ঞা (injunction) মঞ্জুর করিবেন না—

(i) নির্বাচন স্থগিত রাখিতে—

(ক) কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, ন্যায় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ সদস্য, বা

(খ) কোনো প্রধান, উপপ্রধান, প্রধান বিচারক, সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি; অথবা

(ii) এই আইন অনুসারে নির্বাচিত হইয়াছেন ঘোষিত কোনো ব্যক্তিকে, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, ন্যায় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের, তিনি যাহাতে নির্বাচিত হইয়াছেন, কোনো কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া; অথবা

(iii) এই আইন অনুসারে, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, ন্যায় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে যথারীতি নির্বাচিত বা নিযুক্ত সদস্যদের তাঁহাদের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া নিষিদ্ধ করিয়া।

২০৫। পরিদর্শন ঃ

(১) রাজ্য সরকার একজন পঞ্চায়েত অধিকর্তা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সকল বা যে কোনো শ্রেণীর কার্যাদি পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন তদ্রূপ আধিকারিকদের নিয়োগ করিবেন।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কার্য পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কোনো আধিকারিক যে কোনো সময়ে পারিবেন—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক ব্যবহৃত বা দখলকৃত যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নির্দেশাধীনে চালু কার্য পরিদর্শন করিতে বা পরিদর্শন করাইতে ;

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের যে কোনো বিভাগ অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোনো কর্মসাধন (service), কার্য বা জিনিষ পরিদর্শন বা পরীক্ষা অথবা পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিতে রাজ্য সরকারের অপর যে কোনো আধিকারিককে প্রেরণ ;

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ পরিদর্শন বা পরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহের জন্য, আদেশ—

(i) যে কোনো বই, নথি, পত্রব্যবহার (correspondence), নক্সা বা অন্যান্য দলিল সম্মুখে দাখিল করিতে, বা

(ii) যে কোনো বিবরণ (return), নক্সা, প্রাক্কলন (estimate), বর্ণনা (statement), হিসাব বা পরিসংখ্যান (statistics) সরবরাহ করিতে, অথবা

(iii) যে কোনো প্রতিবেদন (report) বা সংবাদ সরবরাহ করিতে বা পাইতে।

(৩) ভুক্তিপতি বা অপর যে কোনো আধিকারিক—উপসমাহর্তার পদ-মর্যাদার নিম্নে নহে—যখন এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত (authorised) হইবেন উপধারা (২) অনুসারে কোনো পরিদর্শক আধিকারিককে অর্পিত সকল বা যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত কোনো আধিকারিক, কোনো গ্রাম

পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোনো পরিদর্শন ভার যখন গ্রহণ করিবেন অনুরূপ পরিদর্শনের প্রতিবেদন অনুরূপ আধিকারিক কর্তৃক রাজ্য সরকার সমীপে দাখিল করিতে হইবে।

২০৬। প্রত্যভিযোজন :

রাজ্য সরকার, ধারা ২২৪-এ বর্ণিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উহাতে যেরূপ উল্লিখিত হইবে অনুরূপ শর্ত ও কড়ার সাপেক্ষে ইহার অধীনস্থ যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে এই আইন অনুসারে সকল বা যে কোনো ক্ষমতা প্রত্যভিযোজন (delegate) করিতে পারিবেন।

২০৭। সংস্থা হস্তান্তর :

(১) রাজ্য সরকার তাহার পরিচালনাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোনো সংস্থাকে কোনো জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে যেরূপ সহমত হইবে অনুরূপ কড়ার, পরিসীমা (limitation) এবং বাধানিষেধ সাপেক্ষে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে যখন কোনো সংস্থা হস্তান্তরিত, রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিগণ অনুরূপ হস্তান্তরের তারিখ হইতে জিলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক, যাহাতে অনুরূপ সংস্থা হস্তান্তরিত, নিযুক্ত হইয়াছেন—সেইরূপ শর্ত ও কড়ারে যাহা তাঁহারা অনুরূপ হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বে অধিকারী ছিলেন তদপেক্ষা কম সুবিধাজনক নহে—বিবেচিত হইবেন।

২০৮। মামলার জন্য পরিসীমার নির্দিষ্টকাল :

পরিসীমা আইন, ১৯৬৩-তে যাহাকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে ন্যস্ত কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য যাহা হইতে তাহারা বে-দখল হইয়াছেন অথবা তাহাদের দখল পাওয়ার অবসান ঘটিয়াছে, বে-দখল বা অবসানের তারিখ হইতে যে কোনো মামলা দায়ের করার পরিসীমার নির্দিষ্ট কাল ষাট বৎসর হইবে।

২০৯। কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সংকল্প প্রত্যাহরণ (rescind) বা স্থগিত করিবার রাজ্য সরকারের ক্ষমতা :

(১) রাজ্য সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক যে কোনো গৃহীত সংকল্প প্রত্যাহরণ করিতে পারিবেন, যদি তাঁহার মতে অনুরূপ সংকল্প—

(ক) বৈধভাবে গৃহীত হয় নাই, অথবা

(খ) এই আইন অথবা তদ্‌নিম্নে রচিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে অথবা অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাদির অতিপ্রয়োগ বা অপব্যবহার হইয়াছে।

(২) রাজ্য সরকার উপধারা (১) অনুসারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে যে কোনো নিবেদন (representation) করিবার একটি সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৩) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশের মাধ্যমে—যদি তাঁহার মতে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোনো সংকল্প বা আদেশ নির্বাহ অথবা এই আইন বা তদ্‌নিম্নে রচিত নিয়মাবলী অনুসারে বা ছত্রছায়ার অধীনে যে কোনো কার্য সম্পাদন যাহার সমাপ্তি আসন্ন বা করা হইতেছে, ঐ সংকল্প, বা আদেশ বা কার্যে এই আইন বা তদ্‌নিম্নে রচিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতার অতিপ্রয়োগ বা অপব্যবহার হইয়াছে অথবা সংকল্প, বা আদেশের নির্বাহ বা কার্যাদি সম্পাদন গুরুতর শান্তিভঙ্গ ঘটাইবার সম্ভাবনা বা জনসাধারণ বা কোনো জনসমষ্টির গুরুতর ক্ষতি বা অসন্তোষ ঘটাইবে—স্থগিত বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৪) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যখন উপধারা (৩) অনুসারে কোনো আদেশ রচনা করিবেন, তিনি অবিলম্বে উহার একটি প্রতিলিপি তৎসহ তাঁহার ইহা করার কারণের বিবরণ, রাজ্য সরকারে প্রেরণ করিবেন, যাঁহারা অবিলম্বে আদেশ প্রত্যাহরণ (rescind) অথবা নির্দেশ দিবেন যে সংপরিবর্তন সহ বা ব্যতীত ইহা স্থায়ীভাবে অথবা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ নির্দিষ্টকাল বলবৎ থাকিয়া যাইবে।

২১০। রাজ্য সরকার কর্তৃক সদস্য নিয়োগ :

রাজ্য সরকার তফসিলী জাতি বা তফসিলী উপজাতির দুইজন সদস্য এবং দুইজন মহিলাকে যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে সদস্য করিয়া নিয়োগ করিতে পারিবেন :

এই শর্ত যে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জিলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাজ্য সরকার এই নিয়োগ করিবেন।[১]

(ক) যদি তফসিলী জাতি বা তফসিলী উপজাতির দুই বা ততোধিক সদস্য অথবা দুইজন মহিলা এই আইন অনুসারে অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে নির্বাচিত হন অনুরূপ নিয়োগ করা যাইবে না; এবং

(খ) যদি কেবলমাত্র একজন তফসিলী জাতি বা তফসিলী উপজাতির সদস্য বা মহিলা এই আইন অনুসারে অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে নির্বাচিত হন অনুরূপ একটি নিয়োগ করা যাইবে।

২১১। রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ এবং জেলা পরিকল্পনা সমিতির ক্ষমতা :

রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ এবং জেলা পরিকল্পনা সমিতির যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কার্যাদি তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

২১২। রাজ্য সরকারের নির্দেশাদি :

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদ তাহাদের কৃত্যাদি সম্পাদনে এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে (in conformity with) সময় সময় রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ অনুদেশ (instruction) বা নির্দেশাদি তাহাদের প্রদান করা হইবে তদ্রূপ পরিচালিত হইবেন।

২১৩। প্রধান, উপ-প্রধান, সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতিকে অপসারণের ক্ষমতা :

(১) ধারা ১২-এর উপধারা (৩), ধারা ৯৮-এর উপধারা (৩) এবং ধারা ১৪৩-এর উপধারা (৩)-এ যাহাকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে, আদেশের মধ্যে উল্লিখিত তারিখ হইতে যে কোনো প্রধান বা উপ-প্রধান, যে কোনো সভাপতি বা সহকারী সভাপতি বা যে কোনো সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতিকে, তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন যদি উহার মতে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই আইনের বিধানসমূহ অথবা তদ্‌নিম্নে রচিত যে কোনো নিয়মাবলী বা আদেশ পালন না করেন বা

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা এই আইন অনুসারে তাঁহাকে প্রদত্ত ক্ষমতাদির অপব্যবহার করেন।

(২) রাজ্য সরকার উপধারা (১) অনুসারে কোনো আদেশ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে যে কোনো নিবেদন (representation) করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন।

২১৪। কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে অতিক্রমণ (supersede) করার রাজ্য সরকারের ক্ষমতা ঃ

(১) যদি রাজ্য সরকারের মতে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ—

(i) এই আইন বা অপর যে কোনো আইন দ্বারা বা অনুসারে ইহাতে আরোপিত কর্তব্যাদি সম্পাদন করিতে অযোগ্যতা প্রদর্শন করেন বা ক্রমাগত সম্পাদনে ব্যর্থ হন, অথবা

(ii) ইহার ক্ষমতাদির অতিপ্রয়োগ বা অপব্যবহার করেন।

রাজ্য সরকার, আদেশের মাধ্যমে, তজ্জন্য কারণসমূহ বিবৃত করিয়া, সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত হইবে, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে অতিক্রমণ করিতে পারিবেন এবং আদেশের উল্লিখিতব্য অনুরূপ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে---অনধিক ছয় মাস—ইহা পুনর্গঠনের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) রাজ্য সরকার উপধারা (১) অনুসারে কোনো আদেশ করিবার পূর্বে, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে যে কোনো নিবেদন করিবার একটি সুযোগ প্রদান করিবেন।

২১৫। অতিক্রমণের পরিণতি ঃ

(১) যখন ধারা ২১৪ অনুসারে অতিক্রমণের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তখন আদেশের তারিখ হইতে—

(ক) স্থল বিশেষে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সকল সদস্য এবং উহার স্থায়ী সমিতিসমূহের সকল সদস্য তাঁহাদের পদ রিক্ত করিবেন ;

(খ) এই আইনের বিধানসমূহ বা তদ্‌নিম্নে রচিত যে কোনো নিয়মে বা উপবিধি অথবা তৎসময় বলবৎ যে কোনো আইন অনুসারে, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ অথবা উহার যে কোনো স্থায়ী সমিতি কর্তৃক যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, কর্তব্যাদি পালন বা কৃত্যাদি সম্পাদন হইত, এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নিযুক্ত হইবেন সেরূপ কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা তাহা প্রয়োগ, পালন বা সম্পাদিত হইবে ;

(গ) স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে ন্যস্ত সকল সম্পত্তি রাজ্য সরকারে ন্যস্ত হইয়া থাকিবে যতক্ষণ না অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পুনর্গঠন হয়।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পুনর্গঠনে, স্থল বিশেষে, উপধারা (১)-এর দফা (খ) অনুসারে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ক্ষমতা আরোপে নিবৃত্ত থাকিবেন।

২১৬। ধর্মাধিকরণ হইতে নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান :

উপযুক্ত ধর্মাধিকরণের আদেশের কারণবশতঃ যেথায় কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ ইহাতে যে কোনো আইন দ্বারা বা অনুসারে প্রদত্ত বা আরোপিত ক্ষমতাদি, কর্তব্যাদি বা কৃত্যাদি প্রয়োগ বা সম্পাদনে অক্ষম, অনুরূপ অক্ষমতার নির্দিষ্ট স্থিতিকালে, অনুরূপ যে কোনো বা সকল ক্ষমতাদি, কর্তব্যাদি এবং কৃত্যাদি, রাজ্য সরকার যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ প্রণালীতে এবং সেরূপ কড়ারের অধীনে, স্থল বিশেষে, প্রয়োগ বা সম্পাদন করিতে রাজ্য সরকার যে কোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নিয়োগ করিতে পারিবেন।

২১৭। ক্ষণস্থায়ী বিধানসমূহ :

(১) যে কোনো অঞ্চলে এই আইন বলবৎ হইবার পর পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ অনুসারে উক্ত অঞ্চলে গঠিত যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চল পঞ্চায়েত অথবা পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ অনুসারে উক্ত অঞ্চলে স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদের জন্য রাজ্য সরকার যে কোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, স্থল বিশেষে, অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত,

আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদের সকল ক্ষমতা, কৃত্যাদি এবং কর্তব্যাদি প্রয়োগ, সম্পাদন এবং পালন করিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নিয়োগের সাথেই, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদের সকল সদস্য, যাহা সম্পর্কে, স্থল বিশেষে, অনুরূপ কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুরূপ সদস্যপদ রিক্ত করিবেন।

২১৮। নিরসন ঃ

(১) ধারা ৪-এর উপধারা (৪) অনুসারে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে [গ্রাম সভা, গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং ন্যায় পঞ্চায়েত সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭-এর বিধান-সমূহ গ্রামের স্থানিক (territorial) সীমার মধ্যে নিরসিত (repealed) হইয়া যাইবে এবং বঙ্গীয় গ্রাম স্ব-শাসন আইন, ১৯১৯ অনুসারে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের কৃত্যাদির অবসান হইবে][১]।

(২) ধারা ৯৪-এর উপধারা (৩) অনুসারে কোনো পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩-এর বিধানসমূহ ব্লকের স্থানিক সীমার মধ্যে নিরসিত হইয়া যাইবে।[২]

(৩) ধারা ১৪০-এর উপধারা (৩) অনুসারে কোনো জিলা পরিষদের পদাধিষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে জিলা পরিষদ সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩-এর বিধানসমূহ জেলার মধ্যে নিরসিত হইয়া যাইবে।

২১৯। ন্যস্তকরণ ঃ

ধারা ২১৮-তে উল্লিখিত বিধিবদ্ধ করা আইনের নিরসনের ফলে (in consequence of) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ অনুসারে গঠিত কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, ন্যায় পঞ্চায়েত বা অঞ্চল পঞ্চায়েত অথবা পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ অনুসারে স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদ

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৯-এর দফা (ক)-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত।

২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৯-এর দফা (খ) অনুসারে সংশোধিত।

[অথবা যখন বঙ্গীয় গ্রাম স্ব-শাসন আইন, ১৯১৯ অনুসারে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ড যে কোনো অঞ্চলে কৃত্যাদি পালনে বিরত][১]—

(ক) ধারা ২১৭ অনুসারে যদি কোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, স্থল বিশেষে, অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদ সম্পর্কে নিযুক্ত হইয়া থাকেন সকল কৃত্যাদি পালন করা হইতে বিরত হইবেন,

(খ) সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি এবং সকল পরিসম্পৎ (assets)—

(i) অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত অনুরূপ অঞ্চলে এই আইন অনুসারে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিতব্য অনুরূপ বিভাজন (allocation) অনুসারে ন্যস্ত হইবে এবং অনুরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে,

(ii) অনুরূপ অঞ্চল পঞ্চায়েতে ন্যস্ত অনুরূপ অঞ্চলে এই আইন অনুসারে গঠিত সেইরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিতব্য অনুরূপ বিভাজন অনুসারে ন্যস্ত হইবে এবং অনুরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে,

(iiক)[২] অনুরূপ ইউনিয়ন বোর্ডে ন্যস্ত অনুরূপ অঞ্চলে এই আইন অনুসারে গঠিত সেইরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিতব্য অনুরূপ বিভাজন অনুসারে ন্যস্ত হইবে এবং অনুরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে,

(iii) অনুরূপ আঞ্চলিক পরিষদে ন্যস্ত অনুরূপ অঞ্চলে এই আইন অনুসারে গঠিত সেইরূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতিসমূহে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিতব্য অনুরূপ বিভাজন অনুসারে ন্যস্ত হইবে এবং অনুরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে,

(iv) অনুরূপ জিলা পরিষদে ন্যস্ত এই আইন অনুসারে গঠিত জিলা পরিষদে ন্যস্ত হইবে ;

(গ) সকল অর্জিত স্বত্ব, গৃহীত সকল ঋণ এবং দায়িত্ব, কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্য সকল বিষয় এবং জিনিষ পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত—

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ১০-এর দফা (ক)-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ১০-এর দফা (খ)-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

(i) অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দফা (খ)-এর উপ-দফা (১) অনুসারে যেরূপ নিধারিত হইবে, অনুরূপ অঞ্চলে এই আইন অনুসারে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা অর্জিত, গৃহীত বা কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্য পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত হইয়াছে বিবেচিত হইবে,

(ii) অনুরূপ অঞ্চল পঞ্চায়েত দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দফা (খ)-এর উপদফা (২) অনুসারে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, অনুরূপ অঞ্চলে এই আইন অনুসারে গঠিত সেইরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা অর্জিত গৃহীত বা কর্মে নিযুক্ত করিবারজন্য পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত হইয়াছে বিবেচিত হইবে,

(iiক)১ অনুরূপ ইউনিয়ন বোর্ডের দ্বারা, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দফা (খ)-এর উপদফা (iiক) অনুসারে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, অনুরূপ অঞ্চলে এই আইন অনুসারে গঠিত সেইরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা অর্জিত, গৃহীত বা কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্য পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত হইয়াছে বিবেচিত হইবে,

(iii) অনুরূপ আঞ্চলিক পরিষদ দ্বারা, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দফা (খ)-এর উপদফা (iii) অনুসারে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, অনুরূপ অঞ্চলে এই আইন অনুসারে গঠিত সেইরূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা অর্জিত, গৃহীত বা কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্য পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত হইয়াছে বিবেচিত হইবে,

(iv) অনুরূপ জিলা পরিষদ দ্বারা, এই আইন অনুসারে গঠিত জিলা পরিষদ দ্বারা অর্জিত, গৃহীত বা কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্য পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত হইয়াছে বিবেচিত হইবে ;

(ঘ) [বঙ্গীয় গ্রাম স্ব-শাসন আইন, ১৯১৯ অনুসারে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ড][২] অথবা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ অনুসারে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চল পঞ্চায়েত অথবা পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ অনুসারে স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদের পক্ষে বা বিপক্ষে রুজু-কৃত অথবা এই আইন অনুসারে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ পদাধিষ্ঠিত না হইলে রুজু হইতে পারিত সকল মামলা বা ভিন্নতর

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন ১৯৭৮-এর ধারা ১০-এর দফা (গ)-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ১০-এর দফা (ঘ)-এর উপদফা (i)-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

বিধিমতে কার্যাবলী, স্থল বিশেষে, দফা (খ)-এর উপদফা (i), (ii), [iiক][১] বা (iii) অনুসারে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেরূপ স্থিরীকৃত, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পক্ষে বা বিপক্ষে চালু রাখা বা রুজু করা যাইবে এবং এরূপ গঠন ও প্রতিষ্ঠার অব্যবহিতপূর্বে অমীমাংসিত সকল মামলায় বা ভিন্নতর বিধিমত কার্যাবলীতে এই আইন অনুসারে গঠিত অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ অনুকল্পিত হইয়া যাইবে ;

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ অনুসারে গঠিত ন্যায় পঞ্চায়েত সমীপে অমীমাংসিত সকল মামলা এবং মোকদ্দমা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেরূপ স্থির হইবে এই আইন অনুসারে গঠিত অনুরূপ ন্যায় পঞ্চায়েতে স্থানান্তরিত হইয়াছে বিবেচিত হইবে ;

(চ) নিযুক্ত ব্যক্তিগণ—

(i) অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক এবং এই আইন অনুসারে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত পদাধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে পদাভিষিক্ত থাকিলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেরূপ স্থির হইবে অনুরূপ অঞ্চলের জন্য এই আইন অনুসারে গঠিত সেরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা নিযুক্ত বিবেচিত হইবেন,

(ii) অনুরূপ অঞ্চল পঞ্চায়েত কর্তৃক এবং এই আইন অনুসারে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ পদাধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে পদাভিষিক্ত থাকিলে নিধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেরূপ স্থির হইবে অনুরূপ অঞ্চলের জন্য এই আইন অনুসারে গঠিত সেরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা নিযুক্ত বিবেচিত হইবেন,

(iiক)[২] অনুরূপ ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক এবং আইন অনুসারে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ পদাধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে পদাভিষিক্ত থাকিলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেরূপ স্থির হইবে অনুরূপ অঞ্চলের জন্য এই আইন অনুসারে গঠিত সেরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা নিযুক্ত বিবেচিত হইবেন,

---

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ১০-এর দফা (ঘ)-এর উপদফা (i)-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

২ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ১০-এর দফা (ঙ)-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

(iii) অনুরূপ আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক এবং এই আইন অনুসারে গঠিত পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতিসমূহ পদাধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে পদাভিষিক্ত থাকিলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেরূপ স্থির হইবে অনুরূপ অঞ্চলের জন্য এই আইন অনুসারে গঠিত সেরূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের দ্বারা নিযুক্ত বিবেচিত হইবেন,

(iv) অনুরূপ জিলা পরিষদ কর্তৃক এবং এই আইন অনুসারে গঠিত জিলা পরিষদ পদাধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে পদাভিষিক্ত থাকিলে অনুরূপ জিলা পরিষদের দ্বারা এই আইন অনুসারে গঠিত, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে, যাহা অনুরূপ পদাধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহারা অধিকারী ছিলেন তদপেক্ষা কম সুবিধাজনক নহে, নিযুক্ত হইয়াছেন বিবেচিত হইবেন ;

(ছ) জেলা পর্ষদে প্রযোজ্য বঙ্গীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন, ১৮৮৫ অথবা [ইউনিয়ন বোর্ড প্রযোজ্য বঙ্গীয় গ্রাম স্ব-শাসন আইন, ১৯১৯][১] অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ এবং জিলা পরিষদে প্রযোজ্য পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ বা জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩-এর বিধান-সমূহ অনুসারে সময় সময় রচিত এবং প্রচারিত সকল নিয়মাবলী, আদেশ, উপবিধি এবং প্রজ্ঞাপণসমূহ এবং এই আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদ পদাধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে প্রচলিত, অনুরূপ পদাধিষ্ঠিত হইবার পর, এই আইনের বিধানসমূহের সহিত যতখানি সামঞ্জস্যহীন নহে ততখানি বলবৎ থাকিবে—যতক্ষণ না তাহারা নিরসিত বা সংশোধিত হয়।

২২০। অভিযোগ :

উপবিধি ভঙ্গের জন্য এই আইন অনুসারে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের দ্বারা অথবা স্থল বিশেষে, অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক এতৎপক্ষে অনুমোদিত যে কোনো ব্যক্তির দ্বারা ধর্মাধিকরণে অভিযোগ রুজু হইতে পারিবে।

২২১। বকেয়া আদায় :

এই আইন অনুসারে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয়) সংশোধক আইন, ১৯৭৮ এর ধারা ১০-এর দফা (চ)-এর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

পরিষদ কর্তৃক আরোপযোগ্য সকল বকেয়া কর, পথকর, অভিকর এবং ফী-সমূহ, যে কোনো ভিন্নতর আদায়-প্রণালীর ক্ষতি সাধন না করিয়া, সরকারী প্রাপ্য হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২২২। অসুবিধাসমূহ অপসারণের জন্য বিধানসমূহ :

এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করিতে যদি কোনো অসুবিধা উদ্ভূত হয় রাজ্য সরকার উহার নিকট স্পষ্টত যেরূপ প্রয়োজন বা অনুরূপ অসুবিধা অপসারণের উদ্দেশ্যে বিধেয় প্রতীয়মান হইবে সেরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ অথবা এই আইনের বিধানসমূহের সহিত সামঞ্জস্যহীন নহে সেরূপ আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন।

২২৩। উপবিধিসমূহ :

(১) কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ, এই আইন অনুসারে কৃত্যাদি সম্পাদনে ইহাকে অধিকারী করিবার জন্য, রাজ্য সরকারের প্রাক্ অনুমোদন লইয়া, এই আইনের বিধানসমূহ বা তদ্‌নিম্নে রচিত নিয়মাবলীর সহিত সামঞ্জস্যহীন নহে, উপবিধিসমূহ রচনা করিতে পরিবেন।

(২) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, যে কোনো উপবিধি প্রত্যাহরণ করিতে পাবিবেন এবং তৎকারণে অনুরূপ উপবিধির কার্যকারিতার অবসান হইবে।

(৩) উপধারা (১) অনুসারে উপবিধি প্রণয়ন করিতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ ব্যবস্থা রাখিবেন যে তাহা ভঙ্গে এক শত টাকা পর্যন্ত জরিমানার দ্বারা দণ্ডনীয় এবং অপরাধী অনুরূপ ভঙ্গের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবার পর যেক্ষেত্রে ভঙ্গক্রমান্বয়ে চলিবে সেক্ষেত্রে ভঙ্গকালীন সময়ের প্রতিদিনের জন্য অধিকন্তু দশ টাকা জরিমানা হইবে।

২২৪। নিয়মাবলী প্রণয়নে ক্ষমতা :

(১) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পালনের জন্য রাজ্য সরকার, পূর্ব-প্রকাশনার পর, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) পূর্বোল্লিখিত ক্ষমতার সাধারণত্বের হানি না করিয়া এবং বিশেষতঃ সকল বা যে কোনো বিষয়ের জন্য যাহা এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে নির্ধারিত হওয়া অথবা নিয়মাবলীর দ্বারা ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক অনুরূপ নিয়মাবলী ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৩) এই আইন অনুসারে প্রণীত সকল নিয়মাবলী সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত হইবে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যদি না পরবর্তী কোনো তারিখ নির্দিষ্ট হয়, অনুরূপ প্রকাশনার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

(৪) এই আইন অনুসারে প্রণীত সকল নিয়মাবলী যত শীঘ্র সম্ভবপর তাহা প্রণীত হইবার পর অন্যূন চোদ্দ দিনের জন্য রাজ্য বিধান মণ্ডলের সম্মুখে উপস্থাপিত থাকিবে এবং রাজ্য বিধান মণ্ডল সত্রের (Session) মধ্যে যাহাতে উহারা এরূপ উপস্থাপিত যেরূপ প্রণয়ন করিবেন সেরূপ সংপরিবর্তন সাপেক্ষ হইবে। রাজ্য বিধান মণ্ডল কর্তৃক কৃত উক্ত নিয়মাবলীর যে কোনো সংপরিবর্তন সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত হইবে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যদি না পরবর্তী কোনো তারিখ নির্দিষ্ট হয়, অনুরূপ প্রকাশনার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

প্রথম তফসিল

চৌকীদার এবং দফাদার কর্তৃক প্রতিবেদ্য অপরাধসমূহ

(ধারা ৩৯ দ্রষ্টব্য)

হত্যা, দোষাবহ নরহত্যা, ধর্ষণ (অপরাধী ধর্ষিতা মহিলার স্বামী নন), ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, অগ্নিসংযোগে ক্ষতিসাধন, ঘর-ভাঙ্গা, পত্র-মুদ্রা, মুদ্রা বা ডাকটিকিট জাল করা বা জাল করিবার উদ্দেশ্যে সাধিত্রাদি (instruments) বা মাল মশলা রাখা, গুরুতর আঘাত করা, দাঙ্গা, বুদ্ধিভ্রংশকারী ঔষধ প্রয়োগ, অপহরণ, সরকারী কর্মচারী হিসাবে মিথ্যা পরিচয় প্রদান, বিনা অনুজ্ঞাপত্রে আগ্নেয় অস্ত্র তৈয়ারী, বিক্রয় বা রাখা এবং অনুজ্ঞাপত্র ছাড়া আগ্নেয় অস্ত্র লইয়া চলা, উক্ত অপরাধ সংঘটনার প্রয়াস, প্রস্তুতি এবং ষড়যন্ত্র এবং সহায়তা।

দ্বিতীয় তফসিল

ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য অপরাধসমূহ

খণ্ড—ক

(ধারা ৫১ এবং ৫২ দ্রষ্টব্য)

১। গৃহপালিত পশুর অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১-এর ধারা ২৬ ও ২৭ অনুসারে অপরাধসমূহ।

২। বিধিবদ্ধ করা আইনসমূহ (ভারতীয় দণ্ড সংহিতা এবং এই আইন ব্যতীত) বা তদ্‌নিম্নে প্রণীত যে কোনো নিয়মাবলী বা উপবিধিসমূহ অনুসারে অপরাধসমূহ যাহা পঞ্চাশ টাকা অবধি জরিমানায় দণ্ডনীয়।

৩। আরক্ষ আইন, ১৮৬১-এর ধারা ৩৪ অনুসারে অপরাধসমূহ।

৪। বঙ্গীয় খেয়াঘাট আইন, ১৮৮৫ অনুসারে অপরাধসমূহ, উহার ধারা ২৮ এবং ৩০ অনুসারে অপরাধসমূহ ব্যতীত।

৫। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার নিম্নলিখিত ধারাসমূহ অনুসারে অপরাধসমূহ, যথা ধারা ১৬০, ২৬৯, ২৭৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯৪, ৩২৩, ৩৪১, ৩৫২, ৩৫৮, ৪২৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৫০৪ ও ৫১০ এবং যেক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েতের মতে সম্পত্তির মূল্য দুই শত টাকার অধিক নহে ধারা ৩৭৯ এবং ৪১১।

খণ্ড—খ

ভারতীয় দণ্ড সংহিতার নিম্নলিখিত ধারাসমূহ অনুসারে অপরাধসমূহ, যথা ধারা ২৮৩, ৪২৮, ৪৩০, ৪৩১, ৫০৬ এবং ৫০৯ ; এবং যেক্ষেত্রে শাসকের মতে সম্পত্তির মূল্য দুই শত টাকার অধিক নহে ধারা ৪০৩।

তৃতীয় তফসিল[1]

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের করণীয় শপথ বা প্রতিজ্ঞা।

ফরম

[ধারা ১৯৭ দ্রষ্টব্য]

ক, খ

............গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/জিলা পরিষদের............ পদাধিকার বলে সদস্য অথবা নির্বাচিত/নিযুক্ত সদস্য ভগবানের নামে/পরম গুরুত্বের সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি অকপট বিশ্বাস এবং আনুগত্য পোষণ করিব, এবং আমি বিশ্বস্ততার সহিত কর্তব্যাদি পালন করিব যাহাতে আমি ব্রতী হইতেছি।

টীকা ১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (চতুর্থ) সংশোধক আইন, ১৯৭৮-এর ধারা ৬-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত।

* গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদির নাম যেটি প্রযোজ্য লিখিত হইবে বাকি অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ক, খ স্থানে সদস্যের নাম হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (পশ্চিমবঙ্গ আইন, ৪১, ১৯৭৩)-এর ২২৪ ধারার মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, উক্ত ধারার উপধারা (১) দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত, পূর্ব প্রকাশনার পর, ২৪/১১/১৯৭৫ তারিখের ১৯৩২৫/পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্যপাল নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা ঃ

নিয়মাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫ নামে অভিহিত হইবে।[১]

২। সংজ্ঞার্থসমূহ ঃ

(১) এই নিয়মাবলীতে—

(ক) 'আইন' অর্থে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ ;

(খ) 'ফরম' অর্থে এই নিয়মাবলীর সহিত যুক্ত এবং উহার বাংলা বা নেপালী অনুবাদ ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(গ) 'ধারা' অর্থে এই আইনের ধারা ;

(২) এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত দ্যোতনাসমূহের (expressions), পক্ষান্তরে সংজ্ঞায়িত নহে, এই আইনে যথাক্রমে উহাতে আরোপিত অর্থ হইবে।

(৩) বঙ্গীয় সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৯ (আইন ১, ১৮৯৯) যেরূপ পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলের যে কোন আইন ব্যাখ্যানে প্রযুক্ত হয় তদ্রূপ ইহা এই নিয়মাবলী ব্যাখ্যানে প্রযুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৩। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ-প্রধান নির্বাচন :

(১) ধারা ৪-এর উপধারা (৪) অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন সরকারী ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপিত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব হইবে কিন্তু প্রজ্ঞাপনের

টীকা ১ ১।১২।১৯৭৫ তারিখের বিশেষ কলিকাতা ঘোষপত্রে প্রকাশিত।

তারিখ হইতে অনধিক পনের দিন অথবা জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অধিকন্তু মঞ্জুরীকৃত, এতৎপক্ষে সঙ্গত কারণসমূহ তাঁহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে, অনুরূপ সময়ের মধ্যে ধারা ৯-এর উপধারা (২)-এর প্রয়োজনে নিযুক্ত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ শপথ গ্রহণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচনের জন্য অনুরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্যের একটি সভা—তারিখ, স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া এবং ফরম ১-এ এতৎসম্বন্ধে লিখিত নোটিশ সভার নির্দিষ্ট তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সদস্যের উপর জারি করাইয়া আহ্বান করিবেন।

(২) ফরম ২-এ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিতব্য অনুরূপ আধিকারিকের দ্বারা অনুরূপ সভার সভাপতিত্ব হইবে এবং নির্বাচনে অনুরূপ আধিকারিক ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না।

(৩) সভার তারিখে যদি ধারা ১৬-এর উপধারা (৩)-এ যেরূপ শর্ত আরোপিত গণপূর্তি (quorum) না হয় অগ্রাধিকারিক (Presiding Officer) সভা মুলতবী রাখিবেন। ঐ মুলতবী সভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে তদ্রূপ তারিখ, স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নোটিশ করা সম্পর্কিত উপনিয়ম (১)-এ উল্লিখিত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে :

এই শর্ত যে, কোনো মুলতবী সভায় গণপূর্তির প্রয়োজন হইবে না।

(৪) সদস্যগণ যাঁহারা ধারা ১৯৭ অনুসারে শপথ গ্রহণে নির্দেশিত, আসন গ্রহণের পূর্বে, ফরম ৩-এ একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞাপত্র অগ্রাধিকারিকের সম্মুখে রচনা এবং স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) সভা আরম্ভের অব্যবহিত পরে অগ্রাধিকারিক উপস্থিত সকল সদস্যদেব সন্তুষ্ট করিবেন যে ব্যালট বাক্স খালি এবং তৎক্ষণাৎ ইহা বন্ধ এবং শীলমোহর করিবেন। অগ্রাধিকারিকের দৃষ্টির মধ্যে ব্যালট বাক্স স্থাপিত হইবে।

(৬) উপস্থিত সদস্যদের অগ্রাধিকারিক ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন প্রধান নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর নাম প্রস্তাব এবং সমর্থনের আহ্বান জানাইবেন। তিনি প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নাম তৎসহ প্রস্তাবকদের এবং সমর্থনকারীদের নাম নথিভুক্ত করিবেন। তাঁহার দ্বারা প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত হইবার পর যে কোনো প্রস্তাব তিনি বাতিল করিবেন।

(৭) যদি একজন প্রার্থী প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হয় অগ্রাধিকারিক ফরম ৪-এ তাঁহাকে যথাযথভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন। যদি একাধিক প্রার্থী প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হয়, অগ্রাধিকারিক ফরম ৫-এ প্রার্থীদের নাম পদবীর আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে সাজাইয়া যত সদস্য উপস্থিত থাকিবেন ততগুলি ব্যালট পেপার প্রস্তুত করাইবেন এবং প্রত্যেক ব্যালট পেপারের পৃষ্ঠদেশে তাঁহার স্বাক্ষর দানের পর অনুরূপ একটি ব্যালট পেপার প্রত্যেক উপস্থিত সদস্যকে দিবেন। অতঃপর অগ্রাধিকারিক পালাক্রমে প্রত্যেক সদস্যকে, সেইরূপ স্থাপিত টেবিলেতে যাহাতে অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে দেখাশোনা করিতে না পারে, তিনি যাঁহাকে ভোট প্রদানে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নামের বিপরীত দিকে এতদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থাকৃত স্থানে '×' চিহ্ন দ্বারা তাঁহার ভোট চিহ্নিত করিতে, ইহা ভাঁজ করিতে এবং ব্যালট বাক্সের ভিতর ঢুকাইতে অনুরোধ করিবেন। ভোটদান সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরে, উপস্থিত সদস্যদের সম্মুখে অগ্রাধিকারিক ব্যালট বাক্স খুলিবেন, উহা হইতে ব্যালট পেপারগুলি বাহির করিবেন, উহাদের গণনা করিবেন এবং উহার সংখ্যা ফরম ৬-এ লিপিবদ্ধ করিবেন। অগ্রাধিকারিক যে কোনো ব্যালট পেপার যাহা, তাঁহার মতে, নির্বাচক কাহাকে তাঁহার ভোট দিয়াছেন সে সম্পর্কে যুক্তি-সম্মত সন্দেহ জাগায় বাতিল করিতে পারিবেন। এরূপ বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের উপর অগ্রাধিকারিক কর্তৃক এতৎ সম্পর্কে একটি মন্তব্য করিতে হইবে এবং ইহা গণনার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। অগ্রাধিকারিক ফরম ৭-এ যিনি সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন যথাযথভাবে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঘোষণা করিবেন। যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রার্থীর পক্ষে সমসংখ্যক ভোট লিপিবদ্ধ হইবে, অগ্রাধিকারিক যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন অনুরূপ প্রণালীতে অনুরূপ প্রার্থীদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং তৎকারণে ঐ ধরনে নির্বাচিত প্রার্থী যথাযথভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত ঘোষিত হইবেন।

(৮) প্রধান নির্বাচনের পর, পূর্বোক্ত প্রণালীতে উপ-প্রধানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৯) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রাধিকারিক প্রধান এবং উপ-প্রধানের নাম পাঠাইয়া দিবেন যিনি অঞ্চলের মধ্যে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ প্রণালীতে সদৃশ জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ

জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারের নিকট প্রধান এবং উপ-প্রধানের নাম জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করিবেন। রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক সরকারী ঘোষপত্রে প্রধান এবং উপ-প্রধানের নাম জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন।

(১০) প্রধান অথবা উপ-প্রধানের নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজপত্র নিরাপদ জিম্মার জন্য অগ্রাধিকারিক কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ছয় মাসের জন্য কাগজপত্রাদি নিরাপদ জিম্মায় রাখিবেন যাহার পর উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহকারী সভাপতির নির্বাচন :

(১) ধারা ৯৪-এর উপধারা (৩) অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন সরকারী ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপিত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব হইবে, কিন্তু প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে অনধিক পনের দিন অথবা জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অধিকন্তু মঞ্জুরীকৃত, এতৎপক্ষে সঙ্গত কারণসমূহ তাহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে, অনুরূপ সময়ের মধ্যে ধারা ৯৮-এর উপধারা (২)-এর প্রয়োজনে নিযুক্ত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ শপথ গ্রহণ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচনের জন্য অনুরূপ পঞ্চায়েত সমিতির সকল সদস্যের একটি সভা—তারিখ, স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া এবং ফরম ১-এ এতৎসম্বন্ধে লিখিত নোটিশ সভার নির্দিষ্ট তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্যেক সদস্যের উপর জারি করাইয়া—আহ্বান করিবেন।

(২) ফরম ২-এ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিতব্য, ঘোষিত আধিকারিকের (Gazetted Officer) পদমর্যাদার নিম্নে নহে, অনুরূপ আধিকারিকের দ্বারা অনুরূপ সভার সভাপতিত্ব হইবে এবং নির্বাচনে অনুরূপ আধিকারিক ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না।

(৩) সভার তারিখে যদি ধারা ১০৫-এর উপধারা (৩)-এ যেরূপ শর্ত আরোপিত গণপূর্তি (quorum) না হয় অগ্রাধিকারিক সভা মুলতবী রাখিবেন। ঐ মুলতবী সভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে

তদ্রূপ তারিখ, স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নোটিশ করা সম্পর্কিত উপনিয়ম (১)-এ উল্লিখিত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে :

এই শর্ত যে, কোনো মুলতবী সভায় গণপূর্তির প্রয়োজন হইবে না।

(৪) অতঃপর অগ্রাধিকারিক নিয়ম ৩-এর উপনিয়ম (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (৯) এবং (১০)-এ যেরূপ রচিত সদৃশ প্রণালীতে সভাপতি বা সহকারী সভাপতির নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৫। জিলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন :

(১) ধারা ১৪০-এর উপধারা (৩) অনুসারে জিলা পরিষদ গঠন সরকারী ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপিত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব হইবে কিন্তু প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে অনধিক পনের দিন অথবা জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অধিকন্তু মঞ্জুরীকৃত, এতৎপক্ষে সঙ্গত কারণসমূহ তাঁহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে, সময়ের মধ্যে, ধারা ১৪৩-এর উপধারা (২)-এর প্রয়োজনে নিযুক্ত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ শপথ গ্রহণ এবং জিলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচনের জন্য জিলা পরিষদের সকল সদস্যদের একটি সভা—তারিখ, স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া এবং ফরম ১-এ এতৎসম্বন্ধে লিখিত নোটিশ সভার নির্দিষ্ট তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে জিলা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের উপর জারী করাইয়া—আহ্বান করিবেন।

(২) ফরম ২-এ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিতব্য, ঘোষিত আধিকারিকের (Gazetted Officer) পদমর্যাদার নিম্নে নহে, অনুরূপ আধিকারিকের দ্বারা এরূপ সভার সভাপতিত্ব হইবে এবং নির্বাচনে অনুরূপ আধিকারিক ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না।

(৩) সভার তারিখে যদি ধারা ১৫০-এর উপধারা (৩)-এ যেরূপ শর্ত আরোপিত গণপূর্তি না হয়, অগ্রাধিকারিক সভা মুলতবী রাখিবেন। ঐ মুলতবী সভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে তদ্রূপ তারিখ, স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং জিলা পরিষদের সদস্যদের নোটিশ করা সম্পর্কিত উপনিয়ম (১)-এ উল্লিখিত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে :

এই শর্ত যে, কোনো মুলতবী সভায় গণপূর্তির প্রয়োজন হইবে না।

(৪) অতঃপর অগ্রাধিকারিক নিয়ম ৩-এর উপনিয়ম (৪), (৫), (৬), (৭) (৮), (৯) এবং (১০)-এ যেরূপ রচিত সদৃশ প্রণালীতে সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতির নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৬। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান. পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এবং জিলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির পদত্যাগ এবং পদের নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণ :

(১) যত শীঘ্র সম্ভব হইবে কিন্তু মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কারণের জন্য প্রধান বা উপ-প্রধান অথবা সভাপতি বা সহকারী সভাপতি অথবা সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদের যে কোনো রিক্তির তারিখ হইতে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে অথবা জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অধিকন্তু মঞ্জুরীকৃত—এতৎপক্ষে সঙ্গত কারণসমূহ তাঁহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে—সময়ের মধ্যে, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কোনো প্রধান বা উপ-প্রধান, কোনো সভাপতি বা সহকারী সভাপতি, কোনো সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নির্বাচনের জন্য সকল সদস্যদের একটি সভা—তারিখ, স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া এবং ফরম ১-এ এতৎসম্বন্ধে লিখিত নোটিশ অনুরূপ সভার নির্দিষ্ট তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে প্রত্যেক সদস্যের উপর জারি করাইয়া—আহ্বান করিবেন।

(২) সভার তারিখে যদি ধারা ১৬-এর উপধারা (৩), ধারা ১০৫-এর উপধারা (৩) অথবা ধারা ১৫০-এর উপধারা (৩)-এ যেরূপ শর্ত আরোপিত গণপূর্তি না হয়, স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ সভা মুলতবী রাখিবেন। ঐ মুলতবী সভা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে তদ্রূপ তারিখ, স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সদস্যদের নোটিশ করা সম্পর্কিত উপনিয়ম (১)-এ উল্লিখিত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে :

এই শর্ত যে, কোনো মুলতবী সভায় গণপূর্তির প্রয়োজন হইবে না।

(৩) অতঃপর, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জিলা পরিষদ নিয়ম ৩-এর উপনিয়ম (৫), (৬), (৭), (৮) এবং (৯)-এ যেরূপ রচিত সদৃশ প্রণালীতে, যতদূর প্রযোজ্য, স্থল বিশেষে, প্রধান বা উপ-প্রধান, সভাপতি বা সহকারী সভাপতি অথবা সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির নির্বাচন পরিচালনা করিবেন

(৪) নৈমিত্তিক পদরিক্তি পূরণ করিতে কোনো নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক ছয় মাসের জন্য নিরাপদ জিম্মায় থাকিবে যাহার পর উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৭। পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির সদস্যদের সংখ্যা :

ধারা ১২৪-এর উপধারা (২)-এর দফা (খ) অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের দ্বারা প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন যাহার সংখ্যা নিম্নলিখিত মত হইবে :

(১)	(২)
ধারা ৯৪(২) অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সংখ্যা	পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যদের সংখ্যা
১০ এবং নিম্নে	৩
১১ হইতে ২৫	৪
২৬ এবং উর্ধে	৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৮। পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নির্বাচন :

(১) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনের তারিখ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে [অথবা জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অধিকন্তু মঞ্জুরীকৃত, এতৎপক্ষে সঙ্গত কারণসমূহ তাঁহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে, অনুরূপ সময়ের মধ্যে][১] মহকুমা আধিকারিক ধারা ১২৪-এর উপধারা (২)-এর দফা (খ) অনুসারে স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের একটি সভা—তারিখ, স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া এবং ফরম ১-এ এতৎসম্বন্ধে

টীকা ১ এই অংশ পরবর্তী কালে সন্নিবেশিত। ১১।১।৭৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন ১৪১ পঞ্চ নম্বর দ্রষ্টব্য।

লিখিত নোটিশ এতদুদ্দেশ্যে সভার নির্দিষ্ট তারিখের অন্যূন দশ দিন পূর্বে পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্যেক সদস্যের উপর জারি করাইয়া—আহ্বান করিবেন।

(২) ফরম ২-এ মহকুমা আধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিতব্য, ঘোষিত আধিকারিকের (Gazetted Officer) পদমর্যাদার নিম্নে নহে, অনুরূপ আধিকারিকের দ্বারা অনুরূপ সভার সভাপতিত্ব হইবে এবং নির্বাচনে অনুরূপ আধিকারিক ভোট প্রদানে অধিকারী হইবেন না।

(৩) সভার তারিখে যদি ধারা ১০৫-এর উপধারা (৩)-এ যেরূপ শর্ত আরোপিত গণপূর্তি না হয় অগ্রাধিকারিক সভা মুলতবী রাখিবেন [যাহা মহকুমা আধিকারিক কর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে।][১] ঐ মুলতবী সভা মহকুমা আধিকারিক কর্তৃক যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে তদ্রূপ তারিখ, স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নোটিশ করা সম্পর্কিত উপনিয়ম (১)-এ উল্লিখিত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে।

(৪) সভা আরম্ভের অব্যবহিত পরে অগ্রাধিকারিক উপস্থিত সকল সদস্যদের সন্তুষ্ট করিবেন যে ব্যালট বাক্‌সগুলি খালি এবং তৎক্ষণাৎ উহাদের বন্ধ এবং শীলমোহর করিবেন। যতগুলি স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হইবে ততগুলি তথায় ব্যালট বাক্‌স থাকিবে, প্রত্যেকটি ব্যালট বাক্‌সে স্থায়ী সমিতির নামের ছাপ থাকিবে যাহার জন্য ইহা নির্দিষ্ট। ব্যালট বাক্‌স অগ্রাধিকারিকের দৃষ্টির মধ্যে স্থাপিত হইবে।

(৫) স্থায়ী সমিতির নির্বাচন ধারা ১২৪-এর উপধারা (১)-এ যেরূপ উল্লিখিত সদৃশ ক্রমে একটির পর অপরটি পরিচালিত হইবে।

(৬) স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচনের জন্য ধারা ১২৪-এর উপধারা (৩)-এর বিধানসমূহের সহিত সঙ্গতি বজায় রাখিয়া উপস্থিত সদস্যদের প্রার্থীর নাম প্রস্তাব ও সমর্থনের জন্য অগ্রাধিকারিক আহ্বান জানাইবেন। তিনি প্রস্তাবিত সদস্যদের নাম তৎসহ প্রস্তাবকদের এবং সমর্থনকারীদের নাম নথিভুক্ত করিবেন। যদি প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত প্রার্থীর সংখ্যা নিয়ম ৭ অনুসারে নির্ধারিত আসন সংখ্যার সমান বা কম হয়, অগ্রাধিকারিক ফরম ৪-এ তাঁহাদের যথাযথভাবে নির্বাচিত স্থায়ী সমিতির সদস্য ঘোষণা করিবেন।

(৭) উপনিয়ম (৬) অনুসারে ঘোষিত নির্বাচিত প্রার্থীদের সংখ্যা যখন নির্ধারিত আসন সংখ্যা অপেক্ষা কম, মহকুমা আধিকারিক সংখ্যা পূরণ করিতে

টীকা ১ এই অংশটি অপ্রয়োজনীয়—বাতিল করা বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের একটি নূতন সভা আহ্বান করিবেন এবং সদস্যদের নোটিশ করা সম্পর্কিত উপনিয়ম (১)-এ উল্লিখিত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে।

(৮) যদি স্থায়ী সমিতির নির্ধারিত আসন সংখ্যা অপেক্ষা অধিক প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হয়, অগ্রাধিকারিক ফরম ৫-এ যত সদস্য উপস্থিত থাকিবেন ততগুলি ব্যালট পেপার তৈয়ারী করাইবেন, প্রত্যেক ব্যালট পেপার স্থায়ী সমিতির নামযুক্ত হইবে এবং স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নাম তাঁহাদের পদবীর আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে সজ্জিত থাকিবে।

(৯) অগ্রাধিকারিক অনুরূপ প্রত্যেক ব্যালট পেপারের পৃষ্ঠদেশে তাঁহার স্বাক্ষরের পর উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যকে একটি ব্যালট পেপার দিবেন। অতঃপর অগ্রাধিকারিক প্রত্যেক সদস্যকে, সেইরূপ স্থাপিত টেবিলেতে, যাহাতে অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে দেখাশোনা করিতে না পারে, সদস্য যাঁহাকে ভোট প্রদানে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে প্রার্থী বা প্রার্থীদের নামের বিপরীত দিকে এতদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থাকৃত স্থানে '×' চিহ্ন দ্বারা তাঁহার ভোট চিহ্নিত করিতে, ভাঁজ করিতে এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির ছাপযুক্ত ব্যালট বাক্সের ভিতর ঢুকাইয়া দিতে আহ্বান জানাইবেন।

(১০) ভোটদান সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরে, সদস্যদের উপস্থিতিতে, আধিকারিক ব্যালট বাক্স খুলিবেন। উহা হইতে ব্যালট পেপারগুলি বাহির করিবেন এবং ফরম ৬-এ উহার সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(১১) অগ্রাধিকারিক যে কোনো ব্যালট পেপার যাহা তাঁহার মতে, নির্বাচক কাহাকে তাঁহার ভোট দিয়াছেন সে সম্পর্কে যুক্তিসম্মত সন্দেহ জাগায়, এরূপ ব্যালট পেপারের উপর অগ্রাধিকারিক কর্তৃক এতৎ সম্পর্কে একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার পর বাতিল করিতে পারিবেন। তিনি ফরম ৭-এ নির্ধারিত সংখ্যার প্রার্থীদের যাঁহারা বৃহত্তর সংখ্যায় ভোট পাইয়াছেন যোগ্যতা ক্রমে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদস্য হিসাবে ঘোষণা করিবেন।

(১২) যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রার্থীর পক্ষে সমসংখ্যক ভোট লিপিবদ্ধ, অগ্রাধিকারিক যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন অনুরূপ প্রণালীতে অনুরূপ প্রার্থীদের লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং তৎকারণে ঐ ধরনে নির্বাচিত প্রার্থীগণ যথাযথভাবে স্থায়ী সমিতির সদস্য হিসাবে ঘোষিত হইবেন।

(১৩) পূর্বোক্ত প্রণালীতে সকল স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নির্বাচন সমাপ্ত

হইলে যত শীঘ্র সম্ভব হইবে অগ্রাধিকারিক অবিলম্বে সকল স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং মহকুমা আধিকারিকের নিকট তাঁহাদের কার্যালয়ে জনসাধারণ্যে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিবেন। মহকুমা আধিকারিক সকল স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করিবেন। রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন অধিকারিক স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নাম সরকারী ঘোষপত্রে জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন।

(১৪) পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলির সদস্যদের নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি নিরাপদ জিম্মার জন্য মহকুমা আধিকারিকের নিকট প্রেরিত হইবে। মহকুমা আধিকারিক তিন মাসের জন্য কাগজপত্রাদি নিরাপদ জিম্মায় রাখিবেন যাহার পর উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

৯। পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নির্বাচন :

(১) ধারা ১২৪-এর উপধারা (২)-এর দফা (খ) অনুসারে স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচনের তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে [অথবা জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অধিকন্তু মঞ্জুরীকৃত, এতৎপক্ষে সঙ্গত কারণসমূহ তাঁহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে, অনুরূপ সময়ের মধ্যে][১] মহকুমা আধিকারিক উক্ত ধারার উপধারা (২)-এর দফা (গ) অনুসারে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যদের একটি সভা—তারিখ, স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া এবং ফরম ১-এ এতৎসম্বন্ধে লিখিত নোটিশ কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য সভার নির্দিষ্ট তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে স্থায়ী সমিতির প্রত্যেক সদস্যের উপর জারি করাইয়া—আহ্বান করিবেন।

(২) ফরম ২-এ মহকুমা আধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিতব্য, ঘোষিত আধিকারিকের পদমর্যাদার নিম্নে নহে, অনুরূপ আধিকারিক কর্তৃক নির্বাচনী

টীকা ১ এই অংশ পরবর্তী কালে সন্নিবেশিত। ১১।১।৭৯ তারিখের নং ১৪১/পঞ্চ প্রজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

সভার সভাপতিত্ব হইবে। অনুরূপ আধিকারিক নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না।

(৩) স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন নিয়ম ৩-এর উপনিয়ম (৩), (৫), (৬) এবং (৭)-এ যেরূপ রচিত সদৃশ প্রণালীতে যতদূর প্রযোজ্য পরিচালিত হইবে ঃ

এই শর্ত যে, স্থায়ী সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সভার জন্য গণপূর্তি গঠন করিবেন ঃ

অধিকন্তু এই শর্ত যে, মুলতবী সভায় গণপূর্তির প্রয়োজন নাই।

(৪) অগ্রাধিকারিক প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম মহকুমা আধিকারিকের নিকট পাঠাইবেন যিনি সদৃশ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অধিকন্তু জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করিবেন। রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্মাধ্যক্ষের নাম সরকারী ঘোষপত্রে জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন।

(৫) পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি নিরাপদ জিম্মার জন্য অগ্রাধিকারিক মহকুমা আধিকারিকের নিকট পাঠাইবেন। মহকুমা আধিকারিক তিন মাসের জন্য কাগজপত্রাদি নিরাপদ জিম্মায় রাখিবেন যাহার পর উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

(৬) কর্মাধ্যক্ষের নাম তৎসহ প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নাম অতঃপর মহকুমা আধিকারিকের এবং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

১০। জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নির্বাচন[১] ঃ

১৭১-এর উপধারা (২)-এর দফা (খ) অনুসারে জিলা পরিষদের সদস্যদের

টীকা ১ 'নির্বাচন' শব্দের পরিবর্তে 'সংখ্যা' এই মর্মে সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

দ্বারা প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন যাহার সংখ্যা নিম্ন-লিখিত মত হইবে:

১	২
ধারা ১৪০(২) অনুসারে জিলা পরিষদের সদস্যদের সংখ্যা	জিলা পরিষদের প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যদের সংখ্যা
৩০ এবং নিম্নে	৩
৩১ হইতে ৬০	৪
৬১ এবং উর্ধে	৫

দশম পরিচ্ছেদ

১১। জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নির্বাচন :

(১) জিলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচনের তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে [অথবা জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অধিকন্তু মঞ্জুরীকৃত, এতৎপক্ষে সঙ্গত কারণসমূহ তাঁহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে, অনুরূপ সময়ের মধ্যে][১] জেলা শাসক স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নির্বাচনের জন্য জিলা পরিষদের সদস্যদের একটি সভা—তারিখ, স্থান এবং সময় নির্দিষ্ট করিয়া এবং ফরম ১-এ এতৎ সম্বন্ধে এতদুদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ সভার নির্দিষ্ট তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে জিলা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের উপর জারি করাইয়া—আহ্বান করিবেন।

(২) ফরম ২-এ জেলা শাসক কর্তৃক এতৎপক্ষে অনুমোদিত, ঘোষিত আধিকারিকের পদমর্যাদার নিম্নে নহে, অনুরূপ আধিকারিক কর্তৃক নির্বাচনী সভায় সভাপতিত্ব হইবে। অনুরূপ আধিকারিক নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না।

(৩) স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন নিয়ম ৮-এ রচিত প্রণালীতে যত-দূর সম্ভব সেরূপ পরিচালিত হইবে।

(৪) সকল স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচন সমাপ্ত হইলে যতশীঘ্র সম্ভব

টীকা: ১ এই অংশ পরবর্তী কালে সন্নিবেশিত। ১১।১।৭৯ তারিখের ১৪১ পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

অগ্রাধিকারিক প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম জেলা শাসক এবং জিলা পরিষদের সভাধিপতির নিকট তাঁহাদের কার্যালয়ে, জনসাধারণ্যে প্রকাশনার জন্য পাঠাইবেন। জেলা শাসক স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের এই নামগুলি জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করিবেন। রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক সদস্যদের নামগুলি সরকারী ঘোষপত্রে জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন।

(৫) স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি নিরাপদ জিম্মার জন্য জেলা শাসকের নিকট প্রেরিত হইবে। জেলা শাসক তিন মাসের জন্য কাগজপত্রাদি নিরাপদ জিম্মায় রাখিবেন যাহার পর উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১২। জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন :

(১) ধারা ১৭১-এর উপধারা (২)-এর দফা (খ) অনুসারে স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নির্বাচনের তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে [অথবা জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অধিকন্তু মঞ্জুরীকৃত, এতৎপক্ষে সঙ্গত কারণসমূহ তাঁহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে, অনুরূপ সময়ের মধ্যে][1] জেলা শাসক, ফরম ১-এ নোটিশের মাধ্যমে, উক্ত ধারার উপধারা (২)-এর দফা (গ) অনুসারে নিযুক্ত সদস্যগণ ব্যতীত প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যদের একটি সভা কর্মাধ্যক্ষের নির্বাচনের জন্য আহ্বান করিবেন। অনুরূপ নোটিশে সভার তারিখ, সময় এবং স্থানের উল্লেখ থাকিবে এবং সভার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে জারি করিতে হইবে।

(২) ফরম ২-এ জেলা শাসক কর্তৃক এতৎপক্ষে অনুমোদিতব্য ঘোষিত আধিকারিকের পদমর্যাদার নিম্নে নহে, অনুরূপ আধিকারিকের দ্বারা নির্বাচনী সভার সভাপতিত্ব হইবে। অনুরূপ আধিকারিক নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন না।

টীকা ১ এই অংশ পরবর্তীকালে সন্নিবেশিত। ১১।১।৭৯ তরিখের ১৩১ পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

(৩) স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নির্বাচন নিয়ম ৩-এর উপনিয়ম (৩), (৫), (৬) এবং (৭)-এ যেরূপ রচিত সদৃশ প্রণালীতে যতদূর প্রযোজ্য পরিচালিত হইবে :

এই শর্ত যে, স্থায়ী সমিতির মোট সদস্যদের সংখ্যার অর্ধেক গণপূর্তি পূরণ করিবে :

অধিকন্তু এই শর্ত যে, মুলতবী সভায় গণপূর্তির প্রয়োজন নাই।

(৪) অগ্রাধিকারিক প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম জিলা পরিষদে এবং জেলা শাসকের নিকট পাঠাইবেন যিনি সদৃশ জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারের জ্ঞাতার্থে পাঠাইবেন। রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক কর্মাধ্যক্ষের নাম সরকারী ঘোষপত্রে জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন।

(৫) অগ্রাধিকারিক জিলা পরিষদের প্রতিটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি নিরাপদ জিম্মার জন্য জেলা শাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা শাসক তিন মাসের জন্য কাগজপত্রাদি নিরাপদ জিম্মায় রাখিবেন যাহার পর উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

(৬) কর্মাধ্যক্ষের নাম তৎসহ প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নাম অতঃপর জেলা শাসকের এবং জিলা পরিষদের কার্যালয়ে জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৩।[১] জিলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অথবা যে কোনো সদস্যের পদত্যাগ এবং পদের নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণ :

(১) কোনো পঞ্চায়েত সমিতির, কোনো স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা অপর যে কোনো সদস্য সভাপতির নিকট লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন এবং পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক অনুরূপ ইস্তফা গৃহীত হইলে, কর্মাধ্যক্ষ বা অনুরূপ সদস্যের পদ রিক্ত হইয়াছে বিবেচিত হইবে।

টীকা ১ এই নিয়মটি পরবর্তীকালে অনুকল্পিত। ১১।১।৭৯ তারিখের ১৪১ পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

(২) জিলা পরিষদের কোনো স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা অপর যে কোনো সদস্য সভাধিপতির নিকট লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন এবং জিলা পরিষদ কর্তৃক অনুরূপ ইস্তফা গৃহীত হইলে, কর্মাধ্যক্ষ বা অনুরূপ সদস্যের পদ রিক্ত হইয়াছে বিবেচিত হইবে।

১৪। (১) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কারণের জন্য জিলা পরিষদ অথবা পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের পদের যে কোনো রিক্তি, স্থল বিশেষে, নিয়ম ৯ বা ১২-তে রচিত প্রণালী অনুসারে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ হইবে।

(২) পঞ্চায়েত সমিতির কোনো স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের পদের যখন নৈমিত্তিক রিক্তি ঘটিবে, মহকুমা আধিকারিক ফরম ১-এ নোটিশের মাধ্যমে রিক্তির তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে একজন কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য স্থায়ী সমিতির সদস্যদের একটি সভা আহ্বান করিবেন।

(৩) জিলা পরিষদের কোনো স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের পদের যখন নৈমিত্তিক রিক্তি ঘটিবে, জেলা শাসক ফরম ১-এ নোটিশের মাধ্যমে রিক্তির তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে একজন কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য স্থায়ী সমিতির সদস্যদের একটি সভা আহ্বান করিবেন।

১৫। (১) পঞ্চায়েত সমিতির কোনো স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদস্যপদের যে কোনো রিক্তি নূতন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ হইবে।

(২) কোনো নির্বাচিত সদস্যপদের যখন রিক্তি ঘটিবে, মহকুমা আধিকারিক ফরম ১-এ নোটিশের মাধ্যমে ত্রিশ দিনের মধ্যে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের একটি সভা আহ্বান করিবেন। অনুরূপ নির্বাচনে নিয়ম ৮-এর বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব হইবে, প্রযুক্ত হইবে।

১৬। (১) জিলা পরিষদের কোনো স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদস্যপদের যে কোনো রিক্তি নূতন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ হইবে।

(২) কোনো নির্বাচিত সদস্যপদের যখন রিক্তি ঘটিবে, জেলা শাসক ফরম ১-এ নোটিশের মাধ্যমে ত্রিশ দিনের মধ্যে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য জিলা পরিষদের সদস্যদের একটি সভা আহ্বান করিবেন। অনুরূপ নির্বাচনে নিয়ম ১১-এর বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব হইবে, প্রযুক্ত হইবে।

ফরম—১

*[নিয়ম ৩(১), ৪(১), ৫(১), ৬, ৮(১), ৯(১), ১১(১), ১২(১), ১৪(২), ১৪(৩), ১৫(২), ১৬(২)]

শপথ গ্রহণের এবং/অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/উপ-প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/সহকারী সভাপতি, জিলা পরিষদের সভাধিপতি/সহকারী সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির সদস্য/কর্মাধ্যক্ষ, জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য/ কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য নোটিশের ফরম

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫-এর নিয়ম *৩(১), ৪(১), ৫(১), ৬, ৮(১), ৯(১), ১১(১), ১২(১), ১৪(২), ১৪(৩), ১৫(২), ১৬(২) অনুসারে এতদ্দ্বারা নোটিশ দেওয়া যাইতেছে **·········গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/জিলা পরিষদ**·········পঞ্চায়েত সমিতির/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির শপথ গ্রহণ এবং/অথবা প্রধান* এবং উপ-প্রধান/সভাপতি এবং সহকারী সভা-পতি/সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি/স্থায়ী সমিতির সদস্য/স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য একটি সভা নিম্নে নির্দিষ্ট সময়, স্থান এবং তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে।

*গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/জিলা পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতির/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সকল সদস্যদের উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

তারিখ	স্থান	সময়
(১)	(২)	(৩)

তারিখ·········

স্থান············

*নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ/মহকুমা আধিকারিক/

জেলা শাসক/**······গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/উপ-প্রধান**······পঞ্চায়েত সমিতির

টীকা * অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

** সংস্থার নাম লিখিতে হইবে।।

**
সভাপতি/সহকারী সভাপতি·········জিলা পরিষদের সভাধিপতি/সহকারী সভাধিপতি ।১

ফরম—২

*[নিয়ম ৩(২), ৪(২), ৫(২), ৬, ৮(২), ৯(২), ১১(২), ১২(২), ১৪(১), ১৫(২), ১৬(২)]

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান* এবং উপ-প্রধান/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি/জিলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির সদস্য এবং কর্মাধ্যক্ষ/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য এবং কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য অগ্রাধিকারিক নিয়োগের ফরম

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, **১৯৭৫-এর** নিয়ম *[৩(২), ৪(২), ৫(২), ৬, ৮(২), ৯(২), ১১(২), ১২(২), ১৪(১), ১৫(২), ১৬(২)]-এর মাধ্যমে আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, আমি এতদ্বারা শ্রী··············

(পদনাম)·········**গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান* এবং উপ-প্রধান/·········**পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি* এবং সহকারী সভাপতি/·········**জিলা পরিষদের সভাধিপতি* এবং সহকারী সভাধিপতি ·········** পঞ্চায়েত সমিতির/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য* এবং কর্মাধ্যক্ষ/·········**পঞ্চায়েত সমিতি/জিলা পরিষদের·········**স্থায়ী সমিতির সদস্য* এবং কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের সভায় সভাপতিত্ব করিতে নিয়োগ করিলাম।

স্থান······ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং সমষ্টি
তারিখ······ উন্নয়ন আধিকারিক/মহকুমা
আধিকারিক/জেলা শাসক

টীকা ১ পরবর্তীকালে অনুকল্পিত, ১১।১।৭৯ তারিখের ১৪১ পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

* অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

** সংস্থার নাম লিখিতে হইবে।

ফরম—৩[১]

[নিয়ম ৩(৪)]

শপথ বা প্রতিজ্ঞার ফরম

** ক, খ,

.........গ্রাম পঞ্চায়েত*/পঞ্চায়েত সমিতি/জিলা পরিষদের................ পদাধিকার বলে সদস্য* বা নির্বাচিত*/নিযুক্ত সদস্য ভগবানের নামে*/ পরম গুরুত্বের সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি অকপট বিশ্বাস এবং আনুগত্য পোষণ করিব, এবং আমি যাহাতে ব্রতী হইতেছি আমি বিশ্বস্ততার সহিত ঐ কর্তব্য পালন করিব।

তারিখ ....

স্থান...... (স্বাক্ষর)

ফরম—৪

*[নিয়ম ৩(৭), ৪(৪), ৫(৪), ৬, ৮(৬), ৯(৩), ১১(৩), ১২(৩), ১৪(১), ১৫(২), ১৬(২)]

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান* এবং উপ-প্রধান/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি/জিলা পরিষদের সভাধিপতি/ সহকারী সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতি*/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য এবং কর্মাধ্যক্ষের পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের ফল ঘোষণার ফরম

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫-এর নিয়ম *[৩(৭), ৪(৪), ৫(৪), ৬, ৮(৬), ৯(৩), ১১(৩), ১২(৩), ১৪(১), ১৫(২), ১৬(২)]-এর বিধান-সমূহ অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তি*/ব্যক্তিগণ এতদ্বারা প্রধান*/উপ-প্রধান/ সভাপতি/সহকারী সভাপতি/সভাধিপতি/সহকারী সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতি/ জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য/কর্মাধ্যক্ষ যথাযথভাবে নির্বাচিত ঘোষিত হইলেন।

টীকা ** সংস্থার নাম লিখিতে হইবে।

* অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ক, খ, সদস্যের নাম লিখিতে হইবে।

১ পরবর্তীকালে অনুকল্পিত, ১১।১।৭৯ তারিখের ১৪১ পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

(১)	(২)	(৩)
গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/জিলা পরিষদ/ পঞ্চায়েত সমিতির/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির নাম	নির্বাচিত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নাম এবং ঠিকানা	পদের নাম যাহাতে নির্বাচিত

তারিখ··· ... ...

স্থান··· (অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর)

ফরম—৫

*[নিয়ম ৩(৭), ৪(৪), ৫(৪), ৬, ৮(৮), ৯(৩), ১১(৩), ১২(২), ১৪(১), ১৫(২), ১৬(২)]

**
.... গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান*/উপ-প্রধান......পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি*/সহকারী সভাপতি ....**জিলা পরিষদের সভাধিপতি*/সহকারী সভাধিপতি** ....**পঞ্চায়েত সমিতির*/ জিলা পরিষদের** ......**স্থায়ী সমিতির সদস্য*/কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের ব্যালট পেপারের ফরম**

(১)	(২)	(৩)
ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীদের নাম	নির্বাচক কর্তৃক (×) চিহ্নের জন্য
১		
২		
৩		
৪		
৫		

স্থান··· ... ...

তারিখ··· (অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর)

টীকা * অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

** সংস্থার নাম লিখিতে হইবে।

ফরম—৬

*[নিয়ম ৩(৭), ৪(৪), ৫(৪), ৬, ৮(১০), ৯(৩), ১১(৩), ১২(৩), ১৪(১), ১৫(২), ১৬(২)]

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান*/উপ-প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি*/সহকারী সভাপতি, জিলা পরিষদের সভাধিপতি*/সহকারী সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য*/কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের বৈধ ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার ফরম

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫-এর নিয়ম *[৩(৭), ৪(৪), ৫(৪), ৬, ৮(১০), ৯(৩), ১১(৩), ১২(৩), ১৪(১), ১৫(২), ১৬(২)]-এর বিধানসমূহ অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান*/উপ-প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি*/সহকারী সভাপতি, জিলা পরিষদের সভাধিপতি*/সহকারী সভাধিপতি,পঞ্চায়েত সমিতির*/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য*/কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনে ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল ঃ

(১)	(২)	(৩)	(৪)
গ্রাম পঞ্চায়েত*/ পঞ্চায়েত সমিতি/ জিলা পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতির*/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম	পদের প্রকৃতি যেজন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত	সংগৃহীত বৈধ ভোট
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			

তারিখ······　　　　················

স্থান······　　　　(অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর)

টীকা * অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম - ৭

*[নিয়ম ৩(৭), ৪(৪), ৫(৪), ৬, ৮(১১), ৯(৩), ১১(৩), ১২(৩), ১৪(১), ১৫(২), ১৬(২)]

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান*/উপ-প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি*/সহকারী সভাপতি, জিলা পরিষদের সভাধিপতি*/ সহকারী সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির*/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য*/কর্মাধ্যক্ষ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিত নির্বাচনের ফল ঘোষণার ফরম

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫-এর নিয়ম *[৩(৭), ৪(৪), ৫(৪), ৬, ৮(১১), ৯(৩), ১১(৩), ১২(৩), ১৪(১), ১৫(২), ১৬(২)]-এর বিধান-সমূহ অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তি*/ব্যক্তিগণ এতদ্বারা প্রধান*/উপ-প্রধান/ সভাপতি/সহকারী সভাপতি/সভাধিপতি/সহকারী সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য/কর্মাধ্যক্ষ যথাযথভাবে নির্বাচিত ঘোষিত হইলেন।

(১)	(২)	(৩)
*গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/ জিলা পরিষদ/পঞ্চায়েত সমিতির/জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির নাম	নির্বাচিত ব্যক্তি/ ব্যক্তিদের নাম এবং ঠিকানা	পদের নাম যাহাতে নির্বাচিত

তারিখ......

স্থান...... ....

(অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর)

টীকা * অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদের সম্পাদকের চাকরির শর্ত ও কড়ার) নিয়মাবলী, ১৯৭৮

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (পশ্চিমবঙ্গ আইন, ৪১, ১৯৭৩)-এর ২২৪ ধারার মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, উক্ত ধারার উপধারা (১) অনুসারে যেরূপ নির্দেশিত পূর্ব প্রকাশনার পর, রাজ্যপাল নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা :—

নিয়মাবলী[১]

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :

এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদের সম্পাদকের চাকরির শর্ত ও কড়ার) নিয়মাবলী, ১৯৭৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। ব্যাখ্যা :

এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত শব্দ ও দ্যোতনাসমূহের (expressions), পক্ষান্তরে সংজ্ঞায়িত নহে, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (পশ্চিমবঙ্গ আইন ৪১, ১৯৭৩)-এ যথাক্রমে উহাতে আরোপিত অর্থ হইবে।

৩। রাজ্য কৃত্যক হইতে জিলা পরিষদে নিযুক্ত সম্পাদকের চাকরির শর্তাবলী :

(১) রাজ্য কৃত্যক (অতঃপর এই নিয়মাবলীতে উল্লিখিত উক্ত সম্পাদক হিসাবে) হইতে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জিলা পরিষদের সম্পাদকের চাকরির শর্ত ও কড়ার নিম্নলিখিত মত হইবে :

(i) পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যক নিয়মাবলীর দ্বারা উক্ত সম্পাদকের চাকরি নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে।

(ii) অপর যে কোনো নিয়মাবলীতে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও,—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যকসমূহের আচরণ নিয়মাবলী, ১৯৫৯-এর দ্বারা উক্ত সম্পাদকের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, এবং

(খ) উক্ত সম্পাদক রাজ্য সরকারের শাসন সম্বন্ধীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে পরিচালিত থাকিবেন।

টীকা ১ ২৯।১।১৯৭৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর ৩৪১ এ জেড পি-এর মাধ্যমে প্রকাশিত।

(iii) নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত উক্ত সম্পাদকের যে কোনো ছুটির আবেদন জিলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিকের বরাবর রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ছুটি পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যকসমূহের নিয়মাবলী, প্রথম খণ্ডের অধীন ছুটির নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(iv) উক্ত সম্পাদকের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করার কর্তৃপক্ষ হইবেন জিলা পারষদের নির্বাহী আধিকারিক এবং তাঁহাকে অন্য প্রকারের ছুটি মঞ্জুর করার কর্তৃপক্ষ হইবেন রাজ্য সরকার।

(২) জিলা পরিষদে উক্ত সম্পাদকের কর্মনিয়োগকালীন নির্দিষ্ট সময়কালে তিনি ব্যবস্থাপিত হইবেন যেন বৈদেশিক কৃত্যকে প্রাতিনিধ্য (on deputation) আছেন এবং অনুরূপ নির্দিষ্ট সময়েয় জন্য, উক্ত সম্পাদকের উত্তর-বেতনে (Pension) এবং ছুটির বেতনে পশ্চিমবঙ্গ মহাগাণনিক (Acco untant General) কর্তৃক নির্দিষ্টব্য হারে জিলা পরিষদ প্রয়োজনীয় অংশদান করিবেন।

(৩) প্রাতিনিধ্যকালীন নির্দিষ্ট সময়কালে উক্ত সম্পাদক রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে তাঁহার প্রতি* সময় সময় যেরূপ গ্রাহ্য হইবে তাঁহার মূল বেতন তৎসহ রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে সেই হারে প্রাতিনিধ্য ভাতা গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন। অধিকন্তু তিনি রাজ্য সরকারের প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসারে গ্রাহ্য মহার্ঘ ভাতা এবং পূর্তি ভাতা (Compensatory allowance) গ্রহণ করিবেন। সম্পাদকের বেতন এবং প্রাতিনিধ্য ভাতা সমেত অন্যান্য সকল ভাতা বাবদ ব্যয় জিলা পরিষদের তহবিল হইতে বাহিত হইবে।

(৪) উক্ত সম্পাদক রাজ্য সরকারের নিয়মাবলী অনুসারে যেরূপ গ্রাহ্য কর্মগ্রহ কালের (joining time) অধিকারী হইবেন। কর্মগ্রহ কালের সময়ের (উভয় দিকের) বেতন জিলা পরিষদের তহবিল হইতে বাহিত হইবে।

(৫) উক্ত সম্পাদক তাঁহার কর্মস্থল হইতে জিলা পরিষদের সম্পাদক হিসাবে তাঁহার পদে যোগদান করিতে এবং রাজ্য সরকারে প্রত্যাপ্তিতে (on reversion) প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসারে ভ্রমণ-ভাতার অধিকারী হইবেন। এই বাবদ ব্যয় জিলা পরিষদের তহবিল হইতে বাহিত হইবে। জিলা পরিষদের সম্পাদক হিসাবে তাঁহার প্রাতিনিধ্য সময়কালীন তাঁহার কর্তব্যের সহিত সম্পর্কিত ভ্রমণের ভ্রমণ-ভাতা রাজ্য সরকারের প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং জিলা পরিষদের তহবিল হইতে বাহিত হইবে। জিলা

পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক উক্ত সম্পাদকের ভ্রমণ-ভাতা বিল সম্পর্কে নিয়ামক আধিকারিক (Controlling Officer) হইবেন।

৪। রাজ্য কৃত্যক ব্যতীত ভিন্নতর হইতে নিযুক্ত সম্পাদকের চাকরির শর্তাবলী :

নিয়ম ৩-এ যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও, রাজ্য কৃত্যক ব্যতীত ভিন্নতর হইতে নিযুক্ত জিলা পরিষদের সম্পাদকের চাকরির শর্তাবলী এতৎপক্ষে সময় সময় রচিতব্য বা প্রকাশিতব্য অনুরূপ নিয়মাবলী, আদেশ, উপবিধি এবং প্রজ্ঞাপন অনুসারে পরিচালিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক এবং সম্পাদকের ক্ষমতাদি, কৃত্যাদি এবং কর্তব্যাদি) নিয়মাবলী, ১৯৭৮

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত-আইন, ১৯৭৩-এর ধারা ২২৪-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, উক্ত ধারার উপধারা (১) অনুসারে যেরূপ নির্দেশিত, পূর্ব প্রকাশনার পর, রাজ্যপাল নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা :—

নিয়মাবলী[১]

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :

এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক এবং সম্পাদকের ক্ষমতাদি, কৃত্যাদি এবং কর্তব্যাদি) নিয়মাবলী, ১৯৭৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। ব্যাখ্যা :

এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত শব্দ ও দ্যোতনাসমূহের (expression), পক্ষান্তরে সংজ্ঞায়িত নহে, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (পশ্চিমবঙ্গ আইন ৪১,১৯৭৩)-এ যথাক্রমে উহাতে আরোপিত অর্থ হইবে।

৩। জিলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিকের ক্ষমতাদি, কৃত্যাদি এবং কর্তব্যাদি :

(১) জিলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক (অতঃপর যাহা উল্লিখিত নির্বাহী আধিকারিক) জিলা পরিষদের সভার জন্য কৃত্যসূচী (agenda) তৎসহ বিভিন্ন দফার উপর উপযুক্ত মন্তব্য প্রস্তুত করিবেন।

(২) জিলা পরিষদের সভায় উপনীত সিদ্ধান্তগুলির উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য নির্বাহী আধিকারিক দায়ী থাকিবেন এবং জেলাস্থ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্য তৎপরতার অগ্রগতি অধিক ও তৎসহ জিলা পরিষদের কার্য করিতে সময় সময় সমস্যাদি এবং অসুবিধাসমূহের অভিজ্ঞতা থাকিলে সভাধিপতিকে জ্ঞাত রাখিবেন।

টীকা ১ ২৯।১।১৯৭৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর ৩৪২-এ জেড পি-এর মাধ্যমে প্রকাশিত।

(৩) জিলা পরিষদের সকল পত্রব্যবহার স্বাভাবিক রীতিতে নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(৪) নির্বাহী আধিকারিক—

(ক) জিলা পরিষদের নথিপত্রাদির জিম্মায় থাকিবেন ;

(খ) জিলা পরিষদের কার্যালয়ে, জিলা পরিষদের সংস্থায় বাহিত কর্মচারী, এবং প্রতিষ্ঠানে কার্যরত অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক জিলা পরিষদে স্থানান্তরিত কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ এবং তত্ত্বাবধান করিবেন ;

(গ) প্রত্যহ ক্যাশ বই স্বাক্ষর এবং সময় সময় কোষাগার/ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রেরিত জিলা পরিষদের পাশ বই পরীক্ষা করিবেন ;

(ঘ) দায়ী থাকিবেন—

(i) জিলা পরিষদের হিসাব যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য,

(ii) পরিকল্পনা এবং প্রকল্প নির্বাহে এবং জিলা পরিষদ এবং উহার স্থায়ী সমিতিগুলির দ্বারা অনুমোদিত কার্যাদির সকল বিষয় সম্পর্কে জিলা পরিষদ, উহার স্থায়ী সমিতিগুলি এবং জেলাস্তরের সকল আধিকারিকদের মধ্যে সহ-যোজন (co-ordination) সুনিশ্চিত করিবার জন্য,

(iii) জিলা পরিষদ এবং উহার স্থায়ী সমিতিগুলির নির্দেশক্রমে প্রকল্প-সমূহ এবং কার্যাদি নির্বাহের জন্য জিলাস্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি প্রেরণের জন্য,

(iv) জিলাস্তরের আধিকারিকদের নিকট হইতে অনুরূপ প্রকল্পসমূহ এবং কার্যাদির সম্বন্ধে প্রগতি-প্রতিবেদন (progress report) পাওয়া এবং জিলা পরিষদ এবং উহার স্থায়ী সমিতিগুলির নিকট তাঁহার মন্তব্যসহ সদৃশ দাখিলের জন্য,

(v) জিলা পরিষদের ব্যয়সমূহের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির নিকট সদৃশ দাখিলের জন্য, এবং

(vi) জিলা পরিষদ এবং উহার স্থায়ী সমিতিগুলির সভায় উপনীত সিদ্ধান্ত-সমূহ কার্যে পরিণত করার জন্য।

(৫) নির্বাহী আধিকারিক জিলা পরিষদের নিকট এবং সভাধিপতির বরাবর উহার স্থায়ী সমিতিগুলির নিকট দায়ী থাকিবেন সকল বিষয় সম্পর্কিত—

(ক) জেলার সহিত সম্বন্ধযুক্ত পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন,

(খ) আয়-ব্যয়ক (budget),

(গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা যে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অংশদান (contribution) এবং অনুদান,

(ঘ) ঋণ,

(ঙ) কোষাগার/ব্যাঙ্কে জিলা পরিষদের তহবিলের জিম্মা,

(চ) জিলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত পথকর, অভিকর, ফীসমূহ বাবদ প্রাপ্তি এবং জিলা পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে গৃহীত অন্যান্য সকল অর্থ,

(ছ) ব্যয়ের অগ্রগতি,

(জ) পদের সৃষ্টি,

(ঝ) উপ-বিধি রচনা এবং

(ঞ) জিলা পরিষদ কর্তৃক জরিমানা এবং অর্থদণ্ড আরোপ।

(৬) নির্বাহী আধিকারিক জিলা পরিষদের সকল সভায় উপস্থিত থাকিবেন। যদি, কোনো কারণের জন্য, যে কোনো সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতে না পারেন, তিনি জিলা পরিষদের সম্পাদককে উহাতে উপস্থিত থাকিতে নিয়োগ করিবেন। নির্বাহী আধিকারিক অধিকন্তু যতদূর সম্ভব স্থায়ী সমিতিগুলির সকল সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

(৭) নির্বাহী আধিকারিক সভাধিপতির প্রাক্ অনুমতিসহ উহার যে কোনো স্থায়ী সমিতির অনুরোধক্রমে যে কোনো সংবাদ সরবরাহ করিবেন অথবা যে কোনো নথি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য করাইবেন।

(৮) জিলা পরিষদের আয়-ব্যয়ক প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে জিলাস্তরের আধিকারিকগণের সহিত পরামর্শক্রমে এবং রাজ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে জেলার সহিত সম্বন্ধযুক্ত জিলা পরিষদের বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য প্রাপ্তি ও ব্যয়ের প্রয়োজনীয় অঙ্ক সংগ্রহ করা নির্বাহী আধিকারিকের কর্তব্য হইবে। তিনি নির্ধারিত ফরমে খসড়া আয়-ব্যয়ক ব্যাখ্যামূলক মন্তব্যসহ প্রস্তুত করিবেন এবং উহার প্রতিলিপি অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির সদস্যদের মধ্যে অনুরূপ স্থায়ী সমিতি কর্তৃক খসড়া আয়-ব্যয়ক বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট সভার তারিখের অন্যূন তিন দিন পূর্বে প্রচার করিবেন। জিলা পরিষদের আয়-ব্যয়ক অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির সুপারিশসহ জিলা পরিষদের সম্মুখে অতঃপর নির্বাহী আধিকারিক

কর্তৃক দাখিল হইবে এবং, ইহা গ্রহণের পর, রাজ্য সরকারের নিকট দাখিল হইবে।

(৯) নির্বাহী আধিকারিক জিলা পরিষদের অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির সম্মুখে সম্পদাদি নির্দেশ করিয়া যাহা জিলা পরিষদ আয়-ব্যয়ক বৎসরে প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রাপ্তিসাধ্য করিতে পারিবেন পঞ্চায়েত সমিতির আয়-ব্যয়ক প্রস্তুতের নির্ধারিত তারিখের অন্যূন দুই মাস অগ্রিম প্রস্তাব পেশ করিবেন। অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির সুপারিশসহ ঐ প্রস্তাব অতঃপর নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক জিলা পরিষদের সভায় পেশ হইবে এবং অনুরূপ স্থায়ী সমিতির সুপারিশ গৃহীত হইলে প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতিকে উহাদের আয়-ব্যয়ক তদনুসারে প্রস্তুত করিবার প্রয়াসী হইতে জ্ঞাত করিতে হইবে।

(১০) পঞ্চায়েত সমিতির নিকট হইতে আয়-ব্যয়ক প্রাপ্তির পর নির্বাহী আধিকারিক উহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং জিলা পরিষদের অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির সম্মুখে পেশ করিবেন। অর্থ ও স্থায়ী সমিতির সুপারিশ-সহ ঐ আয়-ব্যয়ক অনুমোদনের জন্য নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক জিলা পরিষদের নিকট পেশ হইবে।

(১১) নির্বাহী আধিকারিক জিলা পরিষদের পরিচালনাধীন সংস্থাসমূহ এবং জিলা পরিষদ অথবা উহার স্থায়ী সমিতি কর্তৃক দায়িত্ব গৃহীত যে কোনো কার্য পরিদর্শন করিবেন। অধিকন্তু তিনি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়গুলি এবং কার্যাদি এবং উহাদের দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলি পরিদর্শন করিবেন। নির্বাহী আধিকারিক তাঁহার পরিদর্শনের প্রতিবেদন সভাধিপতির নিকট পেশ করিবেন।

৪। নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক ক্ষমতাদি, কৃত্যাদি এবং কর্তব্যাদি প্রত্যভিযোজন (delegation)ঃ

নিয়ম ৩-এ যাহাকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও, নির্বাহী আধিকারিক নিয়ম ৩-এর উপনিয়ম (১) এবং (৩)-এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এবং উপনিয়ম (৪)-এর দফা (ঘ)-এর উপদফা (i) এবং (v) এবং নিয়ম ৩-এর উপনিয়ম (৭) এবং (১১) অনুসারে তাঁহার সকল অথবা যে কোনো ক্ষমতাদি এবং কৃত্যাদি লিখিত আদেশের মাধ্যমে জিলা পরিষদের সম্পাদককে প্রত্যভিযোজন করিতে পারিবেনঃ

এই শর্ত যে, নির্বাহী আধিকারিক যে কোনো সময়ে সম্পাদককে প্রত্যভি-যোজিত অনুরূপ সকল অথবা যে কোনো ক্ষমতাদি বা কৃত্যাদি প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন।

৫। জিলা পরিষদের সম্পাদকের ক্ষমতাদি, কৃত্যাদি এবং কর্তব্যাদি :

(১) জিলা পরিষদের সম্পাদক (অতঃপর যাহা সম্পাদক উল্লিখিত) ধারা ৪ অনুসারে নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক যেরূপ প্রত্যভিযোজিত হইবে অনুরূপ ক্ষমতাদি প্রয়োগ, অনুরূপ কৃত্যাদি সম্পাদন এবং অনুরূপ কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

(২) সম্পাদক নির্বাহী আধিকারিককে তাঁহার দায়িত্ব পালনে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করিবেন। অনুরূপ সহায়তা নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক তাঁহার দ্বারা যে কোনো বিষয় সম্পাদিত হইবার সময় সদ্ব্যবহৃত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত (সদস্যদের নির্দিষ্ট পাথেয়) নিয়মাবলী, ১৯৭৯

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ধারা ২২৪-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, উক্ত ধারার-উপ-ধারা (১) অনুসারে যেরূপ নির্দেশিত, পূর্ব প্রকাশনার পর, রাজ্যপাল নিম্নরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা :—

নিয়মাবলী[১]

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :**—এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত (সদস্যদের নির্দিষ্ট পাথেয়) নিয়মাবলী, ১৯৭৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **ব্যাখ্যা :**—এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত শব্দ ও দ্যোতনাসমূহের (expressions) অর্থ যাহা এই নিয়মাবলীতে সংজ্ঞায়িত নহে, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (পশ্চিমবঙ্গ আইন ৪১, ১৯৭৩-এ যথাক্রমে উহাতে আরোপিত অর্থ হইবে।

৩। **নির্দিষ্ট পাথেয় :**—গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় যোগদানের জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মাসিক নির্দিষ্ট পাথেয় পাঁচ টাকা পাইবার অধিকারী।

অবশ্য, যদি অনুরূপ সদস্য অনুরূপ সভায় মাসে অন্ততঃ একবার যোগদান না করেন অনুরূপ ভাতা গ্রহণীয় নহে।

ব্যাখ্যা :—'মাস' অর্থে ইংরাজী পঞ্জিকা অনুসারে কাল-গণনার পদ্ধতিতে এক মাস।

৪। **হাজিরা খাতা :**—গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি সভা সম্পর্কে একটি হাজিরা খাতা রক্ষিত হইবে এবং অনুরূপ সভায় যোগদানকারী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অনুরূপ হাজিরা খাতায় তাঁহার স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

৫। **অভিমুক্তি লেখ** (Acquittance roll) :—প্রতি মাসে গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পাদক ফরম 'ক'-এ সদস্যদের নাম যাহারা পূর্বের মাসে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, লিপিবদ্ধ করিয়া অভিমুক্তি লেখ প্রস্তুত করিবেন। তদনুযায়ী, স্থল বিশেষে, প্রধান বা উপ-প্রধান কর্তৃক নির্দিষ্ট পাথেয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় অথবা অনুরূপ কোনো সদস্য পরবর্তী সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তৎপরবর্তী সভা বা সভাসমূহে গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল হইতে নগদ অর্থে প্রদত্ত

টীকা ১ : ১৭।৮।১৯৭৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন সংখ্যা ১৬০১২ পঞ্চ-এর মাধ্যমে প্রকাশিত।

হইবে। প্রত্যেক সদস্য অভিমুক্তি-লেখের যথাযথ স্তম্ভে নির্দিষ্ট পাথেয় গ্রহণের পূর্বে তাঁহার স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

৬। **প্রদত্ত মোট অর্থের ব্যয়পূরণ (Reimbursement) :—** রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিতব্য অনুরূপ পদ্ধতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল হইতে নির্দিষ্ট পাথেয় হিসাবে প্রদত্ত যে কোনো পরিমাণ মোট অর্থ রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যয়পূরণ করা হইবে।

ফরম-'ক'

(নিয়ম ৫ দ্রষ্টব্য)

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্দিষ্ট পাথেয় প্রদান সম্পর্কিত অভিমুক্তি-লেখের (**acquittance roll**) ফরম

'ক' 'খ' 'গ'

............গ্রাম পঞ্চায়েত............ব্লক............জেলা

'ঘ'

বৎসর............

'ঙ'

মাস............

ক্রমিক সংখ্যা	সদস্যের নাম	প্রাপ্তির তারিখ	নির্দিষ্ট পাথেয় পাঁচ টাকা গ্রহণকারী সদস্যের স্বাক্ষর

মোট টাকা.. ....

চ

মোট টাকা.. ....মাত্র

প্রত্যয়িত যে উপরোক্ত নামের সদস্যদের উপরে বর্ণিত নির্দিষ্ট পাথেয় প্রদান করা হইয়াছে।

তারিখ................ প্রধান/উপ-প্রধানের স্বাক্ষর

'ক'

................গ্রাম পঞ্চায়েত

টীকা:—'ক' চিহ্নিত স্থানে গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' ,, ,, ব্লকের নাম লিখিতে হইবে।

'গ' ,, ,, জেলার নাম লিখিতে হইবে।

'ঘ' ,, ,, সন লিখিতে হইবে।

'ঙ' ,, ,, মাস লিখিতে হইবে।

সংশোধন ও সংযোজন

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩

পৃষ্ঠা	ধারা	হইয়াছে	হইবে
২	২(৬)	Panchaya	Panchayat
২	২(৭)	Oifice	Officer
৩	২(২১)	কানো	কোনো
৬	৪(৫)	সমান্ননিগমবদ্ধ	সম্পন্ন নিগমবদ্ধ
১১	৯(৭)	টিকালসহের	কালসমূহের
১২	১০	উপ-প্রধান সদস্যের	উপ-প্রধান বা সদস্যের
১৩	১৪	পদরিক্তি	পদরিক্তির
১৪	১৬(১) দ্বিতীয় অনুবিধি	নোটিশ প্রধান করিয়া	নোটিশ প্রদান করিয়া
১৪	১৬(৪)	নির্বাচিত	নিস্পত্তি
২৪	২৮	জলপান	জল পান
২৬	৩১(১)	প্রত্যাভিযোজন (deligation)	প্রত্যভিযোজন (delegation)
৩৬	৪৫(৫)	প্রদান	প্রধান
৩৬	৪৬(১)(ক)	দালানে।	দালানে,
৩৮	৪৭(১)(ii)	রুজ্জুকৃত	রুজুকৃত
৪০	৫১(১)(খ) অনুবিধি	পঞ্চায়েতের	ন্যায় পঞ্চায়েতের
৪৭	৬১(১)	ন্যায় গ্রাম পঞ্চায়েতের যে—পঞ্চায়েত	ন্যায় পঞ্চায়েতের— যে গ্রাম পঞ্চায়েত
৫৫	৮২(১) অনুবিধি	নাই	নাই।
৫৬	৮৩(২) ব্যাখ্যা	করিবা	করিবার
৫৭	৮৮	(deerees)	(decrees)
৬৪	৯৮(৩) অনুবিধি	নর্বাচিত	নির্বাচিত
৬৫	পৃষ্ঠাঙ্ক	পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত	পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন
৬৬	১০০(২)	উপধায়া	উপধারা
৬৬	১০০(২)	অপসারিত।	অপসারিত,
৬৬	১০০(২)	স্থাপিত	স্থগিত
৭৭	১২s(৩)	দুই-এর	[তিন-এর][১]

১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৯-এর ধারা ২-এর মাধ্যমে অনুকল্পিত এবং সকল সময়ে অনুকল্পিত বিবেচিত হইবে।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা	ধারা	হইয়াছে	হইবে
৮৫	১৪১(২) অনুবিধি	পরিষদেয়	পরিষদের
৯০	১৪৮	হইবে	হইবে।
৯১	১৫০(৫) অনুবিধি	কর্মাধ্যক্ষকে	সম্পাদককে
১১০	১৯২	(surclharge)	(surcharge)
১১৮	২০৪(১)	নির্বানের	নির্বাচনের
১২৮	২১৯(গ)(iii)	পঞ্চায়েতসমূহের	পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের
১২৯	টীকা ১	স শোধক	সংশোধক
১৩১	২২৪(২)	পারিবে।	পারিবেন।
১৩২	প্রথম তফসিল	পত্র-মৃদ্রা	পত্র-মুদ্রা
১৩৩		তৃতীয় তফসিল	তৃতীয় তফসিল[১]

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) নিয়মাবলী ১৯৭৫

পৃষ্ঠা	নিয়ম	হইয়াছে	হইবে
১৪০	৬(৩)	করিবেন	করিবেন।
১৪৩	৮(১৩)	অধিকারিক	আধিকারিক
১৫৩	ফরম-৬	(২) প্রাত ন্দ্ব প্রার্থীদের নাম	(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদের সম্পাদকের চাকরির শর্ত ও কড়ার) নিয়মাবলী, ১৯৭৮

১৫৬	৩(৩)	সরকাে	সরকারের

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (নির্বাচন) নিয়মাবলী, ১৯৭৪

১১	১৭খ	সর্বশেষ রাজ্যবিধান সভার নির্বাচনে	৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮ পর্যন্ত
১২	১৮খ(১)(খ)	রাত্রি আট ঘটিকার	বিকাল তিন ঘটিকার
২৯	৪১(১)	ভোট গ্রহণের তিন দিন	ভোট গ্রহণের অন্ততঃ তিন দিন
৪২	৫৬	দুইজনের	একজনের
৯৬	ফরম ১৩খ	নির্বাচকের স্বাক্ষর*/ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ	সম্পূর্ণ বাদ যাইবে
৯৭	ফরম ১৩খ(টীকা*)	প্রযোজ্য অংশ…হইবে।	সম্পূর্ণ বাদ যাইবে
১১০	ফরম ২২(টীকা গ)	ঠিকানা	নাম

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩
(সংশোধন)

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৯-এর মাধ্যমে মূল আইনে নিম্নরূপ সংশোধন হইয়াছে ঃ—

৯৪ ধারার উপধারা (২)-এর প্রকরণ (iii) নিম্নরূপ অনুকল্পিত :

"(iii) (ক) ব্লক অথবা উহার কোনো অংশ অন্তর্ভুক্ত লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে তথায় নির্বাচিত সদস্য, মন্ত্রী নহেন, এবং

(খ) রাজ্যসভার সদস্য, মন্ত্রী নহেন, ব্লকে বাসস্থান আছে।"

১১৯ ধারার উপধারা (১)-এর পর নিম্নোক্ত উপধারা সন্নিবেশিত হইবে ঃ

"(১ক) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির জন্য সচিব থাকিবে এবং পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক পদাধিকারী সচিব হইবেন।"

১২৫ ধারার উপধারা (৩) নিম্নরূপ অনুকল্পিত :

"(৩)(ক) পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতির সচিব রূপে কার্য করিবেন।

(খ) অর্থ ও সংস্থা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত ১২৪ ধারার উপধারা (২) এর প্রকরণ (গ) অনুসারে স্থায়ী সমিতিতে নিযুক্ত সদস্যগণ কর্মাধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিতব্য পদ্ধতিতে অনুরূপ সদস্যদের একজনকে অনুরূপ স্থায়ী সমিতির সচিব মনোনীত করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩
(সংশোধন)

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন, ১৯৮০-এর মাধ্যমে মূল আইন নিম্নরূপ সংশোধিত :—

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ১৬৬ ধারার উপ-ধারা (১)-এর পর নিম্নোক্ত উপ-ধারা দুইটি সন্নিবেশিত হইবে :

(১ক) নির্ধারিতব্য অনুরূপ শর্ত ও কড়ারে রাজ্য সরকার প্রত্যেক জিলা পরিষদের জন্য একজন অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক নিযুক্ত করিতে পারিবেন :

এই শর্তে যে অনুরূপভাবে নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইবেন যদি জিলা পরিষদ এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ-ভাবে আহূত কোনো সভায় তৎসময় পদাধিকারী মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা এই মর্মে সংকল্প গৃহীত হয়।

(১খ) রাজ্য সরকার সময় সময় যেরূপ নির্দেশ দিবেন অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক এই আইনের বিধানাধীনে তদ্রূপ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাদি সম্পাদন এবং কর্তব্যাদি পালন করিবেন।

ধারা ১৭৯-এর উপ-ধারা (২) প্রকরণ (i)—

"এবং নির্বাহী আধিকারিকের" স্থলে এবং "নির্বাহী আধিকারিক এবং অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিকের" শব্দ কয়টি সন্নিবেশিত হইবে।

পঃ বঃ পঞ্চায়েত (নির্বাচন) নিয়মাবলী, ১৯৭৪

সংশোধন

পৃঃ ১১— নিয়ম ১৭খ—"৫ই এপ্রিল ১৯৭৮ পর্যন্ত"-এর পরিবর্তে "নিয়ম ১৪-র দফা(ক' অনুসারে প্রদত্ত আদেশে নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত"২ হইবে।

টীকা :—২। ২৯।৫।১৯৮০ তারিখের ১২৮১১-পঞ্চ সংখ্যায়িত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুকল্পিত।

পৃঃ ১২— নিয়ম ১৮(১)-এ যুক্ত হইবে—"অবশ্য যে ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন-মহাধ্যক্ষ (Election Commissioner) কোনো প্রতীক চিহ্ন আবণ্টন করিবেন না ; রাজ্য সরকার অনুরূপ রাজনৈতিক দলকে আদেশের মাধ্যমে প্রতীক চিহ্ন আবণ্টন করিবেন।২"

টীকা :—২। ২৯।৫।১৯৮০ তারিখের ১২৮১১-পঞ্চ সংখ্যায়িত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংযোজিত।

পৃঃ ১৬— **অনুসূচী** : সারণী—১

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক চিহ্ন।১

(১)	(২)	(৩)
নিয়ম ১৭খ-এ উল্লিখিত যে কোনো স্বীকৃত রাজনৈতিক দল	জাতীয় দল অথবা রাজ্য দল হিসাবে স্বীকৃত অনুরূপ দলকে নির্বাচন-মহাধ্যক্ষ কর্তৃক আবণ্টিত প্রতীক চিহ্ন।	যে স্থলে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হইবে।
	উপরি উক্ত প্রতীক চিহ্ন—	
	(ক) একটি বৃত্তের মধ্যে—	যে স্থলে দুইজন প্রার্থী নির্বাচিত হইবে দ্বিতীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে।
	(খ) দুইটি বৃত্তের মধ্যে—	যে স্থলে তিনজন প্রার্থী নির্বাচিত হইবে তৃতীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে।

টীকা :—১। ২৯।৫।১৯৮০ তারিখের ১২৮১১-পঞ্চ সংখ্যায়িত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুকল্পিত।

সারণী—২

জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েৎ সমিতিতে নির্বাচনের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক চিহ্ন।১

নিয়ম ১৭খ-এ উল্লিখিত যে কোনো স্বীকৃত রাজনৈতিক দল	জাতীয় দল অথবা রাজ্য দল হিসাবে স্বীকৃত অনুরূপ দলকে নির্বাচন-মহাধ্যক্ষ কর্তৃক আবণ্টিত প্রতীক চিহ্ন।

টীকা :—১। ২৯।৫।১৯৮০ তারিখের ১২৮১১-পঞ্চ সংখ্যায়িত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুকল্পিত।

মুক্ত-প্রতীক চিহ্ন১

পৃঃ ১৯— (৬) ছাতা এবং (২৫) বাইসাইকেল বাদ যাইবে।

সূচীপত্র

নিয়ম বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

(প্রারম্ভিক)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(নির্বাচন কর্মীদের কর্তব্য)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(নির্বাচন পরিচালনা)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(প্রার্থীগণ এবং তাঁহাদের নিযুক্তকগণ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং জিলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহে ভোট গ্রহণ এবং ভোট প্রদান)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(ভোট গণনা)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(বিবিধ)

নিয়ম	বিষয়	পৃষ্ঠা

নির্বাচন বিরোধ—Election disputes

অনুসূচী

ফরমের তালিকা

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ (নির্বাচন) নিয়মাবলী, ১৯৭৪

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন, ১৯৭৩ (পশ্চিমবঙ্গ আইন নম্বর ৪১, ১৯৭৩) এর ২২৪ ধারার মাধ্যমে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, উক্ত ধারার উপধারা (১) অনুসারে প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রচারের পর ১।৩।১৯৭৪ তারিখের ৩১০৫।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্যপাল নিম্নোক্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন, যথা :—

নিয়মাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম (Short Title) :

(১) এই নিয়মাবলীকে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ (নির্বাচন) নিয়মাবলী, ১৯৭৪ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

(২) "সরকারী ঘোষপত্রে" তাহাদের প্রকাশের তারিখ হইতে তাহারা বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞার্থসমূহ (Definitions) :

(১) প্রসঙ্গত অন্য অর্থ আবশ্যক না হইলে, এই নিয়মাবলী অনুযায়ী ;—

(ক) "আইন" (Act) অর্থে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন, ১৯৭৩ ;

(খ) "ব্যালট বাক্স" (Ballot Box) নির্বাচকদের দ্বারা ব্যালট পত্র সন্নিবেশের (insertion) জন্য ব্যবহার্য যে কোন বাক্স, থলি বা অপর আধার (receptacle) ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(গ) "নির্বাচকগণ" (Voters), কোন নির্বাচনক্ষেত্রের কোন নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচকগণ অর্থে কোন ব্যক্তি—যাহার নাম এরূপ নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত অঞ্চলের সহিত সম্বন্ধ-

---

১। ১।৩।১৯৭৪ তারিখের বিশেষ কলিকাতা ঘোষপত্রে প্রকাশিত।

যুক্ত তৎসময় বলবৎ পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলের নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ;

(ঘ) "ফরম" (Form) অর্থে এই নিয়মাবলীর সহিত যুক্ত এবং তাহার বাংলা বা নেপালী অনুবাদ ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(ঙ) "অগ্রাধিকারিক" (Presiding Officer) যে কোন ভোট-গ্রাহী (Polling Officer) যখন অগ্রাধিকারিকের কোন কর্তব্য পালনে রত—ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(চ) "নির্বাচন আধিকারিক" (Returning Officer) যে কোন সহ-নির্বাচন-আধিকারিক যখন নির্বাচন-আধিকারিকের কোন কর্তব্য পালনে রত—ইহার অন্তর্ভুক্ত ,

(ছ) "ভোট-স্থান" (Polling Station) কোন নির্বাচন সম্পর্কে ভোট-স্থান অর্থে সেই নির্বাচনের ভোট গ্রহণের স্থান ;

(জ) "ধারা" (Section) অর্থে এই আইনের ধারা ;

(ঝ) "নির্বাচনে কর্মরত নির্বাচক" (Voter on election duty) অর্থে যে কোন অগ্রাধিকারিক, ভোটগ্রাহী, অন্যান্য সরকারী কর্মচারী, ভোটগ্রাহী-নিযুক্তক (Polling Agent)—যিনি একজন নির্বাচক এবং নির্বাচন কর্মে নিযুক্ত থাকার জন্য তিনি যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট প্রদানের অধিকারী সেখানে ভোট প্রদানে অক্ষম।

(২) এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত দ্যোতনাসমূহ (expressions) এবং যাহা অন্যভাবে ব্যাখ্যাত নহে তাহার অর্থ আইনে যেরূপ আছে তাহাই হইবে।

(৩) ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় সাধারণ সংজ্ঞা বিষয়ক আইন (১ নম্বর আইন, ১৮৯৯) [The Bengal General Clauses Act, 1899 (1 of 1899)] যেরূপ পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলের যে কোন আইন ব্যাখ্যানে প্রযোজ্য তদ্রূপ ইহা এই নিয়মাবলী ব্যাখ্যানে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্বাচন কর্মীদের কর্তব্য

৩। নির্বাচন-আধিকারিকের সাধারণ কর্তব্য (General duty of Returning Officer) :

যে কোন নির্বাচনে এই নিয়মাবলীতে প্রস্তুতকৃত রীতিতে নির্বাচন কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য করণীয় সকল কার্য এবং বিষয়সমূহ নির্বাচন-আধিকারিকের সাধারণ কর্তব্য হইবে।

৪। ভোট-স্থানসমূহ (Polling Stations) :

রাজ্য সরকারের প্রাক্ অনুমোদনান্তে জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্য নির্বাচনে প্রতিটি নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোট-স্থান পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা করিবেন এবং ভোট গ্রহণের তারিখের ন্যূনপক্ষে বারদিন পূর্বে কোন এলাকার জন্য কোন ভোট-স্থান তাহার তালিকা প্রকাশ করিবেন।

৫। অগ্রাধিকারিক এবং ভোটগ্রাহীদের নিয়োগ (Appointment of Presiding and Polling Officers) :

জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিকের প্রাক্ অনুমোদনান্তে নির্বাচন-আধিকারিক প্রত্যেক ভোটস্থানের জন্য অগ্রাধিকারিক এবং তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, অগ্রাধিকারিককে সাহায্যের জন্য অন্যান্য ভোটগ্রাহী বা ভোটগ্রাহীগণকে নিয়োগ করিবেন, কিন্তু যিনি নির্বাচন-প্রার্থীর দ্বারা নিযুক্ত অথবা তাঁহার পক্ষে বা অন্য কোন প্রকারে আসন্ন নির্বাচন বা নির্বাচনের ভিতরে প্রার্থীর পক্ষে কর্মরত এরূপ কোন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকারিক বা ভোটগ্রাহী হিসাবে নিয়োগ করিবেন না :

অবশ্য যদি ভোট-স্থানে কোন ভোটগ্রাহী অনুপস্থিত হন,

অগ্রাধিকারিক—যে ব্যক্তি নির্বাচন-প্রার্থীর দ্বারা নিযুক্ত, অথবা তাঁহার পক্ষে বা অন্য কোন প্রকারে আসন্ন নির্বাচনে বা নির্বাচনের ভিতরে প্রার্থীর পক্ষে কর্মরত এরূপ ব্যক্তি ব্যতীত—ভোট-স্থানে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে তাহার স্থলে ভোটগ্রাহীর পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং এরূপ নিয়োগ করা হইলে তদনুসারে নির্বাচন-আধিকারিককে জানাইবেন।

(২) অগ্রাধিকারিক কর্তৃক যদি সেরূপ আদিষ্ট হন—ভোটগ্রাহী এই নিয়মাবলী অনুসারে অগ্রাধিকারিকের সকল বা যে কোন কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) যদি অগ্রাধিকারিক অসুস্থতা বা অপরিহার্য কারণবশতঃ ভোট-স্থানে অনুপস্থিত থাকেন, তাঁহার সকল কর্তব্য—এরূপ অনুপস্থিতিতে এরূপ সকল কর্তব্য পালনের জন্য নির্বাচন-আধিকারিক কর্তৃক পূর্বেই অনুমোদিত ভোটগ্রাহী কর্তৃক পালিত হইবে।

(৪) প্রসঙ্গবশতঃ অন্য অর্থ আবশ্যক না হইলে—এই নিয়মাবলীতে অগ্রাধিকারিকের প্রসঙ্গসমূহে—যে কোন কর্মরত যে কোন ব্যক্তি যিনি, স্থল বিশেষে, উপনিয়ম (২) অথবা উপনিয়ম (৩) অনুসারে কর্তব্য পালনের জন্য অনুমোদিত—অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং জিলা পরিষদের অথবা যে কোন দুইটির যুগপৎ সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একই ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারিক অথবা ভোটগ্রাহী পদে নিয়োগ করিতে হইবে।

৬। **অগ্রাধিকারিকের সাধারণ কর্তব্য (General duty of Presiding Officer):**

ভোট-স্থানে অগ্রাধিকারিকের সাধারণ কর্তব্য হইবে তথায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং লক্ষ্য রাখা যে নিরপেক্ষভাবে ভোট গৃহীত এবং নিরপেক্ষভাবে ভোট গণনা হইয়াছে।

৭। নিয়ন্ত্রণ (Control) :

নির্বাচন-আধিকারিক, সহ-নির্বাচন-আধিকারিক, অগ্রাধিকারিক, ভোটগ্রাহী এবং নির্বাচনে নিযুক্ত অন্যান্য সকল ব্যক্তি জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিকের অনুবর্তন (guidance), তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করিবেন।

৮। গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এর জন্য সদস্য সংখ্যা স্থিরীকরণ (Determination of number for a Gram Panchayat) :

ভোট গ্রহণের তারিখ হইতে ন্যূনপক্ষে আট সপ্তাহ পূর্বে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ৪ ধারার উপধারা (২)-এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যাধীনে নিম্নোক্ত ভিত্তিতে [যতদূর কার্যকরভাবে সম্ভব][১] গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এ নির্বাচনের জন্য সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন ঃ

(ক) দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাসমূহে—প্রতি একশত নির্বাচকের জন্য একজন এবং তাহার প্রতি ভগ্নাংশের জন্য অতিরিক্ত একজন ;

(খ) অন্যান্য অঞ্চলে—প্রতি চারিশত নির্বাচকের জন্য একজন এবং তাহার প্রতি ভগ্নাংশের জন্য অতিরিক্ত একজন।

৯। নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে গ্রামের বিভাজন (Division of Gram into constituencies) :

(১) নিয়ম ৮ অনুসারে নির্ধারিত সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে ৪ ধারার উপধারা (৩)-এর (ক) দফায় উল্লিখিত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যাধীনে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাচনক্ষেত্রে গ্রামের আয়তনকে বিভক্ত করিবেন।

(২) নিয়ম ৮ অথবা নিয়ম ৯-এ যাহা কিছু থাকা সত্ত্বেও, এই আইন অনুসারে প্রথম নির্বাচনের প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন, ১৯৫৭ (পশ্চিমবঙ্গ আইন ১, ১৯৫৭) অনুসারে সংগঠিত

১। ৭।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩০২০।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সন্নিবিষ্ট।

গ্রাম সভার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমা নির্বাচনক্ষেত্রের আকৃতি হইবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সম্পর্কাদি-নির্দেশ রক্ষা করিয়া :—

(ক) একটি গ্রামের অন্তর্ভুক্ত পূর্বোল্লেখিত গ্রামসভার সংখ্যা, এবং

(খ) ৪ ধারার উপধারা (২)-এ রচিত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যায় পূর্বোল্লেখিত নির্বাচনক্ষেত্রে আসন সংখ্যা বণ্টন করিবেন।[১]

১০। **নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে আসন বিভাজন** (Allocation of seats to constituencies) :

৮ নিয়মানুসারে নির্ধারিত সংখ্যার উপযোগী অনধিক তিনটি আসন প্রতিটি নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করিয়া দিবেন।

১১। **পঞ্চায়েৎ সমিতির জন্য নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ এবং সদস্য স্থিরীকরণ** (Determination of members and constituencies for Panchayat Samiti) :

(১) ৯৪ ধারার উপধারা (২)-এর দফা (২)-এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ সংখ্যাধীনে ভোট গ্রহণের তারিখ হইতে ন্যূনপক্ষে ছয় সপ্তাহ পূর্বে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত সারণীর (Table) রীতি অনুযায়ী গ্রাম হইতে [যতদূর কার্যকরভাবে সম্ভব][১] পঞ্চায়েৎ সমিতিতে নির্বাচনের জন্য সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন :—

১। ৭।৩ ১৯৭৮ তারিখের ৩০২০।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুকল্পিত।

সারণী

১	২	৩
নির্বাচকের সংখ্যা	গ্রাম হইতে পঞ্চায়েৎ সমিতিতে নির্বাচনের জন্য সদস্য সংখ্যা	পঞ্চায়েৎ সমিতির নির্বাচনক্ষেত্রের সংখ্যা
(ক) দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমা-সমূহের জন্য—		
৬০০ এবং তদ্‌নিম্নে	১	
৬০১ হইতে ১২০০	২	২
১২০১ এবং তদূপরি	৩	৩
(খ) পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য—		
২৫০০ এবং তদ্‌নিম্নে	১	১
২৫০১ হইতে ৫০০০	২	২
৫০০১ এবং তদূপরি	৩	৩

(২) উপনিয়ম (১) অনুসারে গ্রাম হইতে নির্বাচনের জন্য ব্যক্তিদের সংখ্যা যত ততটা নির্বাচনক্ষেত্রে গ্রামকে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভাগ করিবেন।

১২। জিলা পরিষদের নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ (Constituencies of Zilla Parishad):

রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিটি ব্লককে দুইটি নির্বাচন-ক্ষেত্রে বিভক্ত করিবেন—প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিতব্য (may be specified) সংলগ্ন গ্রামসমূহ লইয়া প্রতিটি নির্বাচনক্ষেত্র গঠিত হইবে।

১৩। নির্বাচনের ভোট গ্রহণের তারিখ (Date of poll of election) ·

যে কোন নির্বাচন অথবা উপনির্বাচনের তারিখ এবং সময় রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নির্বাচন পরিচালনা

১৪। নির্বাচনের বিভিন্ন স্তরসমূহ (Various stages of election):

কোন সময়ে ১৩ নম্বর নিয়মানুসারে তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া প্রজ্ঞাপন প্রচার হইলে, জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিক ১ নম্বর ফরমে আদেশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করিবেন—

(ক) ভোট গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে ন্যূনপক্ষে ৪২ দিন পূর্বে মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ, সময় এবং স্থান;

(খ) মনোনয়ন সমীক্ষার (scrutiny) তারিখ যাহা অবশ্যই মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখের পর দ্বিতীয় দিন হইবে অথবা যদি ঐ দিন সাধারণ ছুটির দিন হয়—পরবর্তী দিন যাহা ছুটির দিন নহে;

(গ) প্রার্থিতা (candidature) প্রত্যাহারের শেষ তারিখ যাহা মনোনয়ন সমীক্ষার তারিখের পর তৃতীয় দিন হইবে অথবা যদি ঐ দিন সাধারণ ছুটির দিন হয়—পরবর্তী দিন যাহা ছুটির দিন নহে এবং এরূপ তারিখ ভোট গ্রহণের তারিখ হইতে ন্যূনপক্ষে ৩২ দিন পূর্বের তারিখ হইবে।

১৫। নিয়ম ১৪ অনুসারে আদেশ প্রকাশনার প্রণালী (Manner of publication of order under rule 14)—

নিয়ম ১৪ অনুসারে প্রদত্ত আদেশের সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) স্থল বিশেষে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পরিষদের—যাহার ক্ষেত্রাধিকারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত

হইবে কার্যালয়ের কোন দৃষ্টি আকর্ষণকারী স্থানে (conspicuous) লটকাইয়া দিতে হইবে ঃ

অবশ্য এই আইন অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন যে অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইবে— পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন, ১৯৫৭ অথবা পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ অনুসারে গঠিত সেই অঞ্চলের ক্ষেত্রাধিকারী অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, আঞ্চলিক পরিষদ অথবা জিলা পরিষদের কার্যালয়ে এরূপ আদেশ লটকাইয়া দিতে হইবে ; এবং

(খ) স্থল বিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত নির্বাচন-আধিকারিকের কার্যালয়ে লটকাইয়া দিতে হইবে।

১৬। প্রার্থীদের মনোনয়ন (Nomination of candidates) ঃ

(১) যে কোন নির্বাচনক্ষেত্রে নির্বাচনার্থে যে কোন ব্যক্তি মনোনীত হইতে পারে যদি তাঁহার নাম সেই নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত এলাকার সহিত সম্পর্কযুক্ত তৎসময় বলবৎ পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলের নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে অন্য কোন প্রকারে অযোগ্য না হয়।

(২) মনোনয়ন পত্র যে কোন নির্বাচক দাবী করিলে নির্বাচন-আধিকারিক সরবরাহ করিবেন।

১৭। মনোনয়ন পত্র উপস্থাপনা এবং বৈধ মনোনয়ন পত্র-সমূহের জন্য অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ (Presentation of nomination papers and requirements for valid nomination) ঃ

(১) নিয়ম ১৪-র দফা (ক) অনুসারে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে প্রত্যেক প্রার্থী হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁহার প্রস্তাবকের মাধ্যমে—নিয়ম ১৪ অনুসারে প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত স্থানে এবং সময়ের মধ্যে—একটি যথাযথভাবে পরিপূর্ণ এবং প্রার্থী ও নির্বাচন-ক্ষেত্রের একজন নির্বাচক প্রস্তাবকের স্বাক্ষরিত মনোনয়ন পত্র —নির্বাচন-আধিকারিককে প্রদান করিতে হইবে।

(২) প্রার্থী যে নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য মনোনীত সেই নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় যাহার নাম সন্নিবেশিত এরূপ যে কোন ব্যক্তি এবং যিনি অন্য কোন প্রকারে অযোগ্য নহেন প্রস্তাবক হিসাবে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন ; তিনি একাধিক মনোনয়নে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন না ঃ

অবশ্য যে নির্বাচনক্ষেত্রে একাধিক আসন পূর্ণ করিতে হইবে সেই নির্বাচনক্ষেত্রে যতগুলি আসন পূর্ণ করিতে হইবে সেই সংখ্যক মনোনয়ন পত্রে এরূপ ব্যক্তি প্রস্তাবক হিসাবে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাচন-আধিকারিকের নিকট প্রদত্ত প্রতিটি মনোনয়ন পত্র ফরম ২-এ হইবে ঃ

অবশ্য পরিপূর্ণের ব্যর্থতা অথবা প্রতীকচিহ্ন সম্পর্কে ঘোষণা-পত্র পরিপূর্ণের ত্রুটি নিয়ম ২২-এর উপনিয়ম (৭)-এর ত্রুটির মর্মার্থে প্রকৃত আকারের ত্রুটি হইবে না।

(৪) এই নিয়মের কোন কিছু—একই নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য কোন প্রার্থীকে একাধিক মনোনয়ন পত্রের মাধ্যমে নির্বাচনার্থে প্রস্তাব করা—ব্যাহত করিবে না ঃ

অবশ্য একই নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য কোন প্রার্থী দ্বারা অথবা তাঁহার পক্ষে চারের অধিক মনোনয়ন পত্র উপস্থাপনা করা যাইবে না এবং নির্বাচন-আধিকারিক কর্তৃক নির্বাচনের জন্য গৃহীত হইবে না।

(৫) মনোনয়ন পত্র উপস্থাপিত হইলে—স্থল বিশেষে, ৪ ধারা বা ৯৪ ধারা বা ১৪০ ধারায় উল্লিখিত নির্বাচক-তালিকায় সন্নিবেশিত প্রার্থী এবং প্রস্তাবকের নাম এবং নির্বাচক-তালিকার সংখ্যাই মনোনয়ন পত্রে সন্নিবেশিত প্রার্থী এবং প্রস্তাবকের নাম এবং নির্বাচক তালিকার সংখ্যা—নির্বাচন-আধিকারিক স্বয়ং তাহা সন্দেহমুক্ত হইবেন ঃ

অবশ্য মনোনয়ন পত্রে নাম ও সংখ্যাসমূহের জন্য যে কোন কলমচী-সংক্রান্ত (clerical) বা প্রয়োগগত (technical) ভুল—নির্বাচক-তালিকার অনুরূপ লিপিভুক্ত বিষয়ের সহিত অনুক্রম (conformity) রক্ষার্থে—সংশোধনের অনুমতি নির্বাচন-আধিকারিক প্রদান করিতে পারেন এবং যে স্থলে প্রয়োজন হইবে—উক্ত লিখনসমূহের যে কোন কলমচী-সংক্রান্ত বা ছাপার ভুল—উপেক্ষা করার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৭ক।[১] প্রতীকচিহ্নসমূহের শ্রেণীবিভাগ (Classification of symbols) :

(১) এই নিয়মাবলীর প্রয়োজনার্থে প্রতীকচিহ্নসমূহ হয় সংরক্ষিত অথবা মুক্ত হইবে।

(২) একটি সংরক্ষিত প্রতীকচিহ্ন হইবে সেই প্রতীকচিহ্ন যাহা কোন স্বীকৃত রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপস্থাপিত (set up) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা প্রার্থীদের কেবলমাত্র আবণ্টনের জন্য সংরক্ষিত।

এই শর্ত যে, কোন নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এ নির্বাচনের জন্য, যে স্থলে একাধিক সদস্যের নির্বাচন করিতে হইবে, স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের জন্য একাধিক প্রতীকচিহ্ন সংরক্ষিত রাখা যাইতে পারে।

১৭খ।[১] স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ (Classification of recognised political party) :

এই নিয়মাবলীর প্রয়োজনে একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল অর্থে একটি রাজনৈতিক দল যাহা নির্বাচন-মহাধ্যক্ষ (Election Commissioner) কর্তৃক জাতীয় দল অথবা রাজ্য দল হিসাবে এই রাজ্যে ৭ই এপ্রিল ১৯৭৮ পর্যন্ত স্বীকৃত।

১৮। নির্বাচনের প্রতীকসমূহ (Symbols for election) :

(১) প্রতীকচিহ্নসমূহ [অথবা যাহা সংরক্ষিত থাকিতে পারে][১]—অনুসূচীতে উল্লিখিত—যাহা যে কোন নির্বাচনক্ষেত্র

১। ১৫।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩৩২৭।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংযোজিত।

হইতে কোন নির্বাচন-প্রার্থী পছন্দ করিয়া লইতে পারেন।

(২) এইরূপ কোন নির্বাচনে যেখানে একাধিক মনোনয়ন পত্র প্রার্থীর দ্বারা অথবা তাঁহার পক্ষে দাখিলীকৃত—প্রথম দাখিলীকৃত মনোনয়ন পত্রে প্রতীক সম্পর্কে ঘোষণা এবং প্রতীক সম্পর্কে অপর কোন ঘোষণা না থাকিলে নিয়ম ২৪ অনুসারে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে—এমন কি যদি সেই মনোনয়ন পত্র বাতিলও হয়।

১৮ক।[১] প্রার্থীদের দ্বারা সংরক্ষিত প্রতীকচিহ্নসমূহ মনোনয়ন (Choice of reserved symbols by candidates) :

স্বীকৃত রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপস্থাপিত (set up) কোন প্রার্থী যে কোন নির্বাচনক্ষেত্র হইতে কোন নির্বাচনে কেবলমাত্র উক্ত দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকচিহ্ন মনোনয়ন করিবেন এবং তাহা বণ্টিত হইবে।

১৮খ।[১] কোন সময়ে একজন প্রার্থী রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবেন (When a candidate shall be deemed to be set up by a political party) :

(১) এই নিয়মাবলীর প্রয়োজনে একজন প্রার্থী স্বীকৃত রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপস্থাপিত (set up) বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি—

(ক) প্রার্থী তাঁহার মনোনয়ন পত্রে এতদ্‌বিষয়ে ঘোষণা করেন :

(খ) প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষদিনের বিকাল তিন ঘটিকার পরে নহে : নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচন-আধিকারিকের নিকট এতদ্‌বিষয়ে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদত্ত হইলে, এবং

(গ) উক্ত নোটিশ, স্থল বিশেষে, স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সভাপতি, স্থায়ী সভাপতি, অথবা সাধারণ সম্পাদক বা যে স্থলে সাধারণ সম্পাদক নাই, রাজ্যশাখার সম্পাদক কর্তৃক অথবা স্বীকৃত

১। ১৫।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩৩২৭।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংযোজিত।

রাজনৈতিক দলের পূর্বোল্লিখিত সভাপতি, স্থায়ী সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা সম্পাদক কর্তৃক পূর্বোল্লিখিত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের যে কোন যথাযথভাবে অনুমোদিত সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

এই শর্ত যে বিভিন্ন সদস্যগণকে বিভিন্ন জেলার জন্য অনুমোদিত (authorised) করা যাইতে পারে:

অধিকন্তু এই শর্ত যে, কোন জেলার জন্য একাধিক সদস্যকে অনুমোদিত করা যাইবে না।

(২) স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সভাপতি, স্থায়ী সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা রাজ্যশাখার সম্পাদকের অথবা পূর্বোল্লিখিত অনুমোদিত সদস্যের যথাযথ প্রত্যায়িত (attested) স্বাক্ষরসমূহের নমুনা এবং যে ক্ষেত্রে সদস্য নোটিশ স্বাক্ষরের জন্য অনুমোদিত হইয়াছেন তৎসম্পর্কে একটি চিঠি: স্থল বিশেষে, সভাপতি, স্থায়ী সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা সম্পাদক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচন-আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যাহাতে তাঁহার নিকট নিয়ম ১৪-ব (ক) প্রকরণ অনুসারে মনোনয়ন দাখিলের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পৌছায়।

১৯। প্রার্থীদের দ্বারা [মুক্ত][১] প্রতীক মনোনয়ন (Choice of symbols by candidates):

(১) গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে যে কোন নির্বাচনক্ষেত্র হইতে প্রার্থী অনুসূচীর 'ক' সারণীতে উল্লিখিত প্রতীকসমূহ হইতে একটি মনোনয়ন করিবেন।

(২) পঞ্চায়েৎ সমিতি নির্বাচনে যে কোন নির্বাচনক্ষেত্র হইতে প্রার্থী অনুসূচীর 'খ' সারণীতে উল্লিখিত প্রতীকসমূহ হইতে একটি মনোনয়ন করিবেন।

(৩) জিলা পরিষদ নির্বাচনে যে কোন নির্বাচনক্ষেত্র হইতে

১। ১৫।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩৩২৭ পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সন্নিবিষ্ট।

প্রার্থী অনুসূচীর 'গ' সারণীতে উল্লিখিত প্রতীকসমূহ হইতে একটি মনোনয়ন করিবেন।

২০। জমানতসমূহ (Deposits) :

সংশ্লিষ্ট নির্বাচন-আধিকারিকের নিকট নগদ মুল্যে জমানতসমূহ জমা বা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা না হইলে কোন নির্বাচনক্ষেত্র হইতে কোন প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মনোনীত বলিয়া ঘোষণার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এর নির্বাচনক্ষেত্র হইতে কোন নির্বাচন ঘটিলে—দশ টাকা অথবা যে ক্ষেত্রে প্রার্থী তফসিলী জাতিসমূহের বা তফসিলী উপজাতিসমূহের সদস্য—পাঁচ টাকা ;

(খ) পঞ্চায়েৎ সমিতির নির্বাচনক্ষেত্র হইতে কোন নির্বাচন ঘটিলে—ত্রিশ টাকা অথবা যে ক্ষেত্রে প্রার্থী তফসিলী জাতিসমূহের বা তফসিলী উপজাতিসমূহের সদস্য—পনের টাকা ;

(গ) জিলা পরিষদের নির্বাচনক্ষেত্র হইতে কোন নির্বাচন ঘটিলে—এক শত টাকা অথবা যে ক্ষেত্রে প্রার্থী তফসিলী জাতিসমূহের বা তফসিলী উপজাতিসমূহের সদস্য—পঞ্চাশ টাকা :

অবশ্য একই নির্বাচনক্ষেত্র হইতে যেখানে একাধিক মনোনয়ন পত্রের মাধ্যমে একজন প্রার্থী মনোনীত এই নিয়মানুসারে তাঁহার জন্য একটির অধিক জমানত প্রয়োজন হইবে না।

২১। মনোনয়ন এবং সময় এবং সমীক্ষাস্থানের নোটিশ (Notice of omination and time and place for the scrutiny) :

নিয়ম ১৭-র উপনিয়ম (১) অনুসারে মনোনয়ন পত্র ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পাইবার পর—যাহা তাঁহারা অর্পণ করিয়াছেন—নির্বাচন-আধিকারিক মনোনয়ন পত্রে তাহার ক্রমিক

সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহাতে মনোনয়ন পত্র কোন তারিখে এবং কত ঘটিকায় তাঁহার নিকট অর্পণ করা হইয়াছে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রমাণ পত্র স্বাক্ষর করিবেন এবং তাহার পর যত সত্বর সম্ভব—মনোনয়ন পত্রে প্রার্থী ও প্রস্তাবক উভয়ের বিবৃত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনাসহ ফরম ৩এ--মনোনয়নের নোটিশ তাঁহার কার্যালয়ের কোন দৃষ্টি আকর্ষণকারী স্থানে সাঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

২২। **মনোনয়ন সমীক্ষা** (Scrutiny of nomination :

(১) নিয়ম ১৪ অনুসারে মনোনয়ন সমীক্ষার নির্দিষ্ট তারিখে, প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের নির্বাচন-নিযুক্তকগণ, একজন প্রস্তাবক এবং অপর কোন ব্যক্তি নহে, এতৎপক্ষে নিয়ম ১৪ অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন এবং নির্বাচন-আধিকারিক তাঁহাদের—যথা সময়ের মধ্যে প্রদত্ত—সকল প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র-সমূহ সমীক্ষার সকল যুক্তিসহ সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) তৎপর নির্বাচন-আধিকারিক মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করিবেন এবং সকল আপত্তিসমূহ—যাহা যে কোন মনোনয়ন সম্পর্কে হইতে পারে এবং হয় এইরূপ আপত্তিতে অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া—তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্ত থাকিলে তাহার পর যে কোন মনোনয়নপত্র নিম্নোক্ত কারণে বাতিল করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) প্রার্থী এই আইন দ্বারা বা অনুসারে সদস্যপদ পূরণের জন্য পছন্দের অনুপযুক্ত ;

(খ) প্রস্তাবক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক নহেন ;

(গ) ১৬এবং ১৭ নিয়মেরযে কোন বিধানসমূহ পূরণের ব্যর্থতা

(ঘ) মনোনয়ন পত্রে প্রার্থী বা প্রস্তাবকের স্বাক্ষর আসল নহে।

(৩) কোন প্রার্থীর কোন একটি মনোনয়ন পত্রের নিয়মলঙ্ঘনের জন্য অপর কোন মনোনয়ন পত্রের মাধ্যমে—যাহাতে কোন প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন হয় নাই—যদি প্রার্থী মনোনীত হন, তাহা হইলে

উপনিয়ম (২)-এর দফা (গ) বা (ঘ)-এ অন্তর্ভুক্ত কোন কিছু উক্ত মনোনয়ন পত্র বাতিলের অধিকার বিবেচিত হইবে না।

(৪) কোন মনোনয়ন পত্র কোন ত্রুটির জন্য, যাহা বাস্তবধর্মী নহে, নির্বাচন-আধিকারিক বাতিল করিবেন না।

(৫) নির্বাচন আধিকারিক নিয়ম ১৪-র দফা (খ) অনুসারে এতৎপক্ষে নির্দিষ্ট তারিখে সমীক্ষা শুরু করিবেন এবং হট্টগোল বা প্রকাশ্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ বা তাঁহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণ-সমূহ দ্বারা কার্যাবলী বাধাপ্রাপ্ত ব্যতিরেকে কার্যাবলীর কোন স্থগিত অনুমোদন করিবেন না ঃ

অবশ্য নির্বাচন আধিকারিক অথবা কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ন্যূনপক্ষে পরের দিন—সমীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পরের দিন—পর্যন্ত আপত্তি খণ্ডনের জন্য সময় মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং নির্বাচন-আধিকারিক যে তারিখ পর্যন্ত কার্যাবলী স্থগিত রাখা হইয়াছে সেই তারিখে তাঁহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৬) নির্বাচন-আধিকারিক প্রতিটি মনোনয়ন পত্রে—তাহা গ্রহণ বা বাতিল করিয়া—তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিবেন এবং যদি মনোনয়ন পত্র বাতিল করেন এরূপ বাতিলের কারণসমূহ তিনি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৭) সকল মনোনয়ন পত্র সমীক্ষান্তে এবং গ্রহণ অথবা বাতিল করিয়া এব কারণ নথিভুক্তির পর অনতিবিলম্বে নির্বাচন-আধিকারিক ফরম ৪-এ বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের—অর্থাৎ প্রার্থীদের যে সকল মনোনয়ন বৈধ দেখা গিয়াছে—তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা তাঁহার নোটিশ বোর্ডে সাঁটিয়া দিবেন।

২৩। প্রার্থীতা প্রত্যাহার (Withdrawal of candidature) :

(১) নিয়ম ১৪-র দফা (ত) অনুসারে নির্দিষ্ট তারিখে বৈকাল তিন ঘটিকার পূর্বে নির্বাচন আধিকারিকের নিকট প্রার্থী স্বয়ং অথবা

এতৎপক্ষে এরূপ প্রার্থীর দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তকের মাধ্যমে যে কোন প্রার্থী লিখিত নোটিশ দ্বারা— যাহা তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত হইবে—তাঁহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপনিয়ম (১) অনুসারে প্রদত্ত প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নোটিশ কোন ব্যক্তিকে বাতিলের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

(৩) উপনিয়ম (১) অনুসারে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নোটিশ ফরম ৭-এ হইবে এবং তাহাব মধ্যে সাজান বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে : এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্বাচন-আধিকারিক তাহাতে কোন তারিখ ও সময়ে উহা প্রদত্ত সে সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) নির্বাচন-আধিকারিক প্রত্যাহার নোটিশের বিশুদ্ধতা এবং যে ব্যক্তি উপনিয়ম (১) অনুসারে তাহা প্রদান করিতেছেন তাঁহার পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া ফরম ৬-এ একটি নোটিশ তাঁহার কার্যালয়ের কোন দৃষ্টি আকর্ষণকারী স্থানে নিত্য লটকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

২৪। প্রতিযোগী প্রার্থাদের তালিকা প্রস্তুতকরণ (Preparation of list of contesting candidates) :

(১) নিয়ম ২৩-এর উপনিয়ম (১) অনুসারে যে সময়ের মধ্যে প্রার্থিতাসমূহ প্রত্যাহার করা যাইতে পারে তাহা অতিক্রান্ত হওয়াব পর অনতিবিলম্বে নির্বাচন আধিকারিক ফরম ৭-এ প্রতিযোগী প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিবেন অর্থাৎ যে সকল প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্রসমূহ চূড়ান্তভাবে গৃহীত এবং যাঁহারা উক্ত সময়ের মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই।[১]

(২) উক্ত তালিকায় বর্ণানুক্রমিক নাম এবং মনোনয়ন পত্রসমূহে

১। ১২।৯।১৯৭৭ তারিখের ১৩২২৫।পঞ্চ নম্বর সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংশোধিত।

২

প্রদত্ত প্রতিযোগী প্রার্থীদের ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাসমূহে নেপালী ও ইংরাজীতে এবং অন্যান্য অঞ্চলসমূহে বাংলা ও ইংরাজীতে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে পদবী মনোনয়ন পত্রে প্রথমে লিখা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে উপনিয়ম (২)-এ উল্লিখিত বর্ণানুক্রমিক প্রার্থীর পদবী অনুযায়ী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রার্থীর ব্যক্তিগত নাম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হইবে। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাসমূহে নেপালীতে এবং অন্যান্য অঞ্চলসমূহে বাংলায় এরূপ বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) ভোট গ্রহণ যে ক্ষেত্রে আবশ্যক হইবে নির্বাচন-আধিকারিক—প্রতিযোগী প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্রসমূহের মাধ্যমে প্রতীক-চিহ্নসমূহ হইতে অভিব্যক্ত মনোনয়ন—বিবেচনা করিবেন এবং [১৮ ক নিয়মের বিধানাধীনে এবং][১] এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত যে কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশসমূহের সাপেক্ষে,—

(ক) তাঁহার মনোনয়নের সহিত যতদূর সম্ভব অনুক্রম রক্ষা করিয়া প্রত্যেক প্রতিযোগী প্রার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক চিহ্ন আবণ্টন করিবেন ; এবং

(খ) যদি একাধিক প্রতিযোগী প্রার্থীর একই প্রতীকচিহ্নকে অগ্রাধিকারের তাঁহাদের ইঙ্গিত থাকে এরূপ প্রার্থীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে প্রতীকচিহ্নটি কাহাকে দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবেন।

(৫) নির্বাচন-আধিকারিক কর্তৃক কোন প্রার্থীকে যে কোন প্রতীকচিহ্ন আবণ্টন চূড়ান্ত হইবে।

(৬) প্রার্থীকে আবণ্টিত প্রতীকচিহ্ন অবিলম্বে প্রত্যেক প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তককে জানাইতে হইবে এবং নির্বাচন-আধিকারিক কর্তৃক তাহার নমুনা সরবরাহ করিতে হইবে।

১। ১৫।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩৩২৭।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সন্নিবিষ্ট।

২৫। **প্রতিযোগী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশন** (Publication of list of contesting candidates) :

ইহা প্রস্তুতের পর অনতিবিলম্বে নির্বাচন-আধিকারিক তাঁহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রতিযোগী প্রার্থীদের তালিকার একটি প্রতিলিপি আঁটকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন এবং অধিকন্তু তাহার প্রতিলিপি প্রত্যেক প্রতিযোগী প্রার্থীকে অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তককে সরবরাহ করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রার্থীগণ এবং তাঁহাদের নিযুক্তকগণ

২৬। **নির্বাচন-নিযুক্তকের নিয়োগ এবং এরূপ নিয়োগ সংহরণ** (Appointment of Election Agent and Revocation of such appointment) :

(১) কোন প্রার্থী যদি কোন একজন নির্বাচন-নিযুক্তক নিয়োগে আগ্রহী হন তাহা হইলে মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় অথবা নির্বাচনের পূর্বে যে কোন সময়ে উপনিয়ম (৩)-এর বিধানসমূহের সাপেক্ষে ফরম ৮-এ এরূপ নিয়োগপত্র দিতে হইবে।

(২) নির্বাচন-নিযুক্তকের নিয়োগপত্র প্রার্থী কর্তৃক ফরম ৯-এ লিখিতভাবে নিজ স্বাক্ষরাধীনে একটি ঘোষণার মাধ্যমে সংহৃত (revoked) হইতে পারে এবং নির্বাচন আধিকারিকের নিকট তাহা জমা দিতে হইবে। এরূপ সংহরণ (revocation) যে তারিখে জমা দেওয়া হইবে সেই তারিখ হইতে তাহা কার্যকর হইবে। এরূপ সংহরণের ঘটনায় অথবা নির্বাচনের পূর্বে বা চলাকালীন নির্বাচন-নিযুক্তকের মৃত্যু ঘটিলে প্রার্থী উপনিয়ম (১)-এর বিধানসমূহ অনুসারে নূতন নির্বাচন-নিযুক্তক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) স্থল বিশেষে, ৮, ৯৭ এবং ১৪২ ধারাসমূহে উল্লিখিত যে কোন অযোগ্যতায় কোন ব্যক্তি বিজড়িত হইলে তিনি নির্বাচন-নিযুক্তকে নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন না।

২৭। **ভোটগ্রহণ-নিযুক্তক নিয়োগ** (Appointment of Polling Agent) :

(১) কোন নির্বাচনে—যে স্থলে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে—যে কোন প্রতিযোগী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক প্রতিটি ভোট-স্থানের জন্য একজন নিযুক্তক এবং দুইজন বদলি নিযুক্তক ভোটগ্রহণ-নিযুক্তক রূপে কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তকের স্বাক্ষরে ফরম ১০-এ লিখিত পত্রে একখানি প্রতিলিপিসহ এরূপ নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক নিয়োগপত্রের প্রতিলিপি ভোটগ্রহণ-নিযুক্তককে প্রদান করিবেন যিনি ভোট গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখে অগ্রাধিকারিকের নিকট তাহা উপস্থাপন করিবেন এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা পত্রে তাঁহার সম্মুখে স্বাক্ষর করিবেন এবং অগ্রাধিকারিক তাঁহার নিকট উপস্থাপিত প্রতিলিপিটি নিজস্ব জিম্মায় রাখিবেন। কোন ভোটগ্রহণ-নিযুক্তককে ভোটঘরে তাঁহার কর্তব্য পালনের অনুমতি প্রদান করা হইবে না যদি না তিনি এই উপনিয়মের বিধানসমূহ পূরণে সম্মত হন।

২৮। গণনা নিযুক্তক নিয়োগ (Appointment of Counting Agent) :

(১) প্রত্যেক প্রতিযোগী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক অনধিক দুইজন নিযুক্তক উক্ত প্রার্থীর গণনা-নিযুক্তক রূপে কার্য সম্পাদনের জন্য একখানি প্রতিলিপিসহ ফরম ১০-এ লিখিতভাবে একটি পত্রের মাধ্যমে প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তকের স্বাক্ষরে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) ভোট গণনার প্রারম্ভে সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকারিককে প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক উপনিয়ম (১)-এ উল্লিখিত নিয়োগপত্র তাঁহাকে প্রেরণ করিয়া এরূপ গণনা-নিযুক্তকের নিয়োগ পূর্বাহ্নে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন।

(৩) প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক নিয়োগপত্রের প্রতিলিপি গণনা-নিযুক্তককে প্রদান করিবেন যিনি ভোট গণনার নির্দিষ্ট তারিখে অগ্রাধিকারিকের নিকট তাহা উপস্থাপন করিবেন এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত ঘোষণাপত্রে তাঁহার সম্মুখে স্বাক্ষর করিবেন। অগ্রাধিকারিক তাঁহার নিকট উপস্থাপিত প্রতিলিপিটি নিজস্ব জিম্মায় রাখিবেন। কোন গণনা-নিযুক্তককে ভোট গণনার নির্দিষ্ট স্থানে

তাঁহার কর্তব্য পালনের অনুমতি প্রদান করা হইবে না যদি না তিনি এই উপনিয়মের বিধানসমূহ পূরণে সম্মত হন।

২৯। নিয়োগ সংহরণ অথবা ভোটগ্রহণ-নিযুক্তকের মৃত্যু (Revocation of the appointment or death of Polling Agents):

(১) ভোটগ্রহণ-নিযুক্তকের নিয়োগ—প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক কর্তৃক ভোট গ্রহণের প্রারম্ভে যে কোন সময় লিখিতভাবে নিজ স্বাক্ষরে ফরম ১১-তে ঘোষণার মাধ্যমে—সংহরণ করিতে পারিবেন।

(২) এরূপ ঘোষণাপত্র ভোট-স্থানের অগ্রাধিকারিকের নিকট —যে স্থানে ভোটগ্রহণ-নিযুক্তক কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত— জমা দিতে হইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে উপনিয়ম (১) অনুসারে ভোটগ্রহণ-নিযুক্তকের নিয়োগ সংহৃত অথবা যে ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পূর্বেই ভোট-গ্রহণ-নিযুক্তকের মৃত্যু ঘটিবে, প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক —ভোট সমাপ্তির পূর্বে যে কোন সময়—নিয়ম ২৭-এর উপনিয়ম (১)-এর বিধানসমূহ অনুসারে নূতন ভোটগ্রহণ-নিযুক্তক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৩০। নিয়োগ সংহরণ অথবা গণনা-নিক্তযুকের মৃত্যু (Revocation of the appointment or death of the Counting Agent):

(১) গণনা-নিযুক্তকের নিয়োগ—প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক কর্তৃক ভোট গণনার প্রারম্ভে যে কোন সময় লিখিতভাবে নিজ স্বাক্ষরে ফরম ১১-তে ঘোষণার মাধ্যমে—সংহরণ করিতে পারিবেন। এরূপ ঘোষণাপত্র ভোট-স্থানের —যেখানে গণনা হইবে —অগ্রাধিকারিকের নিকট জমা দিতে হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে উপনিয়ম (১) অনুসারে গণনা-নিযুক্তকের

নিয়োগ সংস্থত অথবা যে ক্ষেত্রে ভোট গণনা সমাপ্তির পূর্বেই গণনা-নিযুক্তকের মৃত্যু ঘটিবে, প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক নিয়ম ২৮-এর উপনিয়ম (১)-এ রচিত বিধিনিয়মের একই অর্থে নূতন গণনা-নিযুক্তক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৩১। **ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু** (Death of candidate before poll) :

যদি কোন প্রার্থীর যাঁহার মনোনয়ননিয়ম ২২ অনুসারে সমীক্ষায় বৈধ দেখা গিয়াছে অথবা যিনি নিয়ম ২৩ অনুসারে তাঁহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই এবং নিয়ম ২৫ অনুসারে প্রতিযোগী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশনের পূর্বে তাঁহার মৃত্যুর প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইলে অথবা যদি কোন প্রতিযোগী প্রার্থীর মৃত্যু ঘটে এবং ভোট গ্রহণের প্রারম্ভে তাঁহার মৃত্যুর প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইলে, নির্বাচন আধিকারিক প্রার্থীর মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হইয়া ভোট গ্রহণ বাতিল করিবেন এবং এই ঘটনার প্রতিবেদন রাজ্য সরকার, রাজ্য পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিক এবং অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিককে পাঠাইবেন এবং যেন নূতন নির্বাচনের জন্য সর্বতো-ভাবে নির্বাচন সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম নূতনভাবে সুরু করিবেন।

অবশ্য ভোট গ্রহণ বাতিলের সময় যে ব্যক্তি প্রতিযোগী প্রার্থী ছিলেন তাঁহার ক্ষেত্রে পুনরায় মনোনয়ন প্রয়োজন হইবে না :

অধিকন্তু অবশ্য ভোটগ্রহণ বাতিলের পূর্বে যে ব্যক্তি নিয়ম ২৩ অনুসারে তাঁহার প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নোটিশ দিয়াছিলেন এরূপ ভোট গ্রহণ বাতিলের পরের নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত হইবার অযোগ্য হইবেন না।

৩২। **প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচনসমূহের পদ্ধতি** (Procedure in contested and uncontested elections) :

যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে—

(ক) পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা অপেক্ষা প্রতিযোগী প্রার্থীদের সংখ্যা অধিক হইলে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে ;

(খ) এরূপ প্রার্থীদের সংখ্যা পূরণযোগ্য আসন সংখ্যার সমান হইলে নির্বাচন আধিকারিক অবিলম্বে ফরম ১২-তে এরূপ সকল প্রার্থীদের সমুদয় আসন পূরণের জন্য যথোচিতভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন ;

(গ) এরূপ প্রার্থীর সংখ্যা পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে, নির্বাচন-আধিকারিক অবিলম্বে ফরম ১২-তে এরূপ সকল প্রার্থীদের নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিক, রাজ্য পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকাবিক এবং রাজ্য সরকারকে জ্ঞাপন করিবেন ·

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং জিলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহে ভোট গ্রহণ ও ভোট প্রদান

৩৩। ভোট প্রদানের প্রণালী (Manner of voting):

প্রতিটি নির্বাচনে যে ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ করা হইবে—অতঃপর প্রস্তুতকৃত প্রণালীতে ভোটসমূহ ব্যালটের মাধ্যমে দিতে হইবে এবং বদলি ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত ভোটসমূহ গৃহীত হইবে না।

৩৪। ব্যালট বাক্স (Ballot box):

(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ অনুমোদিত হইবে তদ্রূপ নকশার প্রতিটি ব্যালট বাক্স হইবে।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং জিলা পরিষদ নির্বাচনসমূহে পৃথক ব্যালট বাক্সসমূহ ব্যবহার করিতে হইবে।

৩৫। ব্যালট পত্রের ফরম (Form of ballot paper):

(১) প্রতিটি ব্যালট পত্র গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এর জন্য ফরম ১৩, পঞ্চায়েৎ সমিতির জন্য ফরম ১৩ক এবং জিলা পরিষদের জন্য ফরম ১৩খ-এ হইবে।

(২) প্রতিযোগী প্রার্থীদের তালিকায় যে ক্রমানুসারে প্রার্থীদের নাম প্রকাশিত তদ্রূপ ভোট-পত্রীতে প্রার্থীদের নাম সাজাইতে হইবে।

(৩) যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থীর একই নাম হয়, তাঁহাদের পেশা অথবা আবাস সংযোজন করিয়া অথবা অপর কোন প্রকারে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিতে হইবে।

(৪) রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ অনুমোদিত হইবে তদ্রূপ নকশার প্রতিটি ভোট-পত্রী হইবে।

৩৬। **ভোট-স্থানের ব্যবস্থাপনা** (Arrangement at Pollng Station):

(১) প্রতিটি ভোট-স্থানের বাহিরে লক্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে—

(ক) ভোট গ্রহণ অঞ্চলের নির্বাচকগণ যে ভোট-স্থানে ভোট প্রদানের অধিকারী এবং যে ক্ষেত্রে ভোট-স্থানে একাধিক ভোট-ঘর স্থাপিত এরূপ প্রতিটি ভোট-ঘরসমূহে আবন্টিত নির্বাচকদের বিবরণ নির্দিষ্ট করিয়া, প্রতিটি সেরূপ ভোট-ঘরে নোটিশ, এবং

(খ) প্রতিযোগী প্রার্থীদের একটি প্রতিলিপি।

(২) নির্বাচন-আধিকারিক প্রতিটি ভোট-স্থানে এক বা একাধিক পৃথক কামরা তৈয়ারীর পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থা করাইবেন (অতঃপর এই নিয়মাবলীতে ভোটগ্রাহী-কামরা রূপে উল্লিখিত) যাহার মধ্যে নির্বাচকগণ গোপনে তাঁহাদের ভোট চিহ্নিত করিতে পারেন।

(৩) নির্বাচন-আধিকারিক প্রতিটি ভোট-স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যালট বাক্স, ব্যালট পত্র, ভোট গ্রহণ অঞ্চলের বা অঞ্চলসমূহের নির্বাচকদের তালিকা—যাঁহারা ঐরূপ ভোট-স্থানে ভোট প্রদানের অধিকারী, ব্যালট পত্রে ছাপ দিয়া চিহ্নিতকরণের সাধিত্রাদি (instruments) এবং ব্যালট পত্রে চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্বাচকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পূর্বাহ্নে সরবরাহ করিবেন। অধিকন্তু নির্বাচন আধিকারিক প্রতিটি ভোট-স্থানে ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে এরূপ অন্যান্য উপকরণ এবং সহায়ক দ্রব্যাদি এরূপ ভোট-স্থানে পূর্বাহ্নে সরবরাহ করিবেন।

৩৭। **ভোট স্থানে প্রবেশ** (Admission to polling station):

অগ্রাধিকারিক ভোট-স্থানের অভ্যন্তরে কোন এক সময়ে নির্বাচকদের প্রবেশের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং তাহা হইতে সকল ব্যক্তিকে বিরত করিবেন—ব্যতিক্রম—

(ক) ভোট-গ্রাহী ;

(খ) নির্বাচনে কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারীগণ ;

(গ) জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিক অথবা নির্বাচন-আধিকারিকের অনুমোদিত ব্যক্তিগণ ;

(ঘ) প্রার্থীগণ, তাঁহাদের নির্বাচন-নিযুক্তক এবং নিয়ম ২৭-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে একই সময়ে প্রত্যেক প্রার্থীর একজন ভোটগ্রহণ-নিযুক্তক ;

(ঙ) নির্বাচকের ধৃত সঙ্গী শিশু ;

(চ) একজন অন্ধ বা রুগ্ন নির্বাচক যিনি সাহায্য ব্যতীত চলিতে অক্ষম তাঁহার সঙ্গী ব্যক্তি ;

(ছ) নির্বাচককে সনাক্তকরণের জন্য নির্বাচন-আধিকারিক অথবা অগ্রাধিকারিক কর্তৃক নিযুক্ত এরূপ কোন ব্যক্তিগণ।

৩৮। **ভোট গ্রহণের জন্য ব্যালট বাক্স প্রস্তুতকরণ** (Preparation of ballot box for poll) :

(১) ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে—ব্যালট বাক্সটি খালি—ইহা উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে সন্দেহমুক্ত করিবেন।

(২) ভোট-স্থানে ব্যবহৃত প্রতিটি ব্যালট বাক্সের বহিরাংশে লেবেলসমূহ যাহাতে চিহ্নিত থাকিবে—

(ক) ক্রমিক সংখ্যা, যদি কিছু থাকে, এবং নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম ;

(খ) ক্রমিক সংখ্যা এবং ভোট-স্থানের নাম ;

(গ) নির্দিষ্ট একটি নির্বাচনে ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সসমূহের ক্রমিক সংখ্যা যে ক্ষেত্রে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হইয়াছে ;

(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ।

(৩) ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে—উপনিয়ম(২)-এ উল্লিখিত লেবেলসমূহ ব্যালট বাক্স ধারণ করিতেছে—উপস্থিত ভোটগ্রহণ-নিযুক্তকগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারিক প্রদর্শন করিবেন।

(৪) ব্যালট বাক্স এরপর বন্ধ, শীলমোহরযুক্ত এবং নিরাপদ করিতে হইবে। ভোটগ্রহণ-নিযুক্তকগণ—যাঁহারা সে সময় উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের শীলমোহর লাগাইতে পারিবেন। তারপর ভোটপেটী অগ্রাধিকারিক এবং ভোটগ্রহণ-নিযুক্তকগণের পূর্ণ দৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে।

৩৯। **মহিলা নির্বাচকদের জন্য সুবিধা-সুযোগসমূহ** (Facilities for women voters):

(১) যেখানে কোন ভোট-স্থান পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য, অগ্রাধিকারিক নির্দেশ দিতে পারিবেন—পৃথক দুইটি দলের মধ্য হইতে পর্যায়ক্রমে একের পর একজন ভোট-স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ করিবেন।

(২) নির্বাচন-আধিকারিক অথবা অগ্রাধিকারিক—মহিলা নির্বাচকদের ভোট-স্থানে সাহায্যার্থে এবং অধিকন্তু সাধারণভাবে মহিলা নির্বাচকদের ভোট গ্রহণে অগ্রাধিকারিককে সাহায্যের জন্য এবং বিশেষভাবে কোন মহিলা নির্বাচককে তল্লাসীর জন্য, যদি তাহা কোন ক্ষেত্রে আবশ্যক হইয়া পড়ে—মহিলা সহযোগী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪০। **নির্বাচকদের সনাক্তকরণ** (Identification of voters):

(১) অগ্রাধিকারিক নির্বাচকদের সনাক্তকরণের সাহায্যার্থে অথবা ভোট গ্রহণে তাঁহাকে অন্য প্রকারে সাহায্যার্থে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ ব্যক্তিদের ভোট-স্থানে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) যখনই একজন নির্বাচক ভোট-স্থানে প্রবেশ করিবেন—অগ্রাধিকারিক অথবা এতৎপক্ষে তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত ভোটগ্রাহী নির্বাচকের নাম ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ নির্বাচক তালিকায় সংশ্লিষ্ট লিখনের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন এবং তৎপর নির্বাচকের ক্রমিক

সংখ্যা, নাম এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তির ভোট-পত্রী পাইবার অধিকার নির্ধারণে অগ্রাধিকারিক অথবা স্থল বিশেষে ভোটগ্রাহী নির্বাচন তালিকায় কোন লিখনের কলমচী-সংক্রান্ত বা ছাপার ভুল উপেক্ষা করিতে পারেন যদি তিনি সন্দেহমুক্ত হন লিপিবদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয় যে নির্বাচক সম্পর্কে এই ব্যক্তি তা হইতে অভিন্ন।

৪১। নির্বাচনে কর্মরত নির্বাচকের সুবিধা-সুযোগসমূহ (Facilities for voter on election duty):

(১) নির্বাচনে কর্মরত কোন নির্বাচক যদি ভোট প্রদানে আগ্রহী তিনি ভোট গ্রহণের তিন দিন পূর্বে যে নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তাহার নির্বাচন আধিকারিকের সমীপবর্তী হইবেন এবং তাঁহাকে ভোটদানের সুযোগ প্রদানার্থে ব্যালট পত্র প্রদানের জন্য ফরম ১৪-তে একটি দরখাস্ত করিবেন।

(২) নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়োগ পত্র দাখিলের পর নির্বাচন-আধিকারিক এরূপ নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া—

(ক) বাতিল।

(খ) নিবাচক তালিকায় ব্যক্তির নামটি চিহ্নিত করিবেন; এবং

(গ) এরূপ নির্বাচককে ব্যালট পত্র প্রদান করিবেন এবং ভোটদানের জন্য সরবরাহকৃত সাধিত্রাদির সাহায্যে অকুস্থলেই ভোটদানের তাঁহাকে অনুমতি দিবেন;

(৩) ভোট চিহ্নিত করার পর এরূপ নির্বাচক ব্যালট পত্র শীলমোহরাঙ্কিত খামে নির্বাচন আধিকারিকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৪) নির্বাচন আধিকারিক এরূপ ব্যালট পত্রের প্রতিপত্র একটি

পৃথক শীলমোহরাঙ্কিত খামে রাখিবেন এবং সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকারিকের নিকট—শীলমোহরাঙ্কিত উভয় খাম যাহার অভ্যন্তরে ব্যালট পত্র এবং প্রতিপত্র ধারণ করিতেছে—হস্তান্তর করিবেন।

৪২। **ব্যাক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে আপত্তি** (Challenging of Identity) :

(১) কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন নির্বাচক হিসাবে দাবী করিলে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে—যে কোন ভোটগ্রহণ-নিযুক্তক প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি আপত্তির জন্য প্রথমে দুই টাকা অগ্রাধিকারিকের নিকট জমা দিয়া আপত্তি করিতে পারিবেন।

(২) এরূপ গচ্ছিত রাখা হইলে অগ্রাধিকারিক—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মিথ্যা পরিচয় দানের দণ্ড সম্পর্কে সচেতন করিবেন ;

(খ) নির্বাচক তালিকা হইতে সংশ্লিষ্ট লিখন সম্পূর্ণ পাঠ করিবেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন তিনিই লিপিভুক্তব্যক্তি কি-না ;

(গ) ফরম ১৫-তে অভিযুক্ত নির্বাচকের তালিকায় তাঁহার নাম, ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিবেন ;

(ঘ) উক্ত তালিকায় তাঁহার স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লাগাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন হইবে।

(৩) তাহার পর অগ্রাধিকারিক আপত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তদন্তের অনুষ্ঠান করিবেন এবং তদুদ্দেশ্যে—

(ক) আপত্তিকারীর আপত্তির সমর্থনে প্রমাণ দাখিল করা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সমর্থনে প্রমাণ দাখিল করা প্রয়োজন হইতে পারে ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় প্রমাণার্থে যে কোন প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা এবং শপথপূর্বক তাঁহাকে প্রশ্নোত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং সাক্ষ্য প্রদানকারী অন্য যে কোন ব্যক্তিকে কোন শপথ বাক্য পাঠ করাইতে পারেন।

(৪) তদন্তের পর যদি অগ্রাধিকারিক গণ্য করেন যে আপত্তি প্রমাণিত হয় নাই, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভোটদানে অনুমতি প্রদান করিবেন; এবং যদি তিনি গণ্য করেন যে আপত্তি প্রমাণিত হইয়াছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভোটদানে বঞ্চিত করিবেন।

(৫) অগ্রাধিকারিক যদি মত পোষণ করেন যে আপত্তি অসার অথবা সরল বিশ্বাসপ্রসূত নহে তিনি নির্দেশ দিবেন যে উপনিয়ম (১) অনুসারে গচ্ছিত অর্থ রাজ্য সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রে তদন্ত সমাপ্তির পর তিনি আপত্তিকারীকে তাহা ফেরৎ দিবেন।

৪৩। কৃত্রিম পরিচয়ের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচসমূহ (Safeguards against personation):

(১) প্রত্যেক নির্বাচক যাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে—স্থল বিশেষে, অগ্রাধিকারিক অথবা ভোটগ্রাহী সন্দেহমুক্ত—তিনি তাঁহার বাম তর্জনী অগ্রাধিকারিক অথবা ভোটগ্রাহী কর্তৃক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং অনপনেয় কালির (indelible ink) চিহ্ন তথায় প্রদান করিতে দিবেন।

(২) যদি কোন নির্বাচক তাঁহার বাম তর্জনী পরীক্ষা করিতে অথবা উপনিয়ম (১) অনুসারে চিহ্নিতকরণ প্রত্যাখ্যান করেন অথবা এরূপ চিহ্ন তাঁহার বাম তর্জনীতে ইতঃপূর্বে থাকে অথবা কালির চিহ্ন মোচনের উদ্দেশ্যে কোন আচরণ করেন, তাঁহাকে কোন ব্যালট পত্র সরবরাহ এবং ভোট দানে অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং জিলা পরিষদের অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোন দুইটির যুগপৎভাবে ভোট গ্রহণ করা হইতেছে, একজন নির্বাচককে—যাঁহার বাম তর্জনী অনপনেয় কালির দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে—উপনিয়মাবলী (১)

এবং (২)-এ অন্য যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও কিন্তু নিয়ম ৪৫-এর উপনিয়ম (৪)-এর বিধানসমূহের সাপেক্ষে—অপর নির্বাচনের জন্য ব্যালট পত্র সরবরাহ করিতে হইবে।

(৭) এই নিয়মে নির্বাচকের বাম তর্জনীর যে কোন প্রসঙ্গে—যে ক্ষেত্রে নির্বাচক তাঁহার বাম তর্জনী হারাইয়াছেন—ব্যাখ্যাত হইবে তাঁহার বাম হস্তের যে কোন অঙ্গুলি এবং যে ক্ষেত্রে তাঁহার বাম হস্তের সকল অঙ্গুলিই নিরুদ্দিষ্ট—ব্যাখ্যাত হইবে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অথবা অন্য যে কোন অঙ্গুলি, এবং যে ক্ষেত্রে উভয় হস্তের সকল অঙ্গুলিই নিরুদ্দিষ্ট ব্যাখ্যাত হইবে বাম বা দক্ষিণ হস্তের এমন প্রান্তদেশ যাহা তিনি ধারণ করেন।

৪৪। ব্যালট পত্রসমূহ সরবরাহ (Issue of ballot papers) :

(১) ভোটগ্রহণ আরম্ভের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোন নির্বাচককে ব্যালট পত্র সরবরাহ করা যাইবে না।

(২) ভোটগ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন নির্বাচককে ব্যালট পত্র সরবরাহ করা যাইবে না কেবলমাত্র সেই সব নির্বাচকগণ ব্যতীত যাঁহারা ভোটগ্রহণ সমাপ্তির সময় উপস্থিত। এইরূপ নির্বাচকদের ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরও তাঁহাদের ভোটসমূহ লিপিবদ্ধকরণ অনুমোদন করা যাইবে।

(৪) প্রত্যেক ব্যালট পত্র নির্বাচককে সরবরাহের পূর্বে - জেলা নির্বাচন-আধিকারিক যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ স্বতন্ত্র চিহ্নের ছাপ ইহার পৃষ্ঠদেশে মারিতে হইবে এবং অগ্রাধিকারিক কর্তৃক পূর্ণ স্বাক্ষর হইবে।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং জিলা পরিষদ অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোন দুইটির নির্বাচন যুগপৎ ঘটিলে ব্যালট পত্র সরবরাহ নিম্নোক্ত রীতিতে হইবে, যথা :—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের জন্য ব্যালট পত্র;

(খ) পঞ্চায়েৎ সমিতি নির্বাচনের জন্য ব্যালট পত্র;

(গ) জিলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ব্যালট পত্র।

(৫) নির্বাচককে ব্যালট পত্র সরবরাহের সময় ভোটগ্রাহী—

(ক) ইহার প্রতিপত্রে নির্বাচকের নির্বাচক-তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ; যাহা চিহ্নিত নির্বাচক-তালিকার প্রতিলিপিতে সন্নিবিষ্ট ; লিপিবদ্ধ করিবেন ;

(খ) বাতিল।[১]

(গ) চিহ্নিত নির্বাচক-তালিকার প্রতিলিপিতে নির্বাচকের নামটি চিহ্নিত করিয়া দেখাইবেন—তৎসত্ত্বেও সেই নির্বাচককে সরবরাহকৃত ব্যালট পত্রের ক্রমিক সংখ্যা তাহাতে লিপিবদ্ধ না করিয়া—যে একটি ব্যালট পত্র তাঁহাকে সরবরাহ করা হইয়াছে ; এবং

(ঘ) যদি একাধিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ধারাবাহিকভাবে ব্যালট পত্র সরবরাহ করিবেন।

[অনুবিধিটি বাতিল][১]

(৬) উপনিয়ম (৫)-এর শর্ত ব্যতীত কোন ব্যক্তি ভোট-স্থানে বিশেষ নির্বাচককে সরবরাহকৃত ব্যালট পত্রের ক্রমিক সংখ্যা লিখিয়া রাখিতে পারিবেন না।

৪৫। ভোটদানের পদ্ধতি (Voting procedure) :

(১) নির্বাচক ব্যালট পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ—

(ক) কোন একটি ভোটগ্রাহী কামরায় যাইবেন ;

(খ) তিনি যাঁহাকে ভোটদানে ইচ্ছুক সেই প্রার্থীর প্রতীক চিহ্নের উপর অথবা সন্নিকটে সরবরাহকৃত সাধিত্রের সাহায্যে ব্যালট পত্রের উপর চিহ্ন দিবেন ;

(গ) তাঁহার ভোট গোপনের জন্য ব্যালট পত্র ভাঁজ করিবেন ;

১। ১৫।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩৩২৭।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাতিল।

(ঘ) যদি প্রয়োজন হয়, ব্যালট পত্রের উপরের স্বতন্ত্র চিহ্ন অগ্রাধিকারিককে দেখাইবেন ;

(ঙ) ভাঁজকৃত ব্যালট পত্র ব্যালট বাক্সের ভিতর ঢুকাইবেন; এবং

(চ) ভোট-স্থান ত্যাগ করিবেন।

(২) প্রত্যেক নির্বাচক অহেতুক বিলম্ব না করিয়া ভোট দান করিবেন।

(৩) কোন নির্বাচককে ভোটগ্রাহী কামরায় প্রবেশ অনুমোদন করা যাইবে না যখন তাহার ভিতরে অপর নির্বাচক আছেন।

(৪) যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং জিলা পরিষদের অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোন দুইটির যুগপৎভাবে ভোট গ্রহণ করা হইতেছে—যদি কোন নির্বাচক তাঁহার সকল ভোট প্রদান না করিয়া ভোটঘর ত্যাগ করেন, পরবর্তীকালে তিনি যদি ভোটঘরে পুনঃপ্রবেশ করেন এবং ব্যালট পত্র বা ব্যালট পত্রসমূহের জন্য অগ্রাধিকারিকের সমীপবর্তী হন, কোন এরূপ ব্যালট পত্র বা ব্যালট পত্রসমূহ তাঁহার বাকি ভোট বা ভোটসমূহ প্রদানের জন্য সরবরাহ করা যাইবে না।

(৫) অগ্রাধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত সতর্কতার পরও যদি কোন নির্বাচক, যাঁহাকে ব্যালট পত্র সরবরাহ করা হইয়াছে, উপনিয়ম (১)-এ রচিত অনুরূপ পদ্ধতি পালন করিতে অস্বীকার করেন ; তাঁহাকে সরবরাহকৃত ব্যালট পত্র—তিনি তাঁহার ভোট তাহাতে চিহ্নিত করুন বা না করুন—অগ্রাধিকারিক অথবা অগ্রাধিকারিকের নির্দেশানুসারে ভোটগ্রাহী কর্তৃক তাঁহার নিকট হইতে ফেরৎ লওয়া হইবে।

(৬) ব্যালট পত্র ফেরৎ লইবার পর অগ্রাধিকারিক ইহার পশ্চাদ্ভাগে "বাতিল: ভোটদানের পদ্ধতি লঙ্ঘিত" শব্দগুলি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সেই শব্দগুলির নীচে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৭) সকল ব্যালট পত্রসমূহ যাহাতে "বাতিল : ভোটদান পদ্ধতি

লজ্জিত" শব্দগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ; একটি পৃথক আবরণের মধ্যে রাখিতে হইবে যাহার উপরিভাগ "ব্যালট পত্রসমূহ : ভোটদান পদ্ধতি লজ্জিত" শব্দগুলি ধারণ করিবে।

(৮) কোন নির্বাচকের—যাঁহার নিকট হইতে ব্যালট পত্র উপনিয়ম (৫) অনুসারে ফেরত লওয়া হইয়াছে—অন্য কোন দণ্ড যাহা আইনতঃ এজন্য হইতে পারে তাহার অনিষ্টবর্জিতভাবে—যদি এরূপ কোন ব্যালট পত্রে ভোট চিহ্নিত হইয়া থাকে তাহা গণনা করা হইবে না।

৪৬। **অন্ধ অথবা রুগ্ন নির্বাচকের ভোট চিহ্নিতকরণ** (Recording of vote of blind or infirm voter) :

(১) যদি অন্ধত্ব অথবা অপর কোন শারীরিক অসুস্থতার জন্য একজন নির্বাচক ব্যালট পত্রস্থ প্রতীকচিহ্ন চিনিতে অথবা তাহার উপর চিহ্ন প্রদানে অক্ষম হন, অগ্রাধিকারিক ভোট-স্থানে নির্বাচককে একজন সঙ্গী লইবার অনুমতি দিবেন এবং নির্বাচকের ইচ্ছানুসারে ব্যালট পত্রে ভোট চিহ্নিত করিবেন, ভোট গোপনার্থে ইহা ভাঁজ করিবেন এবং ব্যালট বাক্সের ভিতর ঢুকাইয়া দিবেন।

(২) এই নিয়মানুসারে কার্যকালে অগ্রাধিকারিক সম্ভাব্য সকল গোপনীয়তা পালন করিবেন। তিনি ফরম ১৬-তে এরূপ প্রতিটি ঘটনার সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করিবেন কিন্তু তাহাতে কি রীতিতে কোন ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত দিবেন না।

৪৭। **ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রত্যর্পিত ব্যালট পত্রসমূহ** (Spoilt and returned ballot papers) :

(১) কোন নির্বাচক অজ্ঞতাবশে তাঁহার ব্যালট পত্রটি এমন রীতিতে ব্যবহার করিয়াছেন যাহা সুবিধাজনকভাবে ব্যালট পত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, তাহা অগ্রাধিকারিকের নিকট প্রত্যর্পিত হইলে এবং অজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁহাকে সন্দেহমুক্ত করিলে, অপর একটি ব্যালট পত্র দেওয়া যাইতে পারে, এবং এরূপ প্রত্যর্পিত

ব্যালট পত্র এবং ব্যালট পত্রের প্রতিপত্র অগ্রাধিকারিক কর্তৃক "ক্ষতিগ্রস্থ : বাতিল" চিহ্নিত হইবে।

(২) যদি কোন নির্বাচক ব্যালট পত্র গ্রহণের পর তাহা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তিনি তাহা অগ্রাধিকারিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিবেন এবং এরূপ প্রত্যর্পিত ব্যালট পত্র এবং এরূপ ব্যালট পত্রের প্রতিপত্র অগ্রাধিকারিক কর্তৃক "প্রত্যর্পিত : বাতিল" রূপে চিহ্নিত হইবে।

(৩) উপনিয়মাবলী (১) এবং (২) অনুসারে বাতিলকৃত সকল ব্যালট পত্র পৃথক মোড়কে রাখিতে হইবে।

৪৮। টেণ্ডার্ড ভোটসমূহ (Tendered votes):

(১) যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ নির্বাচক রূপে নিজেকে দাবী করিয়া ব্যালট পত্র চাহেন—অপর কোন ব্যক্তি এই নির্বাচকরূপে ভোট প্রদানের পর—অগ্রাধিকারিক তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্রান্ত যেরূপ প্রশ্নাদি করিতে পারেন তাহার সন্তোষজনক জবাব প্রদানান্তে —তিনি এই নিয়মাবলীর নিম্নোক্ত বিধানাধীনে ব্যালট পত্র অতঃপর "টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্র" রূপে উল্লিখিত, অপর নির্বাচকের ন্যায় একই রীতিতে, চিহ্নিত করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি—টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্র সরবরাহের পূর্বে তাঁহার নাম স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ ফরম ১৭-এর তালিকায় তাঁহার সম্পর্কিত লিখনের বরাবর প্রদান করিবেন।

(৩) টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্র ভোট-স্থানে ব্যবহৃত অন্যান্য ব্যালট পত্রসমূহের ন্যায় হইবে; কেবল ব্যতিক্রম এই যে—

(ক) এরূপ টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্র ভোট-স্থানে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত ব্যালট পত্রের ভাণ্ডার শেষ হইতে একটির পর একটি হইবে; এবং

(খ) এরূপ টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্র এবং ইহার প্রতিপত্রে "টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্র" শব্দগুলি উল্টা পিঠে অগ্রাধিকারিক

কর্তৃক স্বহস্তে লিখিয়া নির্দিষ্ট করিতে হইবে এবং তাঁহার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

(৪) নির্বাচক ভোটগ্রাহী-কামরায় টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্র চিহ্নিত এবং ইহা ভাঁজ করিয়া—ব্যালট বাক্সের ভিতরে দেওয়ার পরিবর্তে—অগ্রাধিকারিককে প্রদান করিবেন, যিনি তাহা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ-ভাবে রক্ষিত একটি আবরণের ভিতরে রাখিবেন।

৪৯। ভোটগ্রহণ সমাপ্তি (Closing of poll) :

(১) নিয়ম (১৩) অনুসারে এতৎপক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে অগ্রাধি-কারিক ভোট-স্থানটি বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার পর কোন নির্বাচককে ভোট-স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন না ;

অবশ্য ইহা বন্ধের পূর্বে উপস্থিত সকল নির্বাচকদের তাঁহাদের ভোটসমূহ প্রদান অনুমোদন করিতে হইবে।

(২) ভোট-স্থান বন্ধের পূর্বে কোন নির্বাচক উপস্থিত ছিলেন কিনা এরূপ কোন প্রশ্ন উদ্ভূত হইলে তাহা অগ্রাধিকারিক কর্তৃক মীমাংসিত হইবে এবং তাঁহার নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে।

৫০। ভোট গ্রহণান্তে ব্যালট বাক্সসমূহ শীলমোহরকরণ (Sealing of ballot boxes after poll) :

(১) ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর কার্যকরভাবে যত শীঘ্র সম্ভব অগ্রাধিকারিক—প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের নির্বাচন বা ভোটগ্রহণ-নিযুক্তকদের উপস্থিতিতে—ব্যালট বাক্সের ফাঁকা অংশ বন্ধ ও শীলমোহর করিবেন এবং ইহা নিরাপদ করিবেন এবং অধিকন্তু উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচন বা ভোটগ্রহণ-নিযুক্তকদের শীলমোহর মুদ্রিত করা অনুমোদন করিবেন।

(২) প্রথম বাক্স পূর্ণ হওয়ায় যে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যালট বাক্স ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে, অপর ব্যালট বাক্স ব্যবহারের জন্য রাখার পূর্বেই উপনিয়ম (১)-এ আরোপিত শর্তানুযায়ী প্রথম বাক্স বন্ধ, শীলমোহরাঙ্কিত এবং সংরক্ষিত করিতে হইবে।

৫১। **ব্যালট পত্রসমূহের হিসাব** (Account of ballot papers) :

ভোট গ্রহণের পর অগ্রাধিকারিক ফরম ১৮-তে ব্যালট পত্রসমূহের হিসাব প্রস্তুত করিবেন এবং একটি পৃথক আবরণের ভিতরে যাহার উপরে "ব্যালট পত্রসমূহের হিসাব" শব্দ কয়টি লিখা আছে রাখিবেন।

৫২। **অন্যান্য মোড়কসমূহ শীলমোহরকরণ** (Sealing of other Packets) :

(১) অগ্রাধিকারিক তারপর পৃথক অবস্থায় মোড়কসমূহ প্রস্তুত করিবেন—

(ক) চিহ্নিত নির্বাচক-তালিকার প্রতিলিপি ;

(খ) ব্যবহৃত ব্যালট পত্রসমূহের প্রতিপত্রসমূহ ;

(গ) নিয়ম ৪৪-এর উপনিয়ম (৩) অনুসারে অগ্রাধিকারিক কর্তৃক পূর্ণ স্বাক্ষরিত ব্যালট পত্রসমূহ যাহা নির্বাচকদের সরবরাহকৃত নহে ;

(ঘ) নির্বাচকদের সরবরাহকৃত নহে অপর যে কোন ব্যালট পত্রসমূহ ;

(ঙ) নিয়ম ৪৫-এর উপনিয়ম (৬) অনুসারে ভোটদান পদ্ধতি লঙ্ঘনের জন্য বাতিল ব্যালট পত্রসমূহ ;

(চ) অপর যে কোন বাতিল ব্যালট পত্রসমূহ ;

(ছ) অভ্যন্তরে রক্ষিত টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্রসমূহ এবং ফরম ১৭-র তালিকার আবরণ ;

(জ) আপত্তিকৃত ব্যালট পত্রের তালিকা ; এবং

(ঝ) রাজ্য পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিকের নির্দেশিত অপর যে কোন কাগজ-পত্রাদি শীলমোহরাঙ্কিত মোড়কে রক্ষিত হইবে।

(২) প্রতিটি এরূপ তাড়া অগ্রাধিকারিকের শীলমোহরে এবং

হয় প্রার্থীর অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তকের অথবা ভোটগ্রাহী-নিযুক্তকের শীলমোহরসমূহে—ভোট-স্থানে যাঁহারা উপস্থিত থাকিতে পারেন এবং তাঁহার শীলমোহর তাহার উপর লাগাইতে আগ্রহী—শীলমোহরাঙ্কিত হইবে।

৫৩। **আকস্মিক ঘটনাসমূহে ভোট গ্রহণ মুলতবি** (Adjournment of poll in emergencies) **:**

(১) কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা প্রকাশ্য হিংস্রতার জন্য যদি কোন নির্বাচনে যে কোন ভোট-স্থানের কার্যক্রমসমূহ মধ্যপথে বাধা-প্রাপ্ত বা ব্যাহত হয় অথবা যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুণ অথবা যে কোন পর্যাপ্ত কারণে যদি কোন নির্বাচনে যে কোন ভোট-স্থানে ভোট গ্রহণ সম্ভবপর না হয় নির্বাচন-আধিকারিক অথবা অগ্রাধিকারিক এরূপ ভোট-স্থানে ভোট গ্রহণ পরবর্তীকালে স্থিরীতব্য তারিখ পর্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করিবেন এবং যে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারিক কর্তৃক এরূপ ভোট গ্রহণ মুলতুবিকৃত তিনি তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট নির্বাচন আধিকারিককে তাহা জ্ঞাপন করিবেন।

(২) যখনই উপনিয়ম (১) অনুসারে ভোট গ্রহণ মুলতবিকৃত, নির্বাচন আধিকারিক সরাসরি জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য পঞ্চায়েৎ আধিকারিককে পরিস্থিতির বিবরণ পেশ করিবেন এবং রাজ্য পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক যিনি অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে ঘটনাটির বিবরণ পেশ করিবেন। রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারিখ এবং ভোট গ্রহণের সময় নির্দিষ্ট করিবেন যে দিনটিতে ভোট গ্রহণ পুনরারম্ভ হইবে এবং জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিক ভোট-স্থান নির্দিষ্ট করিবেন যেথায় ভোট গ্রহণ করা হইবে।

৫৪। **ভোট গ্রহণ মুলতবির পদ্ধতি** (Procedure on adjournment of poll) **:**

(১) কোন ভোট-স্থানে নিয়ম ৫৩ অনুসারে যদি ভোট গ্রহণ

মুলতবি হয় নিয়মাবলীর ৫০ হইতে ৫২-র (উভয়ই অন্তর্ভুক্তিকর) বিধানসমূহ কার্যকরভাবে যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে যেন নিয়ম ১৩ অনুসারে এতৎপক্ষে স্থিরীকৃত সময়ে ভোট গ্রহণ বন্ধ হইয়াছে।

(২) কোন মুলতবিকৃত ভোট গ্রহণেরসময়—যে সকল নির্বাচকগণ ভোট গ্রহণে ইতঃপূর্বে ভোটদান করিয়াছেন, যাহা এরূপ স্থগিত রাখা হইয়াছিল—তাঁহাদের পুনরায় ভোটদান অনুমোদিত হইবে না।

(৩) নির্বাচন-আধিকারিক অগ্রাধিকারিককে—যে ভোট-স্থানে এরূপ মুলতবিকৃত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে—শীলমোহরাঙ্কিত মোড়কের অভ্যন্তরে রক্ষিত চিহ্নিত নির্বাচক-তালিকার প্রতিলিপি, অন্যান্য শীলমোহরাঙ্কিত মোড়কসমূহ, মূল ব্যালট বাক্স যাহার অভ্যন্তরে গৃহীত ব্যালট পত্রসমূহ রক্ষিত এবং নূতন ব্যালট বাক্স পূর্বাহ্নে সরবরাহ করিবেন।

(৪) অগ্রাধিকারিক উপস্থিত ভোটগ্রহণ-নিযুক্তদের উপস্থিতিতে শীলমোহরাঙ্কিত মোড়কসমূহ খুলিবেন এবং মুলতবিকৃত ভোট গ্রহণে চিহ্নিত নির্বাচক-তালিকাটি ব্যবহার করিবেন।

(৫) নিয়মাবলী ৩৩ হইতে ৫২-র (উভয়ই অন্তর্ভুক্তিকর) বিধানসমূহ মুলতবিকৃত ভোট গ্রহণ পরিচালনা সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে যেরূপ তাহা পূর্বের ভোট সম্পর্কে প্রযোজ্য যাহা এরূপ মুলতবি রাখা হইয়াছিল।

৫৫। ব্যালট বাক্সসমূহ ধ্বংস ইত্যাদি ঘটনায় নূতন ভোট গ্রহণ (Fresh poll in case of destruction etc , of ballot boxes):

(১) যদি কোন নির্বাচনে—

(ক) ভোট-স্থানে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বাক্স অগ্রাধিকারিকের জিম্মা হইতে বে-আইনীভাবে অপসৃত হয় অথবা আকস্মিকভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস সাধন করা হয় বা নিরুদ্দিষ্ট হয় বা ক্ষতিগ্রস্থ বা অবৈধ পরিবর্তন, এমন পরিমাণ ঘটিয়া থাকে যে সেই ভোট-স্থানের ভোট গ্রহণের ফলাফল নির্ধারণ করিতে পারা যাইবে না, অথবা

(খ) পদ্ধতির এমন কোন ত্রুটি অথবা নিয়ম লঙ্ঘন করা হইয়াছে যাহা সেই ভোট-স্থানের ভোট গ্রহণ বিকৃত করার সম্ভাবনা ;

অগ্রাধিকারিক অনতিবিলম্বে জেলার পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিককে ঘটনার বিবরণ পেশ করিবেন।

(২) জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিক অবিলম্বে সকল বাস্তব অবস্থা বিবেচনান্তে, উভয়ের মধ্যে যে কোনটি—

(ক) সেই ভোট-স্থানের ভোট গ্রহণ বাতিল ঘোষণা করিবেন, অথবা

(খ) যদি সন্দেহমুক্ত হন যে সেই ভোট-স্থানে নূতন ভোট গ্রহণ কোন প্রকারে নির্বাচনের ফল প্রভাবিত হইবে না অথবা সেই পদ্ধতির ত্রুটি বা নিয়মলঙ্ঘন বাস্তবধর্মী নয়, তিনি—যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন—নির্বাচন অগ্রাধিকারিককে নির্বাচন পরিচালনায় অগ্রসর হইতে এবং সমাপ্তির সেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপনিয়ম (২)-এর দফা (ক) অনুসারে যে ভোট-স্থানের ভোট গ্রহণ বাতিল ঘোষিত, জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-অগ্রাধিকারিক রাজ্য পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিককে এবং অধিকন্তু রাজ্য সরকারকে ঘটনার বিবরণ পেশ করিবেন এবং রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নূতন নির্বাচনের তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করিবেন এবং অবিলম্বে জেলা পঞ্চায়েৎ-নির্বাচন অগ্রাধিকারিক ভোট-স্থান নির্দিষ্ট করিবেন যেখানে নূতন ভোট গ্রহণ হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভোট গণনা

৫৬। ভোট গণনার উদ্যোগসমূহ (Preliminaries for counting of votes) :

ভোট-গ্রহণের পর প্রত্যেক নির্বাচনে অগ্রাধিকারিক কর্তৃক ভোট-স্থানে—সেই ভোট-স্থানের জন্য নিয়ম ৫ অনুসারে নিযুক্ত ভোটগ্রাহী বা গ্রাহীদের সাহায্যে—সরাসরি ভোট গণনা হইবে এবং প্রত্যেক প্রতিযোগী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক এবং দুইজনের অধিক নয়, তাঁহার গণনা-নিযুক্তকের ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকার অধিকার থাকিবে।

৫৭। গণনার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশাধিকার (Admission to the place fixed for counting) :

(১) অগ্রাধিকারিক ভোট গণনার স্থান হইতে—

(ক) জিলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-আধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ;

(খ) নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মরত সরকারী কর্মচারীগণ ; এবং

(গ) প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের নির্বাচন-নিযুক্তক এবং গণনা-নিযুক্তক ব্যতীত সকল ব্যক্তিকে বহিষ্কার করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি—যিনি ভোটসমূহ গণনাকালে ব্যক্তিগতভাবে অশোভন আচরণ করিবেন অথবা অগ্রাধিকারিকের বৈধ নির্দেশাদি পালনে ব্যর্থ হইবেন, যে স্থানে ভোটসমূহ গণনা হইতেছে—সেই স্থান হইতে অগ্রাধিকারিক কর্তৃক অথবা কর্মরত পুলিশ কর্মচারী কর্তৃক অথবা অগ্রাধিকারিক কর্তৃক এতৎপক্ষে অনুমোদিত যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপসারিত হইতে পারেন।

৫৮। গণনা কেন্দ্রে গোপনীয়তা রক্ষা (Maintenance of secrecy at counting centre) **:**

যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন সেই সকল ব্যক্তির নিকট অগ্রাধিকারিক ভোট গণনা আরম্ভের পূর্বে তিনি নিয়ম ৯৮-এর বিধানসমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।

৫৯। **শীলমোহরাঙ্কিত আবরণসমূহের ভিতরে প্রাপ্ত ভোটসমূহ গণনা** (Counting of votes received in sealed covers) **:**

(১) নিয়ম ৪১-এর উপনিয়ম (৪) অনুসারে শীলমোহরাঙ্কিত আবরণসমূহের ভিতরে প্রাপ্ত ব্যালট পত্রসমূহ অগ্রাধিকারিক প্রথম ব্যবহার করিবেন।

(২) প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের নির্বাচন-নিযুক্তকগণ এবং গণনা-নিযুক্তকগণের উপস্থিতিতে অগ্রাধিকারিক একটির পর একটি শীলমোহারাঙ্কিত আবরণসমূহ খুলিবেন।

(৩) অগ্রাধিকারিক শীলমোহরাঙ্কিত আবরণসমূহের ভিতরের সকল বৈধ ভোটসমূহ গণনা করিবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের ব্যাপারে ফরম ১৯-এর গণনা পত্রে এবং পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জিলা পরিষদের ব্যাপারে ফরম ২০-এর গণনা পত্রে তাহার মোট সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা ঘোষণা করিবেন।

(৪) তাহার পর সকল বৈধ ব্যালট পত্রসমূহ এবং সকল বাতিল ব্যালট পত্রসমূহ পৃথকভাবে তাড়া করিতে হইবে এবং একত্রে একটি মোড়কে রাখিতে হইবে যাহা অগ্রাধিকারিকের শীলমোহর দ্বারা শীলমোহরাঙ্কিত হইবে এবং উহার উপরে প্রার্থীদের অথবা নির্বাচন-নিযুক্তকদের এবং গণনা-নিযুক্তকদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের শীল-মোহর লাগাইতে আগ্রহী তাঁহাদের দ্বারা শীলমোহরাঙ্কিত হইবে এবং এরূপ শীলমোহরাঙ্কিত মোড়কের উপর নির্বাচন-ক্ষেত্রের নাম, গণনার তারিখ এবং অভ্যন্তরস্থ বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে।

(৫) নিয়ম ৬১-র উপনিয়ম (২)-তে উল্লিখিত কারণে শীল-মোহরাঙ্কিত আবরণের ভিতরে প্রাপ্ত ব্যালট পত্র বাতিল হইতে পারে।

৬০। **ব্যালট বাক্স উন্মুক্তকরণ** (Opening of ballot box):

(১) অতঃপর প্রার্থীদের অথবা তাঁহাদের নির্বাচন-নিযুক্তকদের এবং গণনা-নিযুক্তকদের উপস্থিতিতে অগ্রাধিকারিক ব্যালট বাক্স-সমূহ উন্মুক্ত করিবেন।

(২) যেখানে যুগপৎ গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং জিলা পরিষদ অথবা ইহার মধ্যে যে কোন দুইটির সদস্যদের নির্বাচনের জন্য ভোট গৃহীত হইয়াছে, ভোট গণনার জন্য ব্যালট বাক্সসমূহ নিম্নোক্ত রীতিতে খুলিতে হইবে, যথা :—

(১) গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যালট বাক্স ;

(২) পঞ্চায়েৎ-সমিতি নির্বাচনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যালট বাক্স ;

(৩) জিলা পরিষদ নির্বাচনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যালট বাক্স।

৬১। **ব্যালট পত্রসমূহ সমীক্ষা ও বাতিল** (Scrutiny and rejection of ballot papers):

(১) প্রত্যেক ব্যালট বাক্স হইতে বাহির করা ব্যালট পত্রসমূহ সুবিধাজনক তাড়ায় সজ্জিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষিত হইবে।

(২) অগ্রাধিকারিক ব্যালট পত্র বাতিল করিবেন—

(ক) যদি ইহাতে কোন চিহ্ন বা লিখা থাকে যাহার দ্বারা নির্বাচককে সনাক্ত করা যাইতে পারে ; অথবা

(খ) যদি ভোট নির্দেশিত করার কোন প্রকার চিহ্ন না থাকে বা এজন্য সরবরাহকৃত সাধিত্রী ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে চিহ্নিত থাকে ; অথবা

(গ) যদি নির্বাচন করিতে হইবে এরূপ প্রার্থী সংখ্যা অপেক্ষা অধিক প্রার্থীদের পক্ষে ভোটসমূহ প্রদত্ত হয় ; অথবা

(ঘ) যদি ইহা কৃত্রিম ভোট পত্র হয় ; অথবা

(ঙ) যদি ইহা এরূপ ক্ষতিগ্রস্থ বা অঙ্গহানি ঘটিয়া থাকে যে অকৃত্রিম ব্যালট পত্র হিসাবে পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না ; অথবা

(চ) যদি ইহার ক্রমিক সংখ্যা বা নক্সা, স্থল বিশেষে, নির্দিষ্ট নির্বাচনে নির্দিষ্ট ভোট-স্থানে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ব্যালট পত্র হইতে ভিন্ন ক্রমিক সংখ্যা বা নক্সার হয় : অথবা

(ছ) যদি ইহাতে চিহ্ন এবং স্বাক্ষর উভয়ই না থাকে যাহা নিয়ম ৪৪-এর উপনিয়ম (৩)-এর বিধানসমূহ অনুসারে ইহাতে থাকা উচিত ছিল ; অথবা

(জ) যদি ইহা যে ব্যালট বাক্সের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত ছিল তাহা ব্যতীত অপর ব্যালট বাক্সের ভিতর পাওয়া যায়।

অবশ্য যদি—

(i) অগ্রাধিকারিক যে ক্ষেত্রে সন্দেহমুক্ত হইবেন যে দফা (চ) বা (ছ)-এ উল্লিখিত এরূপ কোন কিছু ত্রুটি অগ্রাধিকারিক ভোটগ্রাহীর পক্ষের কোন কিছু ভুল ধারণা বা ব্যর্থতার জন্য ঘটিয়াছে, ব্যালট পত্রটি কেবলমাত্র এরূপ ত্রুটির জন্য বাতিল করা যাইবে না ;

(ii) ভোট নির্দেশকারী চিহ্নটি অস্পষ্ট বা একাধিক প্রদত্ত কেবলমাত্র এই কারণে ব্যালট পত্রটি বাতিল করা যাইবে না যদি নাকি পত্রটি যে ধরণে চিহ্নিত তাহা হইতে ভোটটি একজন নির্দিষ্ট প্রার্থীর জন্য এই অভিপ্রায় বুঝা যায়।

(৩) উপনিয়ম (২) অনুসারে কোন ব্যালট পত্র বাতিলের পূর্বে, অগ্রাধিকারিক উপস্থিত প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক এবং প্রত্যেক গণনা-নিযুক্তককে ব্যালট পত্রটি পরীক্ষার জন্য যুক্তিসহ

সুযোগ প্রদান করিবেন কিন্তু তাঁহাকে ইহা অথবা অন্য কোন ব্যালট পত্র হস্তদ্বারা স্পর্শ করা অনুমোদন করিবেন না।

(৪) অগ্রাধিকারিক প্রত্যেকটি ব্যালট পত্রে—যাহা তিনি বাতিল করিবেন—"R" অক্ষরটি এবং বাতিলের কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে হয় স্বহস্তে নয়ত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) এই নিয়মানুসারে বাতিলকৃত সকল ব্যালট পত্রসমূহ একত্রে একটি তাড়া হইবে।

৬২। ভোট গণনা (Counting of votes) :

(১) গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচন সম্পর্কে ভোট গণনার প্রয়োজনে প্রত্যেকটি ব্যালট পত্রের ভোটের চিহ্ন একটি বৈধ ভোট হিসাবে—যাহা নিয়ম ৬১ অনুসারে বাতিলকৃত নহে—সেই প্রার্থীর জন্য যাঁহার পক্ষে ভোটের চিহ্ন বৈধভাবে দেওয়া হইয়াছে—গণনা করিতেহইবে।

(২) পঞ্চায়েৎ সমিতি বা জিলা পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে ভোট গণনার প্রয়োজনে প্রতিটি ব্যালট পত্র যাহা নিয়ম ৬১ অনুসারে বাতিলকৃত নহে একটি বৈধ ভোট হিসাবে প্রার্থীর জন্য যাঁহার পক্ষে ভোটের চিহ্ন যথাযথভাবে প্রদত্ত—গণনা করিতে হইবে।

(৩) ভোট গণনার কার্য-প্রক্রিয়া চলাকালীন—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এর নির্বাচন সম্পর্কে অগ্রাধিকারিক ব্যালট বাক্সের ভিতরের সকল বৈধ ভোট গণনা এবং তাহার মোট সংখ্যা ফরম ১৯ক-এর গণনা পত্রে লিপিবদ্ধ করিবেন ; এবং

(খ) পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে ব্যালট বাক্সের ভিতরের সকল বৈধ ভোট গণনা এবং তাহার মোট সংখ্যা ফরমসমূহ ২০ক এবং ২০খ-এর গণনা পত্রে লিপিবদ্ধ এবং তাহা ঘোষণা করিবেন।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচন সম্পর্কে ভোট-স্থানে ব্যবহৃত সকল ব্যালট বাক্সের অভ্যন্তরস্থ সকল ব্যালট পত্রসমূহের গণনা সমাপ্তির

পর, আধিকারিক ফরম ২১-এর ফলাফল পত্রে লিখনসমূহ পূরণ করিবেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনাটি ঘোষণা করিবেন।

(৫) তাহার পর বৈধ ব্যালট পত্রসমূহ একত্রে একটি তাড়া করিতে হইবে এবং বাতিল ব্যালট পত্রসমূহ তাড়ার সহিত একটি পৃথক মোড়কে রাখিতে হইবে যাহা শীলমোহরাঙ্কিত হইবে এবং যাহার উপরে নিম্নোক্ত বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) নির্বাচন-ক্ষেত্রের নাম,

(খ) যে ভোট-স্থানে ব্যালট পত্রসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার বিবরণ, এবং

(গ) গণনার তারিখ।

৬৩। **গণনা অবিচ্ছিন্ন হইবে** (Counting to be continuous) :

অগ্রাধিকারিক যতটা কার্যকর ততটা অবিচ্ছিন্নভাবে ভোট গণনায় অগ্রসর হইবেন এবং কোন বিরতির সময় যখন গণনা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইবেন ব্যালট পত্রসমূহ, তাড়াসমূহ এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র নিজস্ব শীলমোহরে শীলমোহরাঙ্কিত করিবেন এবং প্রার্থীদের বা নির্বাচন-নিযুক্তকদের বা গণনা-নিযুক্তকদের শীলমোহরসমূহের, যাহা তাঁহারা লাগাইতে আগ্রহী, শীলমোহরাঙ্কিত হইবে এবং এরূপ বিরতির সময় এই সকলের নিরাপদ জিম্মায় পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬৪। **ভোটসমূহ পুনঃগণনা** (Recount of votes) ঃ

(১) ভোট গণনা সমাপ্তির পর অগ্রাধিকারিক ফরম ১৯, ১৯ক[১], ২০ এবং ২০ক[১]-র গণনা পত্রে প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা ঘোষণা করিবেন।

(২) এরূপ ঘোষণা করার পর, একজন প্রার্থী বা তাঁহার

১। ১২।৯।১৯৭৭ তারিখের ১৬২২৫।পঞ্চ নম্বর সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সংযোজিত।

অনুপস্থিতিতে তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তক অথবা তাঁহার গণনা-নিযুক্তক লিখিতভাবে অগ্রাধিকারিকের নিকট ভোটসমূহ হয় সামগ্রিকভাবে অথবা আংশিকভাবে পুনঃগণনার আবেদন করিতে পারেন কারণসমূহ বিবৃত করিয়া যাহার ভিত্তিতে তিনি এরূপ পুনঃগণনা দাবী করিতেছেন।

(৩) এরূপ দরখাস্ত করা হইলে তাহা ভিত্তি করিয়া অগ্রাধিকারিক বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন এবং দরখাস্তটি সামগ্রিক বা আংশিক মঞ্জুর করিতে পারিবেন অথবা যদি ইহা তাঁহার নিকট স্পষ্ট অসার বা অযৌক্তিক প্রতীয়মান হয় বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) উপনিয়ম (৩) অনুসারে অগ্রাধিকারিকের প্রতিটি সিদ্ধান্ত [উহার কারণসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া লিখিত এবং চূড়ান্ত হইবে][১]।

(৫) যদি উপনিয়ম (৩) অনুসারে অগ্রাধিকারিক হয় সামগ্রিকভাবে অথবা আংশিকভাবে ভোটসমূহ পুনঃগণনা অনুমোদন করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তিনি—

(ক) ৬২ নিয়মানুসারে পুনঃগণনা করিবেন ;

(খ) এরূপ পুনঃগণনার পর, স্থল বিশেষে, ফরম ১৯, ১৯ক ২০ এবং ২০ক-এর গণনা পত্র যতটা প্রয়োজন ততটা সংশোধন করিবেন ;

(গ) তাঁহার দ্বারা কৃত এরূপ সংশোধনী ঘোষণা করিবেন।

(৬) উপনিয়ম (১) অথবা (৫) অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা ঘোষিত হইবার পর, স্থল বিশেষে, অগ্রাধিকারিক ১৯, ১৯ক, ২০ এবং ২০ক ফরমসমূহের গণনা পত্র পরিপূর্ণ স্বাক্ষর করিবেন ; এবং তাহার পর আর পুনঃগণনার জন্য কোন দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন না।

১। ১২।৭।১৯৭৭ তারিখের ১৩২২৫।পঞ্চ নম্বর সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বন্ধনীর ভিতরের অংশ অনুকল্পিত।

এই শর্ত যে নিয়ম ৫৯-এর উপনিয়ম (৩) এবং নিয়ম ৬২-র উপ-নিয়ম (৩) অনুসারে একটি ঘোষণার পর, যদি গণনার ফলসমূহ সংক্রান্ত বিরোধ উত্থাপিত হয়, প্রার্থীকে এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে যে কোন নির্বাচক-নিযুক্তককে অথবা তাঁহার গণনা-নিযুক্তককে যিনি অগ্রাধিকারির নিকট ভোট পুনঃগণনার জন্য লিখিতভাবে দরখাস্ত করিবেন যুক্তিগ্রাহ্য সুযোগ প্রদান করিতে হইবে ।[১]

৬৫। ফলাফলসমূহ ঘোষণা (Declaration of results) :

(১) কোন গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচন হইলে ভোট গণনার সমাপ্তি এবং ২১ ফরমের ফলাফল পত্র যখনই স্বাক্ষরিত হইবে অগ্রাধিকারিক প্রার্থী অথবা প্রার্থীগণ তাঁহার বা তাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত বৈধ ভোটের ভিত্তিতে ফরম ২২-এ নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভোট-স্থানে এরূপ ফরমের একটি প্রতিলিপি ঝুলাইয়া দিবেন এবং অপর প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট নির্বাচন আধিকারিকের নিকট শীলমোহরাঙ্কিত আবরণে পাঠাইবেন যিনি নির্বাচনের ফলাফল জিলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্য পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারকে জ্ঞাত করিবেন। রাজ্য সরকার নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন পঞ্চায়েৎ সমিতি বা জিলা পরিষদের নির্বাচন হইলে অগ্রাধিকারিক ভোট গণনার সমাপ্তি এবং ২০, ২০ক এবং ২০খ ফরমের গণনা পত্র স্বাক্ষরিত যখনই হইবে স্বাক্ষরিত ২০, ২০ক এবং ২০খ ফরমসমূহ প্রার্থীদের অধিকৃত ভোটের চূড়ান্ত সঙ্কলনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচন আধিকারিককে শীলমোহরাঙ্কিত আবরণে পাঠাইবেন।

১। ১২।৯।১৯৭৭ তারিখের ১৩২২৫।পঞ্চ নম্বর সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুকল্পিত।

(৩) সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ব্যাপারে সকল ভোট-স্থানের সকল গণনা পত্র ২০, ২০ক এবং ২০খ ফরমসমূহে প্রাপ্তির পর নির্বাচন আধিকারিক ২৩ ফরমে ফলাফল সঙ্কলন এবং ২২ ফরমে যে প্রার্থীকে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন এবং তাহা তাঁহার কার্যালয়ে ঝুলাইয়া দিবেন এবং উহার প্রতিলিপিসমূহ জিলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্য পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারকে পাঠাইবেন। রাজ্য সরকার নির্বাচিত প্রার্থীদের নামসমূহ সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) যখন ভোটসমূহ সমান হইবে, স্থল বিশেষে, অগ্রাধিকারিক অথবা নির্বাচন আধিকারিক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করিবেন।

(৫) গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের ব্যাপারে একজন প্রার্থী নির্বাচিত ঘোষিত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভবপর অগ্রাধিকারিক ২৪ ফরমে নির্বাচিত প্রার্থীকে নির্বাচনের প্রমাণ পত্র মঞ্জুর করিবেন এবং প্রার্থীর নিকট হইতে যথাযথভাবে তাঁহার স্বাক্ষরিত ইহা প্রাপ্তির একটি প্রাপ্তিস্বীকার পত্র সংগ্রহ করিবেন এবং অবিলম্বে প্রাপ্তি-স্বীকার পত্রটি নির্বাচন আধিকারিককে পাঠাইয়া দিবেন এবং পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পরিষদ নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন আধিকারিক ২৪ ফরমে নির্বাচিত প্রার্থীকে নির্বাচনের প্রমাণ পত্র মঞ্জুর করিবেন এবং প্রার্থীর নিকট হইতে প্রাপ্তির একটি যথাযথভাবে তাঁহার স্বাক্ষরিত প্রাপ্তিস্বীকার পত্র সংগ্রহ করিবেন।

৬৬। **তাড়াসমূহে শীলমোহরাঙ্কন** (Sealing of packets) :

(১) কোন নির্বাচনে ভোট গণনা সমাপ্তির পর অগ্রাধিকারিক তখন পৃথক তাড়াসমূহ প্রস্তুত করিবেন—

(ক) ১৯, ১৯ক, ২০, ২০ক, ২০খ ফরমের গণনা পত্রসমূহ ;

(খ)[১] ২১ ফরমের ফলাফল পত্রসমূহ ;

১। ১৫।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩৩২৭।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংশোধিত।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের ব্যাপারে ২২ ফরমের ঘোষণা পত্র ; এবং

(ঘ) রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের প্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী অন্যান্য কাগজসমূহ শীলমোহরাঙ্কিত তাড়ায় রাখিতে হইবে।

(২) এরূপ প্রতিটি তাড়া অগ্রাধিকারিকের শীলমোহর দ্বারা এবং উহার উপরে শীলমোহরাদি হয় প্রার্থীর অথবা তাঁহার নির্বাচন নিযুক্তক অথবা তাঁহার গণনা-নিযুক্তকের যিনি ভোট-স্থানে উপস্থিত থাকিবেন এবং তাঁহার শীলমোহর লাগাইতে আগ্রহী তাহা দ্বারা শীলমোহরাঙ্কিত হইবে।

৬৭। **ব্যালট বাক্সসমূহ, তাড়াসমূহ ইত্যাদি নির্বাচন আধিকারিকের নিকট প্রেরণ** (Transmission of ballot boxes, packets etc to the Returning Officer) :

(১) নির্বাচন আধিকারিকের নির্দেশিতব্য স্থানে অগ্রাধিকারিক তখন নির্বাচন আধিকারিককে অর্পণ অথবা অর্পণের ব্যবস্থা করাইবেন—

(ক) ব্যালট বাক্সসমূহ ;

(খ) ব্যালট পত্রের হিসাব ;

(গ) ৫২ এবং ৬৬ নিয়মদ্বয়ে উল্লিখিত শীলমোহরাঙ্কিত তাড়াসমূহ ; এবং

(ঘ) ভোটগ্রহণে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল কাগজসমূহ।

(২) নির্বাচন আধিকারিক সকল ব্যালট বাক্সসমূহ, তাড়াসমূহ এবং অন্যান্য কাগজসমূহ নির্বিঘ্নে পরিবহনের এবং তাহাদের জন্য নিরাপদ জিম্মার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থাদি করিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবিধ

৬৮। **রাজ্য সরকার কর্তৃক ২১০ ধারা অনুসারে সদস্যদের নিয়োগ** (Appointment of members by State Government under section 210) **:**

জিলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিকের নিকট যদি গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পরিষদের নির্বাচনের পর স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে তফসিলী জাতিদের অথবা তফসিলী উপজাতিদের এবং মহিলাদের এরূপ গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পরিষদে কোন প্রতিনিধি সদস্য নাই অথবা তফসিলী জাতিদের বা তফসিলী উপজাতিদের কেবলমাত্র একজন মহিলা এরূপ গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পরিষদে নির্বাচিত হইয়াছেন, তিনি অবিলম্বে তাহা রাজ্য সরকারকে জ্ঞাত করিবেন।

৬৯। **জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এর নৈমিত্তিক পদরিক্তিসমূহ** (Casual vacancies in Zilla Parishad, Panchyat Samiti or Gram Panchyat) **:**

(১) কোন সময় গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্যের আসন তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ অথবা অন্য অবস্থার কারণসমূহে রিক্ত হইলে, আসন পূরণ করিতে রাজ্য সরকার যখনই সুবিধাজনকভাবে সম্ভব হইতে পারে, উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দিন স্থির করিবেন এবং তৎকারণে এই নিয়মাবলীর বিধানসমূহ প্রয়োজনমত পরিবর্তনসহ (mutatis mutandis) প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোন সময় ২১০ ধারা অনুসারে নিযুক্ত সদস্যের আসন

তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ অথবা অন্য অবস্থার কারণসমূহে রিক্ত হইলে আসনটি নূতন নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ হইবে।

৭০। **প্রার্থীর জমানত প্রত্যর্পণ বা বাজেয়াপ্ত** (Return or forfeiture of candidate's deposit) :

(১) নিয়ম ২০ অনুসারে অর্পিত জমানত হয় যে ব্যক্তি অর্পণ করিয়াছেন অথবা তাঁহার বৈধ প্রতিনিধিকে প্রত্যার্পণ অথবা এই নিয়মানুসারে রাজ্য সরকারে বাজেয়াপ্ত (forfeiture) হইবে।

(২) অতঃপর এই নিয়মে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার পর যথনই সম্ভবপর জমানত প্রত্যার্পণ হইবে।

(৩) প্রতিযোগী প্রার্থীদের তালিকায় যদি প্রার্থী প্রদর্শিত না হন অথবা ভোট গ্রহণের প্রারম্ভে তিনি মারা যান, স্থল বিশেষে, তালিকা প্রকাশনার পর অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর জমানত যথনই সম্ভবপর প্রত্যর্পণ হইবে।

(৪) উপনিয়ম (৩)-এর বিধানসমূহের অধীনে, যদি কোন নির্বাচনে যেখানে ভোট গ্রহণ করা হইয়াছে, অনির্বাচিত প্রার্থী এবং তাঁহার গৃহীত বৈধ ভোটের সংখ্যা সকল প্রার্থীর গৃহীত বৈধ ভোট সংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ অথবা কোন নির্বাচনে একাধিক সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে এইভাবে গৃহীত ভোটের মোট বৈধ ভোট সংখ্যা নির্বাচনীয় সদস্য সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত সংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশের সীমা অতিক্রম না করে জমানত বাজেয়াপ্ত হইবে।

৭১। **নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজাদির নিরাপদে রক্ষণ** (Custody of papers relating to election) :

৫২ এবং ৬৬ নিয়মদ্বয়ে উল্লিখিত তাড়াসমূহ এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজাদি নির্বাচন আধিকারিক নিরাপদে রক্ষণ করিবেন।

৭২। **নির্বাচনের কাগজ উপস্থাপনা এবং পরিদর্শন** (Production and inspection of election paper) :

(১) নির্বাচন আধিকারিকের নিরাপদ রক্ষণ কালে—

(ক) অব্যবহৃত প্রতিপত্রসমূহ যুক্ত ব্যালট পত্রসমূহের তাড়াসমূহ ;

(খ) হয় বৈধ, টেণ্ডার্ড বা বাতিল ব্যবহৃত ব্যালট পত্রসমূহের তাড়াসমূহ ;

(গ) ব্যবহৃত ব্যালট পত্রগুলির প্রতিপত্রসমূহের তাড়াসমূহ ;

(ঘ) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিগুলির তাড়াসমূহ ;

ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতের আদেশাদি ব্যতীত কাহারও দ্বারা খোলা যাইবে না অথবা কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির করা যাইবে না।

৭৩। নির্বাচন কাগজাদির নিষ্পত্তি (Disposal of election papers) :

রাজ্য সরকার অথবা ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতের বিপরীতপক্ষে প্রদত্ত যে কোন নির্দেশ সাপেক্ষে—

(ক) অব্যবহৃত ব্যালট পত্রসমূহ তিন মাস সময় কালের জন্য রক্ষিত হইবে এবং তাহার পর ধ্বংস করিতে হইবে ;

(খ) নিয়ম ৭২-এ উল্লিখিত অপর তাড়াসমূহ তিন মাস সময় কালের জন্য রক্ষিত হইবে এবং তাহার পর ধ্বংস করিতে হইবে ঃ

এই শর্তে যে রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতীত ব্যবহৃত ব্যালট পত্রগুলির প্রতিপত্রের তাড়াসমূহ ধ্বংস করা যাইবে না।

(গ) নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কাগজাদি ছয় মাস কাল রক্ষিত হইবে এবং তাহার পর নষ্ট করিয়া দিতে হইবে।[১]

১। ১২।৯।১৯৭৭ তারিখের ১৩২২৫।পঞ্চ নম্বর সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুকল্পিত।

নির্বাচন বিরোধ

Election disputes

৭৪। দরখাস্তের নথিভুক্তি (Filing of petition):

(১) ২০৪ ধারার উপধারা (১)-এ উল্লিখিত দরখাস্ত নথিভুক্ত হইবে—

(ক) ক্ষেত্রাধিকারি মুন্সেফের নিকট যেখানে নির্বাচন গ্রাম পঞ্চায়েৎ অথবা পঞ্চায়েৎ সমিতি সম্পর্কে; এবং

(খ) জিলার জিলা বিচারকের নিকট যেখানে নির্বাচন জিলা পরিষদ সম্পর্কে।

(২) দরখাস্তে অত্যাবশ্যক তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিতে হইবে যাহার উপর দরখাস্তকারী নির্ভরশীল এবং যেখানে প্রয়োজন হইবে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যায়িত স্তবকসমূহে বিভক্ত হইবে। ইহা দরখাস্তকারীর দ্বারা দাখিলীকৃত এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতায় আরজি সত্যাখ্যানের জন্য নির্ধারিত রীতিতে সত্যাখ্যাত হইবে।

(৩) যদি দরখাস্তে অভিহিত নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি একাধিক নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচনের সিদ্ধতা (validity) প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকে দরখাস্তকারী এরূপ নির্বাচিত সকল প্রার্থীদের বিরোধী পক্ষে যুক্ত করিবেন।

(৪) দরখাস্তকারী নির্বাচিত প্রার্থী বা প্রার্থীদের নির্বাচন সন্দেহ করিয়া তদতিরিক্ত, যদি তিনি এরূপ ইচ্ছা করেন যে, তিনি স্বয়ং বা অপর যে কোন প্রার্থী যথাযথ নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা দাবী করিতে পারিবেন।

(৫) যদি ২০৪ ধারার উপধারা (২) অনুসারে জমানত দাখিল হইয়া থাকে মুন্সেফ অথবা জেলা বিচারক অথবা বিচার-আধিকারিক যাঁহার নিকট ২০৪ ধারার উপধারা (৩) অনুসারে দরখাস্ত হস্তান্তরিত

(অতঃপর যেমন বিচারক উল্লিখিত) দরখাস্তের তদন্ত আরম্ভ করিবেন।

(৬) বিচারক—যখনই সম্ভব হইতে পারে—দরখাস্তের প্রতিলিপি বিরোধী পক্ষের প্রত্যেকের উপর জারি করার ব্যবস্থা করাইবেন।

৭৫। **অনুসরণীয় প্রক্রিয়া** (Procedure to be followed) :

(১) প্রতিটি নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ—যত সত্বর সম্ভব হইতে পারে—আদালতে মামলা বিচারে প্রযোজ্য ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার প্রক্রিয়া অনুসারে বিচারক কর্তৃক তদন্ত হইবে :

এই শর্ত যে বিচারকের পক্ষে কেবলমাত্র প্রয়োজন হইবে তাঁহার দ্বারা পরীক্ষিত সাক্ষীর সাক্ষ্যের একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করা।

(২) বাতিল[১]

৭৬। **দরখাস্ত প্রত্যাহার** (Withdrawal of petition) :

(১) বিচারকের অনুমতি ব্যতীত নির্বাচনী দরখাস্ত প্রত্যাহৃত হইবে না।

(২) যদি একাধিক দরখাস্তকারী থাকেন, সকল দরখাস্তকারীর অনুমতি ব্যতীত দরখাস্ত প্রত্যাহারের আবেদন করা যাইবে না।

(৩) যখন প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হইবে দরখাস্তের অপর সকল পক্ষকে উহার নোটিশ আবেদন শুনানীর জন্য একটি তারিখ ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪) প্রত্যাহারের জন্য কোন আবেদন মঞ্জুর হইবে না যদি বিচারকের ধারণা হয় যে এরূপ আবেদন কোন লাভজনক আদান-প্রদানের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াছে অথবা কোন উদ্দেশ্যে যাহা স্বীকার করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

১। ১২।৯।১৯৭৭ তারিখের ১৩২২৫।পঞ্চ নম্বর সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বাতিল হইয়াছে।

(৫) যদি আবেদন মঞ্জুর হয়, বিচারক যদ্রূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তদ্রূপ দরখাস্তকারীকে খরচাদি প্রদানের জন্য বিরোধী পক্ষকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।[১]

৭৭। **তদন্ত চলাকালীন সাক্ষ্য** (Evidence during enquiry) :

কোন একটি নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর বিধানসমূহ সর্বতোভাবে প্রযোজ্য হইবে।[২]

৭৮। **নির্বাচন বাতিল হইবে** (The Election to be void) :

যদি বিচারকের মতে—

(১) নির্বাচিত প্রার্থী বা তাঁহার নিযুক্তক বা অপর যে কোন ব্যক্তি এরূপ প্রার্থী বা নিযুক্তকের যোগসাজসে কোন নির্বাচন সংক্রান্ত গোপনীয়তার যে আইন বা নিয়ম লঙ্ঘন অথবা ভারতীয় দণ্ডসংহিতার নবম ক পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনী অপরাধ কৃতকর্মে (commission) অথবা সম্পাদনে প্রোৎসাহিত (abetted) করিয়া থাকেন, অথবা

(২) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন সংগৃহীত বা প্ররোচিত ; অথবা নিম্নোক্ত যে কোন কলুষিত অভ্যাসসমূহের দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল অতীব গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত, যথা—

(১) উপরে উক্ত উপনিয়ম (১)-এ উল্লিখিত যে কোন নির্বাচনী অপরাধ ;

(২) যে কেহ যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন নির্বাচককে ভোট প্রদানের জন্য যে কোন স্থান অভিমুখে বা স্থান হইতে পরিবহনের উদ্দেশ্যে যে কোন অর্থাদি প্রদান ;

১। ১২।৯।১৯৭৭ তারিখের ১৩২২৫।পঞ্চ নম্বর সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অন্তর্কল্পিত।

২। ১২।৯।১৯৭৭ তারিখের ১৩২২৫।পঞ্চ নম্বর সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অন্তর্কল্পিত।

(৩) যে কোন নির্বাচককে কোন স্থান অভিমুখে বা স্থান হইতে ভোট-স্থানে ভোট প্রদানের জন্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে যে কোন যান ভাড়া, নিয়োগ, কর্জ বা ব্যবহার ঃ

এই শর্তে যে, কোন নির্বাচক পরিবহন ভাড়া অথবা নিজস্ব যান তাঁহার পরিবহনের জন্য ভোট-স্থান অভিমুখে বা ভোট-স্থান হইতে ব্যবহার করিতে পারিবেন ; অথবা

(৩) মনোনয়ন পত্র সম্পর্কে অনিয়মিত অথবা অনুপযুক্ত মনোনয়ন পত্র বা ভোট গ্রহণ বা প্রত্যাখান অথবা আইন বা তদ্ অধীনে প্রস্তুত নিয়মাবলীর বিধানসমূহ লঙ্ঘন দ্বারা অতীব গুরুত্বপূর্ণভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত হইয়াছে—এরূপ প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল হইবে।

এই শর্তে যে যদি বিচারক মত পোষন করেন যে উপনিয়ম(২)-এ নির্দিষ্ট কলুষিত অভ্যাসসমূহ যাহা "আচরণ" অতঃপর ইহাতে ব্যাখ্যাত—ছাড়া কোনপ্রকার ঘুষ প্রদানতুল্য নহে এবং অধিকন্তু যদি বিচারক মত পোষন করেন যে প্রার্থী তাঁহাকে সন্দেহমুক্ত করিয়াছেন—

(১) প্রার্থী কর্তৃক কলুষিত অভ্যাসসমূহ এরূপ কোন নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং যে কোন অনুষ্ঠিত কলুষিত অভ্যাস তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে এবং এরূপ প্রার্থীর অনুমোদন বা যোগসাজস ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত ; এবং

(২) এরূপ প্রার্থী এরূপ নির্বাচনে কলুষিত অভ্যাস কৃতকর্মের পূর্বেই প্রতিরোধের জন্য যুক্তিসম্মত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং

(৩) অনুষ্ঠিত কলুষিত অভ্যাসসমূহ নগণ্য প্রকৃতির অতীব গুরুত্বপূর্ণভাবে নির্বাচন প্রভাবিত নহে ; এবং

(৪) অন্যান্য সকল সম্পর্কে এরূপ প্রার্থী অথবা তাঁহার কোন

নিযুক্তকের তরফে নির্বাচন যে কোন কলুষিত অভ্যাস হইতে মুক্ত ; এবং

অতঃপর বিচারক উপনীত হইতে পারেন যে এরূপ প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল নহে।

ব্যাখ্যা—এই নিয়মের প্রয়োজনে "আচরণ" অর্থে কোন ব্যক্তিকে সরাসরিভাবে বা পরোক্ষে তাঁহাকে অথবা অপর যে কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদান বা ভোট প্রদান হইতে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে অথবা ভোট প্রদানের জন্য বা ভোট প্রদানে নিরস্ত হওয়ায় পুরস্কার স্বরূপ যে কোন খাদ্য, পানীয়, আমোদ-প্রমোদ প্রদান বা পূর্বাহ্নে সরবরাহ অথবা ব্যবস্থাদির ব্যয়ভার যে কোন ব্যক্তির দ্বারা বহন।

৭৯। **শুনানীর সমাপ্তি** (Conclusion of hearing) :

(১) তদন্তের সমাপ্তিতে বিচারক নিয়ম ৭৮ অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থী বা প্রার্থীগণের নির্বাচন বাতিল কি না ঘোষণা করিবেন।

(২) যদি তিনি নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন তিনি অধিকন্তু একটি আদেশ প্রদান করিবেন, হয়—

(ক) ঘোষণা করিয়া যে দরখাস্তের অপর কোন পক্ষ যিনি এই নিয়মানুসারে আসন দাবী করিয়াছেন যথাযথভাবে নির্বাচিত ; নয়

(খ) একটি নূতন নির্বাচনের নির্দেশ দিয়া।

(৩) উপনিয়ম (১) অথবা উপনিয়ম (২) অনুসারে বিচারকের আদেশ অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট জিলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্য পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক রাজ্য সরকারকে প্রদান করিতে হইবে।

৮০। **আদালতের আদেশাদিতে নূতন নির্বাচন** (Fresh Election at Court's Order) :

নিয়ম ৭৯-এর উপনিয়ম (১) অনুসারে যখন কোন নির্বাচন বাতিল ঘোষিত এবং ঐ নিয়মের উপনিয়ম (২)-এর দফা (খ) অনুসারে

নূতন নির্বাচন আদিষ্ট, স্থল বিশেষে, নির্বাচিত প্রার্থীর আসন অথবা প্রার্থীদের আসনগুলি বিচারকের আদেশের তারিখ হইতে রিক্ত গণ্য করিতে হইবে এবং রাজ্য সরকার অবিলম্বে এরূপ নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

৮১। ভোটারদের তালিকা (List of voters) :

(১) গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েৎ সমিতি অথবা জিলা পরিষদের নির্বাচন ক্ষেত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত তৎসময় বলবৎ পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডলীর নির্বাচক-তালিকা ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার তালিকা হইবে ঃ

এই শর্তে যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন, ১৯৫৭ অনুসারে গঠিত গ্রাম সভার অধিকার ক্ষেত্রের অন্তর্গত স্থানসমূহের পুনঃবিন্যাসের মাধ্যমে যেখানে গ্রাম গঠিত অথবা ভিন্নভাবে, এবং নির্বাচক-তালিকার বর্তমান বিন্যাস এরূপ গঠিত গ্রামের নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহের ব্যাপারে ব্যবহার করা যায় না, নির্বাচক তালিকা সম্পর্কে এরূপ নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহের ব্যাপারে একটি ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত এবং প্রকাশ করিতে হইবে এবং এরূপ তালিকার প্রতিলিপি ভোট গ্রহণের অন্ততঃ দশ সপ্তাহ পূর্বে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে ঝুলাইয়া দিতে হইবে।

(২) উপনিয়ম (১)-এর অনুবিধিতে উল্লিখিত ভোটারদের তালিকায় কোন ব্যক্তির যাহার নাম প্রকাশিত নহে এবং যিনি এরূপ নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হইবার দাবী করিবেন এবং যে কোন ব্যক্তিদের যাঁহাদের নাম ভোটারদের তালিকায় প্রকাশিত কিন্তু যিনি বিবেচনা করিবেন যে তালিকার অপর যে কোন নাম বাদ দেওয়া উচিত অথবা তাঁহার নিজের নাম সম্পর্কযুক্ত নির্বাচন ক্ষেত্রের তালিকায় লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত, সংশ্লিষ্ট নির্বাচন আধিকারিকের নিকট তালিকায় তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্তি বা তাহা হইতে স্থানান্তরিত বা অপর ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে

পারিবেন। এরূপ সকল দরখাস্ত ভোট গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ আট সপ্তাহ পূর্বে করিতে হইবে এবং যথাযথ তদন্তের পর, নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক ন্যূনপক্ষে ভোট গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের ছয় সপ্তাহ পূর্বে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৮২। নির্বাচনের প্রয়োজনে ঘর-বাড়ী, যান-বাহন ইত্যাদি বিধিমত দখলীকরণ (Requisitioning of premises, vehicles, etc , for election purposes) :

(১) কোন একটি নির্বাচনের সহিত সম্পর্কযুক্ত ইহা যদি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সমাহর্তা পারিবেন—

(ক) যে কোন ঘর-বাড়ী ভোট-স্থান হিসাবে ব্যবহারের জন্য অথবা ভোটগ্রহণেরপর ব্যালট বাক্সসমূহ গুদামজাত করার জন্য প্রয়োজন বা সম্ভাব্য প্রয়োজন হইতে পারে ; অথবা

(খ) ভোট-স্থান অভিমুখে বা হইতে ব্যালট বাক্সসমূহ পরিবহনের উদ্দেশ্যে অথবা এরূপ নির্বাচন পরিচালনার সময় শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের পরিবহনের জন্য অথবা এরূপ নির্বাচনের সহিত সম্পর্কযুক্ত যে কোন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যে কোন আধিকারিক বা অপর ব্যক্তিকে পরিবহনের জন্য যে কোন যান, জলযান, পশু প্রয়োজন বা সম্ভাব্য প্রয়োজন হইতে পারে, তিনি লিখিত আদেশের মাধ্যমে সেরূপ ঘর-বাড়ী অথবা স্থল বিশেষে, সেরূপ যান, জলযান বা পশু বিধিমত দখল করিতে পারিবেন এবং অধিকন্তু এরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহা তাঁহার নিকট বিধিমত দখলের সহিত সম্পর্কযুক্ত প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে :

এই শর্তে যে, এই উপনিয়ম অনুসারে যান, জলযান বা পশু যাহা প্রার্থী অথবা তাঁহার নিযুক্তক কর্তৃক এরূপ প্রার্থীর নির্বাচনের সহিত

সম্পর্কযুক্ত যে কোন উদ্দেশ্যে আইনতঃ ব্যবহৃত হইতেছে যতক্ষণ সেই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সমাপ্ত না হইতেছে বিধিমত দখল করা যাইবে না।

(২) সমাহর্তা কর্তৃক যে ব্যক্তি মালিক অথবা যে ব্যক্তি সম্পত্তির দখলে আছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া লিখিত আদেশের মাধ্যমে বিধিমত দখল সম্পাদিত হইবে এবং এরূপ আদেশ যে ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হইয়াছে তাঁহার উপর জারি করিতে হইবে।

(৩) যখনই কোন সম্পত্তি উপনিয়ম (১) অনুসারে বিধিমত দখল হইবে, এরূপ বিধিমত দখলের সময়কাল যে সময়ের জন্য এরূপ সম্পত্তি আগের উপনিয়মে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের যে কোনটির জন্য প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া প্রসারিত করা যাইবে না।

(৪) যখন জিলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত (authorised) তাঁহার ক্ষেত্রাধিকারে উপনিয়ম (১)-এর মাধ্যমে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) এই নিয়মে—

(ক) 'ঘর-বাড়ী' অর্থে যে কোন জমি, দালান বা কোন দালানের অংশ এবং কুঁড়ে ঘর, আচ্ছাদন বা অপর অপরিহার্য কাঠাম অথবা উহার অংশ অন্তর্ভুক্ত ;

(খ) 'যান' অর্থে সড়ক পরিবহনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা ব্যবহারের যোগ্য যে কোন যান, যেটি যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা সম্মুখে চালিত অথবা অন্যপ্রকার।

৮৩। **ক্ষতিপূরণ প্রদান** (Payment of compensation) :

(১) যখনই নিয়ম ৮২ অনুসারে কোন ঘর-বাড়ী বিধিমত দখল হইবে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইলে যাহার

পরিমাণ নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনায় মধ্যে লইয়া স্থিরীকৃত হইবে ; যথা ঃ

(১) ঘর-বাড়ীর বিষয়ে প্রদেয় খাজানা অথবা এরূপ প্রদেয় খাজানা যদি না থাকে, অঞ্চলস্থ অনুরূপ ঘর-বাড়ীর প্রদেয় খাজানা ;

(২) ঘর-বাড়ী বিধিমত দখলের পরিণতিতে যদি স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি বাসস্থান বা ব্যবসার স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হন, এরূপ সম্ভাব্য পরিবর্তনের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যয়াদি থাকিলে ঃ

এই শর্তে যে কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি এই উপনিয়ম অনুসারে এরূপ নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হইলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিয়া আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ভুক্তিপতির নিকট পুনরীক্ষণের (review) জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ভুক্তিপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

ব্যাখ্যা—এই উপনিয়মে "স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি" মত প্রকাশার্থে বিধিমত দখলের অব্যবহিত পূর্বে যে ব্যক্তি নিয়ম ৮২ অনুসারে বিধিমত দখলীকৃত ঘর-বাড়ীর বাস্তব দখলে ছিলেন অথবা যেথায় কেহ সেরূপ বাস্তব দখলে ছিলেন না, এরূপ ঘর-বাড়ীর মালিক।

(২) যখনই নিয়ম ৮২ অনুসারে কোন যান, জলযান বা পশু বিধিমত দখল হইবে উহার মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে যাহার পরিমাণ সমাহর্তা কর্তৃক এরূপ যান, জলযান বা পশু ভাড়ার জন্য অঞ্চলস্থ প্রচলিত ভাড়া বা হারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে ঃ

এই শর্তে যে যান বা জলযান যেখানে বিধিমত দখলীকরণের অব্যবহিত পূর্বে ভাড়া-খরিদ চুক্তির কারণে মালিক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির দখলে ছিল, এই উপনিয়ম অনুসারে নির্ধারিত পরিমাণ যাহা বিধিমত দখলের সহিত সম্পর্কযুক্ত মোট প্রদেয় ক্ষতিপূরণ ঐ ব্যক্তি ও মালিকের মধ্যে—এরূপ রীতিতে যাহা তাঁহারা সম্মত হইবেন

—ভাগ করিয়া দিতে হইবে এবং চুক্তির অক্ষমতায়, এতৎপক্ষে এরূপ রীতিতে যেরূপ সমাহর্তা নিষ্পত্তি করিবেন ঃ

এই শর্তে যে, কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি উপনিয়ম (২) অনুসারে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হইলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ভুক্তিপতির নিকট পুনরীক্ষণের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ভুক্তিপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৮৪। **ঘর-বাড়ী, যান জলযান এবং পশুসমূহ বিধিমত দখলের আদেশ জারির প্রণালী** (Manner of serving order of requisition of premises, vehicles, vessels and animals) :

নিয়ম ৮২ অনুসারে বিধিমত দখলের আদেশ জারি হইবে—

(ক) যেখানে কোন ব্যক্তি যাহাকে এরূপ আদেশে সম্বোধন করা হইয়াছে হয় কোন একটি নিগম বা ফার্ম, স্থল বিশেষে, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ নম্বর আইন)-এর প্রথম অনুসূচীর নির্দেশ ২৯-এর নিয়ম ২ অথবা নির্দেশ ৩০-এর নিয়ম ৩-এ সমন জারির অর্থে প্রস্তুতকৃত প্রণালীতে : এবং

(খ) যেখানে ব্যক্তিটি যাহাকে এরূপ আদেশে সম্বোধন করা হইয়াছে একজন ব্যক্তি—

(১) আদেশটি ব্যক্তিগতভাবে অর্পণ বা গ্রহণের জন্য প্রস্তাবের মাধ্যমে, অথবা

(২) প্রাপ্য প্রাপ্তিস্বীকার রশিদসহ নিবন্ধিত ডাকের মাধ্যমে, অথবা

(৩) যদি কোন ব্যক্তির দেখা পাওয়া না যায়, আদেশের যথাযথ (authentic) প্রতিলিপি তাঁহার পরিবারের যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের নিকট প্রদানের মাধ্যমে অথবা তিনি যেখানে শেষ বসবাস করিতেন বা ব্যবসা চালাইতেন বা ব্যক্তিগতভাবে লাভের জন্য কার্য

করিতেন বলিয়া প্রকাশ সেই ঘর-বাড়ীর দৃষ্টি আকর্ষক অংশে এরূপ আদেশের প্রতিলিপি সাঁটিয়া দেওয়ার মাধ্যমে।

৮৫। বিধিমত দখলীকৃত ঘর-বাড়ী হইতে উৎখাতকরণ (Eviction from requisitioned premises):

(১) নিয়ম ৮২ অনুসারে কৃত যে কোন আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কোন ব্যক্তি কোন বিধিমত দখলীকৃত ঘর-বাড়ীর দখলে থাকিলে সমাহর্তা অথবা সমাহর্তা কর্তৃক এতৎপক্ষে বিশেষভাবে ক্ষমতাপন্ন যে কোন আধিকারিকের দ্বারা সরাসরি উৎখাতিত হইতে পারেন।

(২) সমাহর্তা অথবা যে কোন এরূপ ক্ষমতাপন্ন আধিকারিক জনসমক্ষে উপস্থিত হন না যে কোন মহিলাকে যুক্তি-যুক্ত সতর্কতা এবং প্রত্যাহারের সুবিধা প্রদানের পর, যে কোন দালানের দরজা স্থানান্তরিত বা যে কোন তালা বা খিল উন্মুক্ত অথবা অপর যে কোন কর্ম এরূপ উৎখাতকরণ কার্যকর করিবার জন্য করিতে পারিবেন।

৮৬। বিধিমত দখল হইতে ঘর-বাড়ীর মুক্তি (Release of premises from requisition):

(১) নিয়ম ৮২ অনুসারে বিধিমত দখলীকৃত যখন কোন ঘর-বাড়ীর বিধিমত দখল হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে তখন উহার দখল সেই ব্যক্তিকে—যাঁহার নিকট হইতে বিধিমত দখলের সময় দখল লওয়া হইয়াছে—অর্পণ করিতে হইবে, অথবা যদি সেরূপ কোন ব্যক্তি না থাকেন, এরূপ ঘর-বাড়ী সেই ব্যক্তিকে যিনি সমাহর্তা কর্তৃক মালিক বলিয়া বিবেচিত এবং এরূপ দখল অর্পণ; এরূপ অর্পণের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল দায়-দায়িত্ব হইতে সমাহর্তার পুরাপুরি কার্যমুক্তি হইবে, কিন্তু ঘর-বাড়ীর সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন অধিকার—যাহা অপর কোন ব্যক্তি কোন আইনের মাধ্যমে যে ব্যক্তিকে ঘর-বাড়ীর দখল এরূপ অর্পণ করা হইয়াছে তাঁহার বিরুদ্ধে বলবৎ করিবার অধিকারী—হানিকর হইবে না।

(২) নিয়ম ৮২ অনুসারে বিধিমত দখলীকৃত ঘর-বাড়ীর দখল উপনিয়ম (১) অনুসারে যাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে সেই ব্যক্তির যেখানে দেখা পাওয়া যায় না বা সরাসরি নির্ধারণযোগ্য নহে বা তাঁহার নিযুক্তক নাই বা তাঁহার পক্ষে অর্পণ গ্রহণের জন্য অপর কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি নাই, সমাহর্তা এরূপ ঘর-বাড়ী বিধিমত দখল হইতে মুক্ত ঘোষণা করিয়া একটি নোটিশ এরূপ ঘর-বাড়ীর দৃষ্টি আকর্ষক অংশে এবং সমাহর্তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে সাঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করাইবেন।

(৩) যখন কোন নোটিশ উপনিয়ম (২)-এর শর্তানুযায়ী নোটিশ বোর্ডে সাঁটিয়া দেওয়া হইবে এরূপ নোটিশ সাঁটার তারিখে এবং হইতে এরূপ নোটিশে নির্দিষ্ট ঘর-বাড়ীর বিধিমত দখলের বিষয়-বস্তুর সমাপ্তি ঘটিবে এবং উহার দখল প্রাপক ব্যক্তিকে অর্পিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে; এবং উক্ত তারিখ হইতে কোন সময়ের জন্য সমাহর্তা কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ বা এরূপ ঘর-বাড়ীর সহিত সম্পর্কযুক্ত অপর কোন দাবীর জন্য দায়ী হইবেন না।

৮৭। বিধিমত দখল সম্বন্ধে কোন আদেশ লঙ্ঘনের জন্য দণ্ড (Penalty for contravention of any order regarding requisition):

নিয়ম ৮২ বা ৮৫ অনুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ কোন ব্যক্তি লঙ্ঘন করিলে, অপরাধ-সিদ্ধিতে (on conviction), তিনি কারাবাস যাহার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত হইতে পারে অথবা জরিমানা যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮৮। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নির্বাচনের সহিত সম্পর্কযুক্ত বিদ্বেষ উত্তেজন (Promoting enmity between different classes in connection with election):

এই নিয়মাবলী অনুসারে কোন নির্বাচন সম্পর্কে যে কোন ব্যক্তি

যিনি ধর্ম, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় বা ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণী বা ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণা বোধ উত্তেজিত করিবেন অথবা উত্তেজিত করার চেষ্টা করিবেন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, তিনি কারাবাস যাহার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত হইতে পারে অথবা জরিমানা যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮৯। **নির্বাচনের দিন বা পূর্ব দিনে জনসভা নিষিদ্ধ** (Prohibition of public meetings on day before or on day of election)ঃ

(১) ভোট গ্রহণ তারিখের প্রারম্ভের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বা তারিখে বা তারিখসমূহে যেদিন সেই নির্বাচন ক্ষেত্রের কোন ভোট গ্রহণ করা হইবে নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা যোগদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি যিনি উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিবেন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, দণ্ডিত হইবেন।

৯০। **ভোট-স্থানসমূহের ভিতরে বা নিকটে উপার্থন** (canvassing) **নিষিদ্ধ** (Prohibition of canvassing in or near polling stations)ঃ

(১) কোন ভোট-স্থানে ভোট গ্রহণের তারিখে বা তারিখসমূহে ভোট-স্থানের মধ্যে অথবা ভোট-স্থান হইতে এক শত মিটার দূরত্বের মধ্যে যে কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য স্থানে নিম্নোক্ত আচরণসমূহের কোনটি করিবেন না, যথা ঃ—

(ক) ভোটের জন্য উপার্থন ; বা

(খ) কোন নির্বাচকের ভোট প্রার্থনা ; বা

(গ) কোন নির্বাচককে বিশেষ কোন প্রার্থীকে ভোট প্রদান না করার জন্য প্ররোচিত ; বা

(ঘ) কোন নির্বাচককে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করার জন্য প্ররোচিত ; বা

(ঙ) নির্বাচন-সংক্রান্ত কোন নোটিশ বা চিহ্ন (সরকারী নোটিশ ব্যতীত) প্রদর্শন।

(২) কোন ব্যক্তি যিনি উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিবেন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, অর্থদণ্ডে যাহা দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, দণ্ডিত হইবেন।

(৩) এই নিয়ম অনুসারে দণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রগ্রাহ্য (cognizable) হইবে।

৯১। ভোট-স্থানসমূহের মধ্যে অথবা নিকটে বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য দণ্ড (Penalty for disorderly conduct in or near polling stations) :

(১) কোন ভোট-স্থানে ভোট গ্রহণের তারিখে বা তারিখসমূহে কোন ব্যক্তি করিবেন না—

(ক) ভোট স্থানের ভিতরে অথবা প্রবেশ মুখে অথবা উহার সন্নিকটস্থ কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য স্থানে কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সম্প্রসারণ বা পুনরুৎপাদনের জন্য কোন যন্ত্রপাতি যথা মেগাফোন বা লাউডস্পীকার ব্যবহার বা চালু ; অথবা

(খ) ভোট-স্থানের ভিতরে অথবা প্রবেশ মুখে, অথবা উহার সন্নিকটস্থ কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য স্থানে চিৎকার বা অপর কোন প্রকার বিশৃঙ্খল আচরণ যাহাতে ভোট-স্থানে ভোট প্রদানের জন্য আগত কোন ব্যক্তির বিরক্তির কারণ অথবা যাহাতে আধিকারিকদের বা ভোট-স্থানে কর্মরত অন্যান্য ব্যক্তিদের কাজে হস্তক্ষেপ হয়।

(২) উপনিয়ম (১)-এর বিধানসমূহ কোন ব্যক্তি লঙ্ঘন করিলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘনে সাহায্য বা উস্কানি প্রদান করিলে, অপরাধ

সিদ্ধিতে, তিনি অর্থদণ্ডে যাহা দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোন ভোট-স্থানের অগ্রাধিকারিকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি এই নিয়ম অনুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিতেছেন বা করিয়াছেন তিনি এরূপ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে কোন আরক্ষা-আধিকারিককে নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং তৎকারণে আরক্ষা-আধিকারিক তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন।

(৪) যে কোন আরক্ষা-আধিকারিক উপনিয়ম (১)-এর বিধান-সমূহের কোন লঙ্ঘনকে প্রতিরোধ করিবার জন্য এবং লঙ্ঘনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন যন্ত্রাদি আটক করিতে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ বা বল প্রয়োগ করিতে পারিবেন যাহা ন্যায় সঙ্গতভাবে প্রয়োজন হইতে পারে।

৯২। ভোট-স্থানসমূহে অশোভন আচরণের জন্য দণ্ড (Penalty for misconduct at polling stations) :

(১) যে কোন ভোট-স্থানে ভোট গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময় কালে কোন ব্যক্তি যিনি স্বয়ং অশোভন আচরণ করিবেন অথবা অগ্রাধিকারিকের আইন সঙ্গত নির্দেশ পালনে বিচ্যুতি হইবেন অগ্রাধিকারিক বা কর্মরত যে কোন আরক্ষা-আধিকারিক অথবা এতৎপক্ষে এরূপ অগ্রাধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোট-স্থান হইতে অপসারিত হইবেন।

(২) উপনিয়ম (১)-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ ব্যবহৃত হইবে না যাহাতে কোন নির্বাচককে—যিনি পক্ষান্তরে ভোট-স্থানটিতে ভোট প্রদানের অধিকারী—সেই ভোট-স্থানে ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয়।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি যিনি ভোট-স্থান হইতে ঐ ভাবে অপসারিত হইয়াছেন অগ্রাধিকারিকের অনুমতি ব্যতীত ভোট-স্থানে

পুনঃ প্রবেশ করেন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, দণ্ডিত হইবেন।

(৪) এই নিয়ম অনুসারে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ প্রগ্রাহ্য হইবে।

৯৩। আধিকারিকগণ, ইত্যাদি, নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য কাজ অথবা ভোটদানে প্রভাব বিস্তার করিবেন না (Officers, etc., at election not to act for candidates or influence voting):

(১) কোন নির্বাচনে কোন ব্যক্তি যিনি একজন নির্বাচন-আধিকারিক বা সহকারী নির্বাচন-আধিকারিক বা অগ্রাধিকারিক বা ভোটগ্রাহী বা কোন নির্বাচনে সম্পর্কযুক্ত কর্তব্য পালনের জন্য নির্বাচন-আধিকারিক বা অগ্রাধিকারিক কর্তৃক নিযুক্ত কোন আধিকারিক বা করণিক নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাদিতে (তাঁহার ভোট প্রদান ব্যতীত) নির্বাচনে প্রার্থীর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের উন্নতি বিধানে কোন কিছু করিবেন না।

(২) পূর্বোক্ত এরূপ কোন ব্যক্তি, এবং কোন সদস্য বা কোন আরক্ষা-আধিকারিক প্রচেষ্টা করিবেন না –

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে তাঁহার ভোট প্রদানে প্ররোচিত করার ; বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে তাঁহার ভোট প্রদানে উপদেশ দান পূর্বক বিরত করার ; বা

(গ) কোন প্রকারে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট প্রদানে প্রভাব বিস্তার করার।

(৩) কোন ব্যক্তি যিনি উপনিয়ম (১) বা উপনিয়ম (২)-এর বিধানসমূহ লঙ্ঘন করিবেন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) উপনিয়ম (৩) অনুসারে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ প্রগ্রাহ্য হইবে।

৯৪। নির্বাচনের সহিত সম্পর্কযুক্ত সরকারী কর্ম লঙ্ঘনাদি (Breaches of official duty in connection with election):

(১) যদি কোন ব্যক্তি যাঁহার প্রতি এই নিয়ম প্রযোজ্য যুক্তি-সম্মত কারণ ব্যতীত কোন কর্মের জন্য অথবা তাঁহার সরকারী কাজ লঙ্ঘনের ভুলের জন্য দোষী হইলে, অপরাধ-সিদ্ধিতে, তিনি অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, দণ্ডিত হইবেন।

(২) উপনিয়ম (১) অনুসারে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ অগ্রাহ্য হইবে।

(৩) পূর্বোক্ত এরূপ কোন কর্ম বা ভুল সম্পর্কে ক্ষতির জন্য এরূপ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা অথবা অপর কোন বৈধ কার্যক্রম চলিবে না।

(৪) এই নিয়ম যাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য সেই ব্যক্তিগণ হইলেন নির্বাচন-আধিকারিকগণ, সহকারী নির্বাচন-আধিকারিকগণ, অগ্রাধিকারিকগণ, ভোটগ্রাহীগণ এবং কোন নির্বাচনের নির্বাচক তালিকা রক্ষণ অথবা মনোনয়ন পত্র গ্রহণ বা প্রার্থীতা প্রত্যাহার বা ভোট গণনা বা লিপিবদ্ধ করণের সম্পর্কযুক্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত অপর যে কোন ব্যক্তিগণ এবং তদনুসারে এই নিয়মের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য "সরকারী কর্তব্য"-এর অর্থ প্রকাশে ব্যাখ্যাত হইবে, কিন্তু এই আইন দ্বারা বা অনুসারে নহে, অন্য ভাবে আরোপিত কর্মাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৯৫। নির্বাচক-নিযুক্তক, ভোটগ্রহণ-নিযুক্তক বা গণনা নিযুক্তক হিসাবে কর্মের জন্য সরকারী কর্মচারীদের দণ্ড (Penalty for Government servants for acting as election agent, polling agent or counting agent):

কোন নির্বাচনে সরকারী চাকুরী রত যদি কোন ব্যক্তি কোন

প্রার্থীর নির্বাচন-নিযুক্তক বা ভোটগ্রহণ-নিযুক্তক বা গণনা-নিযুক্তক হিসাবে কাজ করেন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, তিনি কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, দণ্ডিত হইবেন।

৯৬। ভোট-স্থান হইতে ব্যালট পত্র অপসারণ অপরাধ হইবে (Removal of ballot paper from polling station to be offences):

(১) কোন নির্বাচনে কোন ব্যক্তি যিনি ভোট-স্থান হইতে ব্যালট পত্র প্রতারণামূলকভাবে বাহিরে লইবেন বা লইবার চেষ্টা করিবেন অথবা এরূপ কোন কার্য করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য বা উস্কানী প্রদান করিবেন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা হইতে পারে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোন ভোট-স্থানের অগ্রাধিকারিকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে কোন ব্যক্তি উপনিয়ম (১) অনুসারে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ করিতেছেন বা করিয়াছেন, ঐরূপ আধিকারিক, সেরূপ ব্যক্তি ভোট-স্থান ত্যাগের পূর্বে, সেরূপ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে বা গ্রেপ্তার করিতে আরক্ষা-আধিকারিককে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং এরূপ ব্যক্তিকে তল্লাসী করিতে অথবা আরক্ষা-আধিকারিকের দ্বারা তল্লাসী করাইতে পারিবেন।

এই শর্তে যে যখন কোন মহিলাকে তল্লাসী করাইবার প্রয়োজন হইবে অপর কোন মহিলার দ্বারা শোভনতার প্রতি কঠোর শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া তল্লাসী করাইতে হইবে।

(৩) তল্লাসীর ফলে গ্রেপ্তারী ব্যক্তির নিকটে কোন ব্যালট পত্র দৃষ্ট হইলে আরক্ষা-আধিকারিকের নিকট নিরাপদ জিম্মার জন্য অগ্রাধিকারিক কর্তৃক অর্পিত হইবেন অথবা যে ক্ষেত্রে আরক্ষা-

আধিকারিক কর্তৃক তল্লাসী অনুষ্ঠিত সেই আধিকারিক কর্তৃক নিরাপদ জিম্মায় রক্ষিত হইবেন।

৪) উপনিয়ম (১) অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ প্রগ্রাহ্য হইবে।

৯৭। অন্যান্য অপরাধসমূহ এবং তজ্জন্য দণ্ডাদি (Other offences and penalties therefor) :

(১) কোন ব্যক্তি নির্বাচনী অপরাধে অপরাধী হইবেন যদি কোন নির্বাচনে তিনি—

(ক) কোন মনোনয়ন পত্র প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত বা প্রতারণামূলকভাবে নষ্ট করেন ; অথবা

(খ) নির্বাচন-আধিকারিকের ক্ষমতানুসারে বা কর্তৃক সাঁটিয়া দেওয়া কোন তালিকা, নোটিশ বা অপর দলিল প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত, নষ্ট বা অপসারণ করেন ; অথবা

(গ) নির্বাচনী কর্তব্যরতকালে কোন ব্যালট পত্র বা কোন ব্যালট পত্রের উপরের সরকারী চিহ্ন বা ভোটের সহিত সম্পর্কযুক্ত নির্বাচকদের দ্বারা ব্যবহৃত কোন সরকারী খাম প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত বা প্রতারণামূলকভাবে নষ্ট করেন ; অথবা

(ঘ) উপযুক্ত অধিকার ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যালট পত্র সরবরাহ বা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন ব্যালট পত্র গ্রহণ বা কোন ব্যালট পত্র স্ব-দখলে রাখেন ; অথবা

(ঙ) ব্যালট বাক্সের মধ্যে ব্যালট পত্র যাহা তিনি আইনের মাধ্যমে অভ্যন্তরে রাখিবার জন্য অনুমোদিত তাহা ব্যতীত অন্য কোন কিছু প্রতারণামূলকভাবে রাখেন ; অথবা

(চ) উপযুক্ত অধিকার ব্যতীত নির্বাচনের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য সেই সময় ব্যবহৃত কোন ব্যালট পত্র বা কোন ব্যালট বাক্স নষ্ট, গ্রহণ, খোলা বা পক্ষান্তরে হস্তক্ষেপ করেন ; অথবা

(ছ) স্থল বিশেষে, প্রতারণামূলকভাবে বা উপযুক্ত অধিকার ব্যতীত পূর্ববর্তী কর্মসমূহের যে কোনটি করিবার চেষ্টা করেন বা এরূপ কোন কর্মাদি করিবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য বা উস্কানী প্রদান করেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই নিয়ম অনুসারে কোন অপরাধে অপরাধী হইলে—

(ক) যদি তিনি নির্বাচন-আধিকারিক বা সহকারী নির্বাচন-আধিকারিক বা কোন ভোট-স্থানের অগ্রাধিকারিক বা নির্বাচন সম্পর্কযুক্ত সরকারী কর্মরত অপর যে কোন আধিকারিক বা করণিক হন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(খ) যদি তিনি অপর কোন ব্যক্তি হন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) এই নিয়মের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য একজন ব্যক্তি সরকারী কর্মরত বলিয়া বিবেচিত হইবেন যদি তাঁহার কর্তব্য হয় কোন নির্বাচন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা বা ভোট গণনাসহ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা বা কোন নির্বাচনের পর ব্যবহৃত ব্যালট পত্রসমূহের এবং এরূপ নির্বাচন সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য দলিল পত্রসমূহের দায়িত্বে থাকা, কিন্তু "সরকারী কর্তব্য"-এর অর্থপ্রকাশে—এই আইন দ্বারা বা অনুসারে নহে—অন্যভাবে আরোপিত কোন কর্তব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) উপনিয়ম (২) অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ প্রগ্রাহ্য হইবে।

৯৮। ভোট প্রদানের গোপনীয়তা রক্ষণ (Maintenance of secrecy of voting):

(১) প্রত্যেক আধিকারিক, করণিক, নিযুক্তক বা অপর যে কোন ব্যক্তি যিনি কোন নির্বাচনে ভোট লিপিবদ্ধকরণ বা গণনার সম্পর্কযুক্ত কোন কর্তব্যরত, ভোটপ্রদানের গোপনীয়তা রক্ষা এবং রক্ষার জন্য সাহায্য করিবেন এবং এরূপ গোপনীয়তা লঙ্ঘন করিতে (কোন আইন দ্বারা বা অনুসারে অনুমোদিত কতিপয় উদ্দেশ্য ব্যতীত) কোন ব্যক্তিকে কোন হিসাবিকৃত সংবাদ সরবরাহ করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি যিনি উপনিয়ম (১)-এর বিধানসমূহ লঙ্ঘন করিবেন, অপরাধ-সিদ্ধিতে, কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯৯।[1] **সরকার কর্তৃক কোন প্রকার অসুবিধাসমূহ অপসারণ** (Removal of difficulties if any, by Government):

(১) এই নিয়মাবলী কার্যকর করার প্রয়োজনে অথবা এই আইন অনুসারে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে যেরূপ প্রয়োজন তদ্রূপ নির্দেশাদি প্রচার করিতে পারিবেন।

(২) এই নিয়মাবলীর বিধানসমূহ কার্যকর করায় অথবা নির্বাচন অনুষ্ঠানে যদি কোন প্রকার বাধা দেখা দেয়, প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে, বাধা অপসারণের জন্য যাহা কিছু সেইজন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া সরকারের নিকট প্রতীয়মান হইবে তাহাই আদেশের মাধ্যমে করিতে পারিবেন।

১। ৭।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩০২০.পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংযোজিত।

অনুসূচী

সারণী—১

গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এ নির্বাচনের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকচিহ্নসমূহ।

স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নাম	সংরক্ষিত প্রতীকচিহ্নসমূহ	
১। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসিষ্ট)	হাতুড়ি, কাস্তে ও তারা	যে ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
	একটি বৃত্তের মধ্যে হাতুড়ি, কাস্তে ও তারা	দ্বিতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে দুইজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
	দুইটি বৃত্তের মধ্যে হাতুড়ি, কাস্তে ও তারা	তৃতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে তিনজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
২। জনতা	চক্রের মধ্যে হলধর (চক্র হলধর)	যে ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
	একটি বৃত্তের মধ্যে চক্রের মধ্যে হলধর (চক্র হলধর)	দ্বিতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে দুইজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
	দুইটি বৃত্তের মধ্যে চক্রের মধ্যে হলধর (চক্র হলধর)	তৃতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে তিনজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
৩ ফরওয়ার্ড ব্লক	সিংহ	যে ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।

		একটি বৃত্তের মধ্যে সিংহ	দ্বিতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে দুইজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
		দুইটি বৃত্তের মধ্যে সিংহ	তৃতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে তিনজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
৪।	বিপ্লবী সমাজ-তান্ত্রিক দল	কোদাল ও বেল্চা	যে ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
		একটি বৃত্তের মধ্যে কোদাল ও বেলচা	দ্বিতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে দুইজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
		দুইটি বৃত্তের মধ্যে কোদাল ও বেল্চা	তৃতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে তিনজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
৫।	কংগ্রেস	গাই ও বাছুর	যে ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
		একটি বৃত্তের মধ্যে গাই ও বাছুর	দ্বিতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে দুইজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
		দুইটি বৃত্তের মধ্যে গাই ও বাছুর	তৃতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে তিনজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
৬।	ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি	কাস্তে ও ধানের শীষ	যে ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।

		একটি বৃত্তের মধ্যে কাস্তে ও ধানের শীষ	দ্বিতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে দুইজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
		দুইটি বৃত্তের মধ্যে কাস্তে ও ধানের শীষ	তৃতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে তিনজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
৭।	কংগ্রেস (ই)	হাত	যে ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
		একটি বৃত্তের মধ্যে হাত	দ্বিতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে দুইজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।
		দুইটি বৃত্তের মধ্যে হাত	তৃতীয় প্রার্থীর জন্য যে ক্ষেত্রে তিনজন প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে হইবে।

সারণী—২

জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েৎ সমিতিতে নির্বাচনের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকচিহ্নসমূহ।

স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নাম	সংরক্ষিত প্রতীকচিহ্নসমূহ।
১। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসিষ্ট)	হাতুড়ি, কাস্তে ও তারা।
২। জনতা	চক্রের মধ্যে হলধর (চক্র হলধর)।
৩। ফরওয়ার্ড ব্লক	সিংহ।
৪। বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল	কোদাল ও বেল্‌চা।
৫। কংগ্রেস	গাই ও বাছুর।
৬। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি	কাস্তে ও ধানের শীষ।
৭। কংগ্রেস (ই)	হাত।

যুক্ত প্রতীকচিহ্নসমূহ

সারণী—'ক'

গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচন

(১) নৌকা, (২) পশুবাহিত বা হাতে-ঠেলা দুই চাকার গাড়ী, (৩) হ্যারিকেন বাতি, (৪) পাল্কি, (৫) আম, (৬) ছাতা, (৭) কাঁঠাল, (৮) লাঙ্গল, (৯) কলা গাছ, (১০) তালা-চাবি, (১১) হুঁকা, (১২) খেজুর গাছ, (১৩) কলসী, (১৪) কুঠার, (১৫) চেয়ার, (১৬) নারিকেল গাছ, (১৭) হরিণ, (১৮) দুইটি তরবারি ও একটি ঢাল, (১৯) ভেড়া, (২০) হস্তচালিত পাম্প, (২১) ঘোড়া, (২২) তিমি, (২৩) কাঠবিড়াল, (২৪) টেবিল, (২৫) বাইসাইকেল, (২৬) তীর-ধনুক, (২৭) হাতি, (২৮) মই, (২৯) রেডিও, (৩০) মাপনি।

সারণী—'খ'

পঞ্চায়েৎ সমিতির নির্বাচন

(১) ঘড়ি, (২) দরজা, (৩) রিক্সা, (৪) গোলাপ ফুল, (৫) পাগড়ী, (৬) দোয়াত, (৭) মোরগ, (৮) হলচাকা (গরুর গাড়ীর চাকা), (৯) কোদাল, (১০) দুইটি পাতা ও একটি কুঁড়ি, (১১) বালতি, (১২) কুঁড়েঘর, (১৩) চশমা, (১৪) উড়ন্ত ঘুড়ি (ঘুড়ি), (১৫) পৃষ্ঠদেশে শিশু বহনরত নারী।

সারণী—'গ'

জিলা পরিষদ নির্বাচন

(১) চড়ুই পাখী, (২) শস্য ঝাড়াইরত কৃষক, (৩) বাঘ (৪) মগ, (৫) উড়ন্ত পাখী, (৬) ছাগল, (৭) জিরাফ, (৮) তাঁত, (৯) খরগোশ, (১০) কুকুর, (১১) চতুর্থীর চাঁদ, (১২) মোটর বাস, (১৩) ময়ুর, (১৪) আনারস, (১৫) বৈদ্যুতিক বাল্ব।

ফরম—১

নির্বাচনের নোটিশ

[নিয়ম ১৪ দ্রষ্টব্য]

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে ঃ—

'ক' 'খ'

(১)…… ………নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে ……… ……গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এর সদস্য*/সদস্যদের একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে :

(২) প্রার্থী বা তাঁহার প্রস্তাবক কর্তৃক মনোনয়ন পত্র নির্বাচন আধিকারিক/সহকারী নির্বাচন আধিকারিক (পদ)-এর

'গ'

নিকট…… ……সকাল ১১ ঘটিকা এবং বিকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে

'ঘ'

যে কোন দিন (সাধারণ ছুটির দিন ব্যতীত)…………তারিখের পরে নহে অর্পিত হইতে পারে ;

(৩) পূর্বোক্ত সময় ও স্থান হইতে মনোনযন পত্রের ফরম পাওয়া যাইতে পারে ;

'গ' 'ঘ' 'ঙ'

(৪) … …… .. (স্থান) ……………তারিখে … …. … সময় মনোনয়ন পত্রের ফরম সমীক্ষার জন্য গৃহীত হইবে ;

(৫) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের নোটিশ প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচন-নিযুক্তকের মাধ্যমে স্তবক (২)-এ নির্দিষ্ট আধিকারিকদ্বয়ের মধ্যে যে কোন একজনের নিকট তাঁহার কার্যালয়ে

'ঘ'

…………তারিখের তিন ঘটিকার পূর্বে অর্পিত হইতে পারে ;

(৬) নির্বাচনের স্বাভাবিক ধারা অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

'ঘ' 'ঙ'

হইলে .. …… ..তারিখের …… ……ঘটিকার মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

স্থান ....

তারিখ............... ..   জেলা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আধিকারিক

টীকা ঃ—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যেটির নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে স্থানের বিবরণ লিখিতে হইবে।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে নির্দিষ্ট তারিখ লিখিতে হইবে।

'ঙ' চিহ্নিত স্থানে নির্দিষ্ট সময় লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—২.

মনোনয়ন পত্র

[নিয়ম ১৭(৩) দ্রষ্টব্য]

'ক'   'খ'

আমি ....নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে ... . গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করিলাম।

প্রার্থীর নাম ....

তাঁহার ডাক-সংক্রান্ত ঠিকানা ....

উক্ত নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকার সহিত সম্পর্কযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর নির্বাচক-তালিকায় . ...নম্বর অংশের ....নম্বর ক্রমিকে তাঁহার নাম সন্নিবেশিত আছে।

'গ'

আমার নাম............এবং তাহা উক্ত নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকার সহিত সম্পর্কযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর নির্বাচক তালিকার...............নম্বর অংশের... .....নম্বর ক্রমিকে সন্নিবেশিত আছে।

তারিখ........ ....   (প্রস্তাবকের স্বাক্ষর)

[১]আমি, উপরিউক্ত প্রার্থী এই মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিলাম এবং এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে ঃ—

'ঘ'

(ক) আমি.........দল কর্তৃক উপস্থাপিত,

(খ) যে প্রতীকচিহ্নসমূহ আমি পছন্দ করিয়াছি তাহার অগ্রাধিকারের ক্রম-পর্যায় হইল (১)'ঙ'.........(২)'ঙ'.........(৩)'ঙ'.......

(গ) আমি গ্রাম পঞ্চায়েৎ/পঞ্চায়েৎ সমিতি/জিলা পরিষদ-এর সদস্য হিসাবে নির্বাচন প্রার্থী নয়।

'চ'

**অধিকন্তু আমি ঘোষণা করিতেছি যে আমি .... জাতি/উপজাতির* সদস্য যাহা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে তফসিলী জাতি/উপজাতি*।

তারিখ...........

(প্রার্থীর স্বাক্ষর)

১। ১৫.৩।১৯৭৮ তারিখের ৩৩২৭।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এতদ্ অংশ সংশোধিত।

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে প্রস্তাবকের নাম লিখিতে হইবে।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নাম লিখিতে হইবে।

'ঙ' চিহ্নিত স্থানসমূহে প্রার্থীর পছন্দকৃত তিনটি প্রতীকচিহ্ন অগ্রাধিকারের পর্যায়-ক্রমে লিখিতে হইবে।

'চ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থী তফসিলী যে জাতি/উপজাতির সদস্য তাহার নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

** যে ক্ষেত্রে প্রার্থী তফসিলী জাতি/উপজাতির সদস্য নহেন সে ক্ষেত্রে বাক্যটি সম্পূর্ণ কাটিয়া দিতে হইবে।

(নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক পূরণ হইবে।)

মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা··· ·· ··

এই মনোনয়ন পত্র প্রার্থী/প্রস্তাবক* কর্তৃক আমার নিকট আমার কার্যালয়ে··· ·····(তারিখ)··········· (সময়) অর্পিত।

তারিখ············ নির্বাচন আধিকারিক

টীকা :— * যেটি প্রযোজ্য তাহা রাখিয়া অপরটি কাটিয়া দিতে হইবে।

নির্বাচন আধিকারিকের মনোনয়ন পত্র গৃহীত অথবা বাতিলের সিদ্ধান্ত।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ (নির্বাচন) নিয়মাবলী, ১৯৭৪-এর নিয়ম ২২ অনুসারে আমি মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করিয়াছি এবং সিদ্ধান্ত করিলাম যাহা নিম্নরূপ :—

তারিখ .. .. নির্বাচন আধিকারিক

··· · ··········· ·········(ছিদ্রাবলী)························

মনোনয়ন পত্রের জন্য রসিদ এবং সমীক্ষার নোটিশ।

(যে ব্যক্তি মনোনয়ন পত্র অর্পণ করিবেন তাঁহাকে দিতে হইবে।)

মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা........

প্রার্থী/প্রস্তাবক* কর্তৃক ········'ক' নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে ······'খ' ··· · গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী··· ·········'গ' এর মনোনয়ন পত্র আমার নিকট আমার কার্যালয়ে··· ·· ···· তারিখে ··············সময়ে অর্পিত। সকল মনোনয়ন পত্রের সমীক্ষা······ ·····(স্থান) .... (তারিখ) · ·············(সময়) আরম্ভ করা হইবে।

তারিখ...............

নির্বাচন আধিকারিক *

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থীর নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—৩

মনোনয়নের নোটিশ

[নিয়ম ২১ দ্রষ্টব্য]

'ক' 'খ'

... .নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে... ..গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে পূর্বোক্ত নির্বাচন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মনোনয়ন পত্রসমূহ অদ্য বিকাল তিন ঘটিকা পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে :—

মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	পিতা/স্বামীর* নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪

প্রার্থীর নির্বাচক তালিকার ক্রমিক সংখ্যা	প্রস্তাবকের নাম	প্রস্তাবকের নির্বাচন তালিকার ক্রমিক সংখ্যা
৫	৬	৭

স্থান...... ......

তারিখ..... .. ....　　　　নির্বাচন আধিকারিক

টীকা ঃ—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটা যাইবে।

ফরম—৪

বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা

[নিয়ম ২২( ) দ্রষ্টব্য]

'ক'　　　　　　'খ'

.. . . নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে... ... গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	পিতা/*স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪

স্থান..... .

তারিখ............　　　　নির্বাচন আধিকারিক

টীকা ঃ—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—৫

প্রার্থী কর্তৃক প্রত্যাহারের নোটিশ

[নিয়ম ২৩(৩) দ্রষ্টব্য]

'ক' 'খ'

...............নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে .... গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

নির্বাচন আধিকারিক মহাশয় সমীপেষু,

'গ'

আমি,............ ....পূর্বোক্ত নির্বাচনের একজন মনোনীত প্রার্থী এতদ্বারা পূর্বাহ্ণে জানাইতেছি যে আমি আমার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিলাম।

স্থান ... ..

তারিখ ... .. প্রার্থীর স্বাক্ষর

এই নোটিশ আমার নিকট আমার কার্যালয়ে ... .

'ঘ'

(সময়)............তারিখে .. ... কর্তৃক অর্পিত।

স্থান............

তারিখ ..... নির্বাচন আধিকারিক

প্রত্যাহার নোটিশের জন্য রসিদ

(যে ব্যক্তি নোটিশ অর্পণ করিবেন তাঁহাকে দিতে হইবে।)

'খ' 'গ'

... .নির্বাচনের একজন প্রার্থী........... কর্তৃক প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নোটিশ আমার নিকট আমার কার্যালয়ে . ...

'ঘ'

তারিখে...............সময়ে...............কর্তৃক অর্পিত।

স্থান...... ....

তারিখ............   নির্বাচন আধিকারিক

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থীর নাম হইবে।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থী বা নির্বাচন-নিযুক্তক (যিনি প্রার্থী কর্তৃক লিখিতভাবে ইহা প্রদানের জন্য অনুমোদিত)-এর নাম হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—৬

প্রার্থীতাসমূহ প্রত্যাহারের নোটিশ

[নিয়ম ২৩(৪) দ্রষ্টব্য]

'ক'   'খ'

..................নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে.............গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

এতদ্বারা পূর্বাহ্নে জানান যাইতেছে যে পূর্বোক্ত নির্বাচনের নিম্নোক্ত প্রার্থী/প্রার্থীগণ* তাঁহার প্রার্থীতা*/তাঁহাদের প্রার্থীতা-সমূহ* অদ্য প্রত্যাহার করিয়াছেন।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	প্রার্থীর ঠিকানা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১			
২			
৩			
ইত্যাদি			

স্থান..................

তারিখ......... ....   নির্বাচন আধিকারিক

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটা যাইবে।

ফরম—৭

প্রতিযোগী প্রার্থীদের তালিকা

[নিয়ম ২৪(১) দ্রষ্টব্য]

'ক' 'খ'

.............নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে..........গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	প্রার্থীর ঠিকানা	আবণ্টিত প্রতীকচিহ্ন
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১			
২			
৩			
ইত্যাদি			

স্থান ....

তারিখ.................. নির্বাচন আধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—৮

নির্বাচন-নিযুক্তক নিয়োগ

[নিয়ম ২৬(১) দ্রষ্টব্য]

'ক' 'খ'

... . নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে ......গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

নির্বাচন আধিকারিক মহাশয় সমীপেষু,

'গ'
আমি........ পূর্বোক্ত নির্বাচনের একজন প্রার্থী,

'ঘ'
এতদ্বারা.........কে আজ হইতে পূর্বোক্ত নির্বাচনে আমার নির্বাচন-নিযুক্তক নিয়োগ করিলাম।

স্থান ...

তারিখ.... ....　　　　প্রার্থীর স্বাক্ষর

আমি উপরোক্ত নিয়োগ গ্রহণ করিলাম।

স্থান .. ..

তারিখ.. .. ...　　　　নির্বাচন-নিযুক্তকের স্বাক্ষর

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা হইবে।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচন-নিযুক্তকের নাম ও ঠিকানা হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—৯

নির্বাচন নিযুক্তকের নিয়োগ সংহরণ

[নিয়ম ২৬(২) দ্রষ্টব্য]

'ক'　　　　'খ'
.... নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে.......... গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

নির্বাচন আধিকারিক মহাশয় সমীপেষু,

'গ'
আমি..........., পূর্বোক্ত নির্বাচনের একজন প্রার্থী,

'ঘ'
এতদ্বারা ...., আমার নির্বাচন-নিযুক্তকের নিয়োগ সংহরণ করিলাম।

স্থান ... .,

তারিখ............ . প্রার্থীর স্বাক্ষর

টীকা: -'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।
'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।
'গ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থীর নাম হইবে।
'ঘ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচন-নিযুক্তকের নাম হইবে।
* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—১০

ভোট গ্রহণ/গণনা-নিযুক্তক নিয়োগ

[নিয়ম ২৭(১ এবং ২৮(১) দ্রষ্টব্য]

'ক' 'খ'
... . নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে .... গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

'গ' 'ঘ'
আমি ....পূর্বোক্ত নির্বাচনের প্রার্থী*/ আমি ......,
'গ'
..........এর, যিনি পূর্বোক্ত নির্বাচনের প্রার্থী, নির্বাচন-
'ঙ' 'চ'
নিযুক্তক এতদ্বারা.......... র ......কে ভোট গ্রহণ*/গণনা-
'ছ' 'জ'
নিযুক্তক রূপে ভোট গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট .... নম্বর ....
'ঝ'
ভোট-স্থানে ....সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য নিয়োগ করিলাম।

স্থান...............

তারিখ............ প্রার্থী*/নির্বাচন-নিযুক্তকের স্বাক্ষর

আমি ভোট গ্রহণ*/গণনা-নিযুক্তকের কার্য সম্পাদনে সম্মত আছি।

স্থান............

তারিখ .... ভোট গ্রহণ*/গণনা-নিযুক্তকের স্বাক্ষর

ভোট গ্রহণ/গণনা-নিযুক্তকের ঘোষণা যাহা অগ্রাধিকারিকের সম্মুখে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ (নির্বাচন) নিয়মাবলী, ১৯৭৪-এর ৯৮ নিয়ম অনুসারে যাহা কিছু নিষিদ্ধ ; যাহা আমি পাঠ করিয়াছি*/আমার নিকট পাঠ করা হইয়াছে পূর্বোক্ত নির্বাচনে আমি তাহার কোন কিছুই করিব না।

তারিখ............

ভোট গ্রহণ*/গণনা-নিযুক্তকের স্বাক্ষর

আমার সম্মুখে স্বাক্ষরিত

তারিখ .... অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা:—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থীর নাম লিখিতে হইবে যদি তিনি স্বয়ং নিয়োগ পত্র স্বাক্ষর করেন।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচন-নিযুক্তকের নাম লিখিতে হইবে যদি তিনি নিয়োগ পত্র স্বাক্ষর করেন।

'গ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থীর নাম লিখিতে হইবে।

'ঙ' চিহ্নিত স্থানে ভোট গ্রহণ/গণনা-নিযুক্তকের ঠিকানা লিখিতে হইবে।

'চ' চিহ্নিত স্থানে ভোট গ্রহণ/গণনা নিযুক্তকের নাম লিখিতে হইবে।

'ছ' চিহ্নিত স্থানে ভোট-স্থানের নম্বর লিখিতে হইবে।

'জ' চিহ্নিত স্থানে ভোট-স্থানের নাম লিখিতে হইবে।

'ঝ' চিহ্নিত স্থানে সময় লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—১১

ভোট গ্রহণ*/গণনা-নিযুক্তকের নিয়োগ সংহরণ

[নিয়ম ২৯(১) এবং ৩০(১) দ্রষ্টব্য]

'ক' 'খ'

. .. .. নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে .... . গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

অগ্রাধিকারিক মহাশয় সমীপেষু,

'গ' 'ঘ'

আমি...............পূর্বোক্ত নির্বাচনের প্রার্থী*/আমি... . ...

'গ'

পূর্বোক্ত নির্বাচনের প্রার্থী. ... . এর নির্বাচন-নিযুক্তক, এতদ্বারা

'ঙ' 'চ' 'ছ'

....নম্বর . .. ভোট-স্থানের... .... ভোট গ্রহণ*/ গণনা-নিযুক্তকের নিয়োগ সংহরণ করিলাম।

স্থান . ....

তারিখ.............. প্রার্থী*/নির্বাচন-নিযুক্তকের স্বাক্ষর

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থীর নাম লিখিতে হইবে যদি তিনি স্বয়ং নিয়োগ সংহরণ করেন।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচন-নিযুক্তকের নাম লিখিতে হইবে যদি তিনি নিয়োগ সংহরণ করেন।

'গ' চিহ্নিত স্থানে প্রার্থীর নাম লিখিতে হইবে।

'ঙ' চিহ্নিত স্থানে ভোট-স্থানের নম্বর লিখিতে হইবে।

'চ' চিহ্নিত স্থানে ভোট-স্থানের নাম লিখিতে হইবে।

'ছ' চিহ্নিত স্থানে ভোট গ্রহণ*/গণনা-নিযুক্তকের নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—১২

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আসনের নির্বাচন ঘোষণা

[নিয়ম ৩২(খ) এবং (গ) দ্রষ্টব্য]

'ঙ'   'চ'

.............নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে .... গ্রাম পঞ্চায়েৎ* পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ (নির্বাচন) নিয়মাবলী, ১৯৭৪-এর নিয়ম ৩২ এর উপনিয়ম (খ)*/(গ) এর বিধান অনুসারে আমি ঘোষণা

'ছ'

করিতেছি যে................

'ঝ'

.. ..

পূর্বোক্ত নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এর আসন পূরণার্থে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তিনি তফসিলী জাতি*/ তফসিলী উপজাতির সদস্য*/সদস্যা* নহেন।

স্থান......... .. . .

তারিখ........... ......   নির্বাচন আধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'ঙ' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'চ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'ছ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম লিখিতে হইবে।

'ঝ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচিত প্রার্থীর ঠিকানা লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

'ক'

প্রতিপত্র সংখ্যা ....

ফরম—১৩[১]

ব্যালট পত্র

(নিয়ম ৩৫(১) দ্রষ্টব্য)

'খ'

.... গ্রাম পঞ্চায়েৎ।

গ'

...............নির্বাচন ক্ষেত্র।

নির্বাচন তালিকার অংশ সংখ্যা .....

নির্বাচনের ক্রমিক সংখ্যা ....আসন সংখ্যা ....

... .ছিত্রাবলী.................................

'ক'

পত্র সংখ্যা............ আসন সংখ্যা ....

নাম	প্রতীক

১। ১৫।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩৩.৭।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংশোধিত।

নির্দেশ :—(১) যতগুলি আসন ততগুলি ভোট প্রদান করিতে হইবে কিন্তু একজন প্রার্থীকে একাধিক ভোট প্রদান করা যাইবে না।

(২) প্রার্থী বা প্রার্থীদের নামের বরাবর প্রতীকচিহ্নের উপর অথবা নিকটে সরবরাহকৃত সাধিত্রা (instrument) দ্বারা নির্বাচক যাহাকে ভোট প্রদানে আগ্রহী ভোট চিহ্নিত করিবেন।

টীকা—'ক' চিহ্নিত স্থানে ক্রমিক সংখ্যা লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এর নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ'
প্রতিপত্র সংখ্যা ....

ফরম—১৩ক[১]

ব্যালট পত্র

[নিয়ম ৩৫(১) দ্রষ্টব্য]

'গ'
............পঞ্চায়েৎ সমিতি।

'ঘ'
..........নির্বাচন ক্ষেত্র।

নির্বাচক তালিকার অংশ সংখ্যা ..... নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা ...

.... ছিদ্রাবলী ....

'খ'
পত্র সংখ্যা ......

১। ১৫।৩।১৯৭৮ তারিখের ৬৩২১।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংশোধিত।

নাম	প্রতীক

নির্দেশ :—(১) কেবলমাত্র একটি ভোট প্রদান করিতে হইবে।

(২) নির্বাচক যাঁহাকে ভোট প্রদানে আগ্রহী সেই প্রার্থীর নামের বরাবর প্রতীকচিহ্নের উপরে বা নিকটে সরবরাহকৃত সাধিত্রা (instrument) দ্বারা ভোট চিহ্নিত করিবেন।

টীকা :—'খ' চিহ্নিত স্থানে ক্রমিক সংখ্যা লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে পঞ্চায়েৎ সমিতির নাম লিখিতে হইবে।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'ক'

প্রতিপত্র সংখ্যা ..

ফরম—১৩খ[1]

ব্যালট পত্র

[নিয়ম ৩৫(১) দ্রষ্টব্য]

'গ'

... .জিলা পরিষদ।

'ঘ'

...................নির্বাচন ক্ষেত্র। নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা.........

নির্বাচক তালিকার অংশ সংখ্যা.........

নির্বাচকের স্বাক্ষর*/বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ

....ছিত্রাবলী..

১। ১৫।৩।১৯৭৮ তারিখের ৩৩২৭।পঞ্চ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংশোধিত।

'খ'
পত্র সংখ্যা··· ··· ·····

নাম	প্রতীক

নির্দেশ :—(১) কেবলমাত্র একটি ভোট প্রদান করিতে হইবে।
(২) নির্বাচক যাঁহাকে ভোট প্রদানে আগ্রহী সেই প্রার্থীর নাম বরাবর প্রতীকচিহ্নের উপরে বা নিকটে সরবরাহকৃত সাধিত্রা (instrument) দ্বারা ভোট চিহ্নিত করিবেন।

টীকা :—'খ' চিহ্নিত স্থানে ক্রমিক সংখ্যা লিখিতে হইবে।
'গ' চিহ্নিত স্থানে জিলা পরিষদের নাম লিখিতে হইবে।
'ঘ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।
* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—১৪

নির্বাচনে কর্মরত ব্যক্তির ভোট প্রদানের আবেদন পত্র

[নিয়ম ৪১(১) দ্রষ্টব্য]

নির্বাচন আধিকারিক মহাশয় সমীপেষু,

'ক'
···············গ্রাম পঞ্চায়েৎ*
'খ'
················পঞ্চায়েৎ সমিতি*　} নির্বাচন ক্ষেত্র।
'গ'
················জিলা পরিষদ*

'ঘ'

...........গ্রামের ....নম্বর ভোট-স্থানে আসন্ন গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ নির্বাচনের যে ভোট গ্রহণ করা হইবে তথায় আমি আমার ভোট প্রদানে আগ্রহী।

'গ' 'খ'

.......................জিলা পরিষদ* এবং............ পঞ্চায়েৎ

'ক'

সমিতির* নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত....................গ্রাম পঞ্চায়েৎ* নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচক তালিকার অংশ সংখ্যা...... ...এর নির্বাচক ক্রমিক সংখ্যা ....তে আমার নাম লিপিবদ্ধ আছে।

আমি নির্বাচন কর্মে নিযুক্ত এবং আমার নিয়োগপত্র এই সাথে দাখিল করিলাম

আমি অনুরোধ করিতেছি যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ নির্বাচনের ব্যালট পত্র*/পত্রসমূহ আমার ভোট প্রদানের জন্য সরবরাহ করা হউক।

স্থান .... ভবদীয়

'ঙ'

তারিখ .. ..

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এর নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে পঞ্চায়েৎ সমিতির নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে জিলা পরিষদের নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে গ্রামের নাম লিখিতে হইবে।

'ঙ' চিহ্নিত স্থানে আবেদনকারীর স্বাক্ষর হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—১৫

সংপৃষ্ঠ ভোটসমূহের তালিকা

[নিয়ম ৪২(২)(গ) দ্রষ্টব্য]

'ক' ....নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে..............'খ' গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

ভোট-স্থান ... ...

লিখনের ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচকের নাম	ক্রমিক সংখ্যা — অংশ সংখ্যার	ক্রমিক সংখ্যা — উক্ত অংশে নির্বাচকের নাম-এর	সংপৃষ্ঠ ব্যক্তির স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ
১	২	৩	৪	৫

সংপৃষ্ঠ ব্যক্তির ঠিকানা	সনাক্তকারীর নাম যদি কেহ থাকেন	আপত্তিকারীর নাম	অগ্রাধিকারির আদেশ	জমানত ফেরৎ প্রাপ্তিতে আপত্তিকারীর স্বাক্ষর
৬	৭	৮	৯	১০

স্থান ... .

তারিখ ... অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা:—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—১৬

অন্ধ অথবা রুগ্ন নির্বাচকের তালিকা

[নিয়ম ৪৬(২) দ্রষ্টব্য]

'ক' ....নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে..............'খ' গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

ভোট-স্থানের নাম ও সংখ্যা ....

ভোট ঘরের সংখ্যা......... .. ...

নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা এবং অংশ সংখ্যা	নির্বাচকের সম্পূর্ণ নাম	সঙ্গীর সম্পূর্ণ নাম	সঙ্গীর ঠিকানা	সঙ্গীর স্বাক্ষর

তারিখ .. .. অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচন ক্ষেত্রেব নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটিব মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম ১৭

টেণ্ডার্ড ভোটের তালিকা

[নিয়ম ৪৮(২) দ্রষ্টব্য]

'ক' 'খ'

................নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে...... .....গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

ভোট-স্থানের নাম ও সংখ্যা..... ....

অংশ সংখ্যা ক্রমিক সংখ্যা এবং নির্বাচকের নাম	নির্বাচকের ঠিকানা	টেণ্ডার ব্যালট পত্রের ক্রমিক সংখ্যা	যে ব্যক্তি ইতিমধ্যে ভোট প্রদান করিয়াছেন তাহাকে সরবরাহকৃত ব্যালট পত্রের ক্রমিক সংখ্যা	টেণ্ডার ভোট দাতা ব্যক্তির স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

স্থান...... ....

তারিখ................ অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—১৮

ব্যালট পত্রের হিসাব

[নিয়ম ৫১ দ্রষ্টব্য]

'গ' 'ঘ'

...................নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে ....গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

ভোট-স্থানের নাম ও সংখ্যা ....

১। প্রাপ্ত ব্যালট পত্রের হিসাব	ক্রমিক সংখ্যা	মোট সংখ্যা

২। অব্যবহৃত ব্যালট পত্র—

(ক) অগ্রাধিকারির স্বাক্ষরযুক্ত, যদি থাকে.........

এবং

(খ) অগ্রাধিকারির স্বাক্ষরহীন ....

৩। নির্বাচকদের সরবরাহকৃত ব্যালট পত্র.........

৪। বাতিলকৃত ব্যালট পত্র—

(ক) নিয়ম ৪৫ অনুসারে ভোট প্রদান পদ্ধতি লঙ্ঘনের জন্য ....

এবং

(খ) অপর যে কোন কারণের জন্য ....

৫। টেণ্ডার ব্যালট পত্র রূপে ব্যবহৃত ব্যালট পত্র...........

তারিখ.................. অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'গ' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—১৯

গণনা পত্র

[নিয়ম ৫৯(৩), ৬৭(৫)(খ) এবং ৬৬(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

'গ' 'ঘ'

...............নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে ....গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/ পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

ভোট গ্রহণের তারিখ..................... ..

নির্বাচন-কর্তব্যে রত ব্যক্তিদের প্রদত্ত ভোট।

ভোট স্থানের নাম ও সংখ্যা	শীলমোহরাঙ্কিত খামসমূহের মোট সংখ্যা	বৈধ ব্যালট পত্রসমূহের মোট সংখ্যা	বাতিলকৃত ব্যালট পত্রের মোট সংখ্যা	ক্রমিক সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

নির্বাচন প্রার্থীদের নাম	নির্বাচন প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট	মোট
(৬)	(৭)	(৮)
ক		
খ		

....

ভোট-গ্রাহীর স্বাক্ষর অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

তারিখ...............

স্থান..................

টীকা: –'গ' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—১৯ক

গণনা পত্র

[নিয়ম ৬২(৩),(ক)৬৪(৫)(খ), ৬৪(৬) এবং ৬৬(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

সারণী সংখ্যা………………

পত্র সংখ্যা………………

'জ' 'ঝ'

…………নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে……………গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এ নির্বাচন।

ভোট গ্রহণের তারিখ………

ভোট-স্থানে ব্যালট বাক্সে প্রদত্ত ভোটসমূহ।

ভোট-স্থানের নাম ও সংখ্যা	অগ্রাধিকারিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্যালট পত্র	বৈধ ব্যালট পত্রের সংখ্যা	বাতিলকৃত ব্যালট পত্রের সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)

নির্বাচন-প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটসমূহ

(১) ক	(২) খ	(৩) গ	(৪) ঘ	(৫) ঙ	(৬) চ	(৭) ছ

…………………………	…………………………

ভোটগ্রাহীর স্বাক্ষর	অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'জ' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'ঝ' চিহ্নিত স্থানে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

সারণী সংখ্যা...............

পত্র সংখ্যা.................

ফরম—১৯ক-এর ধারাবাহিকতা

[নিয়ম ৬২(৩)(ক), ৬৪(৫)(খ), ৬৪(৬) এবং ৬৬(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

'জ'

...............গ্রাম পঞ্চায়েৎ।

'ঝ'

...............নির্বাচন ক্ষেত্র।

নির্বাচন-প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটসমূহ।

(১) ক	(২) খ	(৩) গ	(৪) ঘ	(৫) ঙ	(৬) চ	(৭) ছ

....

ভোটগ্রাহীর স্বাক্ষর অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

স্থান....................

তারিখ..................

টীকা :—'জ' চিহ্নিত স্থানে যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এর নির্বাচনের সারণী তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'ঝ' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

ফরম—২০

গণনা পত্র

[নিয়ম ৫৯(৩), ৬৪(১), ৬৪(৫)(খ), ৬৪(৬), ৬৫(২), ৬৫(৩) এবং ৬৬(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

'জ' 'ঝ'
............নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে.........পঞ্চায়েৎ সমিতি*/ জিলা পরিষদ-এর নির্বাচন।

ভোট গ্রহণের তারিখ...............

নির্বাচন কর্তব্যে রত ব্যক্তিদের প্রদত্ত ভোটসমূহ।

ভোট স্থানের নাম ও সংখ্যা	শীলমোহরাঙ্কিত খামসমূহের মোট সংখ্যা	বৈধ ব্যালট পত্রসমূহের মোট সংখ্যা	বাতিলকৃত ব্যালট পত্রসমূহের মোট সংখ্যা
১	২	৩	৪

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন প্রার্থীর নামে	নির্বাচন প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট
১	ক	
২	খ	
৩	গ	
৪	ঘ	
৫	ঙ	
৬	চ	
৭	ছ	

....

ভোটগ্রাহীর স্বাক্ষর অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

স্থান...............

তারিখ............

টীকা :—'জ' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'ঝ' চিহ্নিত স্থানে দুইটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—২০ক

গণনা পত্র

[নিয়ম ৬২(৩)(খ), ৬৪(৫)(খ), ৬৪(৬), ৬২(২), ৬৫(৩) এবং ৬৬(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

সারণী সংখ্যা ....

'ঙ' 'চ'

................নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে ....পঞ্চায়েৎ সমিতি*/ জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

ভোট গ্রহণের তারিখ.... ....

ভোট-স্থানে ব্যালট বাক্সে প্রদত্ত ভোটসমূহ।

ভোট স্থানের নাম ও সংখ্যা	অগ্রাধিকারিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্যালট পত্রসমূহ	বৈধ ব্যালট পত্রসমূহ	বাতিলকৃত ব্যালট পত্রসমূহ
১	২	৩	৪

নির্বাচন প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটসমূহ।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীদের নাম	প্রাপ্ত বৈধ ভোটসমূহ
৫	৬	৭
১	'ক'	
২	'খ'	
৩	'গ'	
৪	'ঘ'	

....　　　　................................

ভোটগ্রাহীর স্বাক্ষর　　　　অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

স্থান.......................

তারিখ...............

টীকা :—'ঙ' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'চ' চিহ্নিত স্থানে দুইটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

———

ফরম—২০খ

গণনা পত্র

[নিয়ম ৬২(৩)(খ), ৬৪(২), ৬৫(৩) এবং ৬৬(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

'চ'　　　　　　'ছ'

............নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে............পঞ্চায়েৎ সমিতি/*

জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

ভোট গ্রহণের তারিখ...............

চূড়ান্ত গণনা

ভোট-স্থানের নাম ও সংখ্যা	ব্যালট বাক্স/বাক্সসমূহে প্রাপ্ত ব্যালট পত্রসমূহের সংখ্যা	বৈধ ব্যালট পত্রসমূহের সংখ্যা	বাতিলকৃত ব্যালট পত্রসমূহের সংখ্যা	টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্রসমূহের সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

নির্বাচন প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটসমূহ।

	নির্বাচন প্রার্থীদের নাম				
	(১) ক	(২) খ	(৩) গ	(৪) ঘ	(৫) ঙ
সারণী সংখ্যা ১					
সারণী সংখ্যা ২					
নির্বাচনে কর্তব্যরত ভোটসমূহ					
মহাসমষ্টি					

স্থান…… ……… ……

তারিখ………………… অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'চ' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'ছ' চিহ্নিত স্থানে দুইটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটা যাইবে।

ফরম—২১

পরিণাম পত্র

[নিয়ম ৬২(৮), ৬৫(১) এবং ৬৬(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

'জ' 'ঝ'

…………নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে…………গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এ নির্বাচন।

ভোট গ্রহণের তারিখ……………………

ভোট-স্থানের নাম ও সংখ্যা	ব্যালট বাক্স/বাক্সসমূহ হইতে প্রাপ্ত ব্যালট পত্র-সমূহের সংখ্যা	বৈধ ব্যালট পত্র-সমূহের সংখ্যা	বাতিলকৃত ব্যালট পত্র-সমূহের সংখ্যা	টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্রসমূহের সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

নির্বাচন প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটসমূহ।

	নির্বাচন প্রার্থীদের নামসমূহ						
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ
সারণী সংখ্যা—১							
পত্র সংখ্যা—১							
পত্র সংখ্যা—২							
পত্র সংখ্যা—৩							
সারণী সংখ্যা—২							
পত্র সংখ্যা—১							
পত্র সংখ্যা—২							
পত্র সংখ্যা—৩							

নির্বাচন কর্তব্যে রত ভোটসমূহ ... .

মহাসমষ্টি...............

স্থান...............

তারিখ...............　　অগ্রাধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'জ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'ঝ' চিহ্নিত স্থানে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

ফরম—২২

প্রতিদ্বন্দ্বীত আসনের নির্বাচন ঘোষণা

[নিয়ম ৬৫(১) এবং ৬৫(৩) দ্রষ্টব্য]

'ক'　　'খ'

.... নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে............ গ্রাম পঞ্চায়েৎ পঞ্চায়েৎ সমিতি/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ (নির্বাচন) নিয়মাবলী, ১৯৭৪-এর নিয়ম ৬৫-র বিধান অনুসারে আমি ঘোষণা করিতেছি যে,

'গ'

....

'ঘ'

....

পূর্বোক্ত নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এর আসন পূরণার্থে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তিনি তফসিলী জাতি*/তফসিলী উপজাতির সদস্য*/সদস্যা* নহেন।

স্থান............ অগ্রাধিকারিক*/নির্বাচন

তারিখ............ আধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'ক' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'খ' চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচন হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

'গ' চিহ্নিত স্থানে নির্বাচিত প্রার্থী/প্রার্থীদের ঠিকানা লিখিতে হইবে।

'ঘ' চিহ্নিত স্থানে নিবাচিত প্রার্থী/প্রার্থীদের ঠিকানা লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—২৩

পরিণাম পত্র

[নিয়ম ৬৫(৩) এবং ৬৬(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

'চ' 'ছ'

............নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে............পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচন।

নির্বাচনের তারিখ..............

ব্যালট বাক্স/বাক্সসমূহে প্রাপ্ত মোট ব্যালট পত্রসমূহ	মোট বৈধ ব্যালট পত্রসমূহ	মোট বাতিলকৃত ব্যালট পত্রসমূহ	মোট টেণ্ডার্ড ব্যালট পত্রসমূহ
(১)	(২)	(৩)	(৪)

নির্বাচন-প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটসমূহ।

	নির্বাচন প্রার্থীদের নামসমূহ				
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
ভোট স্থানের নাম ও সংখ্যা					
মোট					

স্থান..................

তারিখ..............

নির্বাচন আধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—'চ' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

'ছ' চিহ্নিত স্থানে দুইটির মধ্যে যাহার নির্বাচন তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

ফরম—২৪

নির্বাচনের প্রমাণ পত্র

[নিয়ম ৬৫(৫) দ্রষ্টব্য]

গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রের আমি নির্বাচন আধিকারিক*/অগ্রাধিকারিক এতদ্বারা শংসা করিতেছি যে আমি ১৯............‘ক’এর............‘খ’মাসের............‘গ’দিবসে ঘোষণা করিলাম............‘ঘ’এর শ্রী............‘ঙ’ যথাযথভাবে............‘চ’নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে............‘ছ’গ্রাম পঞ্চায়েৎ*/পঞ্চায়েৎ সমিতি*/জিলা পরিষদ-এ নির্বাচিত হইয়াছেন।

(সীল)

স্থান............ অগ্রাধিকারিক*/নির্বাচন

তারিখ............ আধিকারিকের স্বাক্ষর

টীকা :—‘ক’ চিহ্নিত স্থানে যথাযথ ইংরাজী বৎসরের সংখ্যা লিখিতে হইবে।

‘খ’ চিহ্নিত স্থানে যথাযথ মাসের নাম লিখিতে হইবে।

‘গ’ চিহ্নিত স্থানে যথাযথ দিনটি লিখিতে হইবে।

‘ঘ’ চিহ্নিত স্থানে নির্বাচিত প্রার্থীর ঠিকানা লিখিতে হইবে।

‘ঙ’ চিহ্নিত স্থানে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম লিখিতে হইবে।

‘চ’ চিহ্নিত স্থানে যথাযথ নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখিতে হইবে।

‘ছ’ চিহ্নিত স্থানে তিনটির মধ্যে যাহার নির্বাচনের প্রমাণ পত্র তাহার নাম লিখিতে হইবে।

* প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া অপর অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

শেষ